বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর ঋণ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর: ৪৮/২০২১

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর ঋণ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর: ৪৮/২০২১

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
	প্রথম অংশ	
০১	মুখবন্ধ	vii
	অধ্যায়- ০১	
০২	অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী	০৩-০৪
০৩	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	০৫
০৪	শব্দ সংক্ষেপ	০৭-০৮
	অধ্যায়-০২	
০৫	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ	১১
০৬	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ	১৫-৪৬
	দ্বিতীয় অংশ	
০৭	পরিশিষ্টসমূহ	৪৭-৭৮

প্রথম অংশ

মুখবন্ধ

১। দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল সকল Public Enterprise এর হিসাব অডিট করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর ২০১৭ ও ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের ঋণ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের উপর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট সম্পাদনপূর্বক এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করাই এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।

৩। এই অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ১৭টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর ইস্যু করা হয়েছে। একই সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সিনিয়র সচিবকে অবহিত করা হয়েছে এবং তাঁদের জবাব বিবেচনাপূর্বক এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৪। এই অডিট সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh অনুসরণ করা হয়েছে।

৫। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী এই অডিট রিপোর্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ: বঙ্গাব্দ
২২/৫/২০২২ খ্রিস্টাব্দ

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

অধ্যায়-০১

অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী

রিপোর্ট সম্পর্কিত তথ্য :

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর ২০১৭ ও ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এ কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি ইত্যাদি অডিট Criteria হিসেবে বিবেচনা করে উচ্চ ঝুঁকি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সমাপনান্তে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য :

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি :

১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির ২৬ নং আদেশ বলে পাকিস্তান আমলের হাবিব ব্যাংক লিঃ ও কমার্স ব্যাংক লিঃ সমন্বয় করে জাতীয়করণের মাধ্যমে ১৯৭২ সালে ২৬ মার্চ অগ্রণী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। অগ্রণী ব্যাংক শতভাগ সরকারি মালিকানায় ১৫ নভেম্বর/২০০৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়। সাধারণ মানুষের কল্যাণে নিবেদিত থাকার অঙ্গীকার নিয়ে প্রতিষ্ঠিত এ ব্যাংকটি গ্রাহকদের উত্তম ব্যাংকিং সেবা ও শিল্প ঋণসহ বিভিন্ন ধরণের ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে আধুনিক ও তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ব্যাংকটির প্রধান কার্যালয়ের অধীন ১১টি সার্কেল অফিস, ৫৩টি জোনাল অফিস, ৩৭টি ডিভিশন রয়েছে। অগ্রণী ব্যাংক লিঃ ৩৬টি কর্পোরেট শাখা ও ৪২টি এডি শাখাসহ সর্বমোট ৯৬০টি শাখার মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষের আর্থিক নিরাপত্তা ও সেবা প্রদানের জন্য সর্বদা নিয়োজিত রয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড সর্বপ্রথম এজেন্ট ব্যাংকিং চালু করে। বর্তমানে ২৮০টি এজেন্ট বুথের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করছে। ইসলামী ব্যাংকিং ইউনিটের ১৫টি উইনডোর মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং সেবা প্রদান করছে। এছাড়াও এর ৫টি সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১২,৩২২ জন দক্ষ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত আছে।

প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রাম :

ক্রমিক নং		
১	চেয়ারম্যান	১
২	পরিচালক	৯
৩	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	১
৪	উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক	৪
৫	মহাব্যবস্থাপক	২১
৬	উপ-মহাব্যবস্থাপক	১০৬
৭	চীফ সিকিউরিটি অফিসার ও অন্যান্য চুক্তিভিত্তিক	৫
৮	সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও সমমান	৩০৩
৯	সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার ও সমমান	৯০৯
১০	প্রিন্সিপাল অফিসার ও সমমান	১৮৪০
১১	সিনিয়র অফিসার ও সমমান	৪৮০০
১২	অফিসার ও সমমান	৯০৫৬
১৩	করণিক	১৪৮৬
১৪	অকরণিক	২৫০৭
	সর্বমোট=	**২১০৪৮**

প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী :

- জনগণকে ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবাভুক্তির আওতায় আনয়ন করে জনগণের আর্থিক অবস্থা সচল রাখতে ভূমিকা পালন করা।
- পরিকল্পিত ও গুণগত মানসম্পন্ন ঋণ প্রদান ও বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামজিক উন্নয়নে সহয়তা প্রদান।
- জনগণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করতে ভূমিকা রাখা।
- ডিজিটালাইজড ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে জনগণকে দ্রুত ও সহজে ব্যাংকিং সেবা প্রদান।
- আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসা বৃদ্ধি এবং রেমিট্যান্স সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া।

অডিটের আইনগত ভিত্তি :

দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী এই অডিট পরিচালনা করা হয়েছে।

অডিটের পরিধি :

তথ্য সংগ্রহ এবং তা বিশ্লেষণের পর অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয় ও এর অধীনস্থ বিভিন্ন কর্পোরেট শাখা এবং অন্যান্য শাখার মধ্যে নিরীক্ষার জন্য নির্বাচিত ইউনিটসমূহের ২০১৭ ও ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের ঋণ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়সমূহকে নিরীক্ষার জন্য বিবেচনা করা হয়েছে।

অডিট প্ল্যানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য :

অডিটের বিষয়বস্তু :

ঋণ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়সমূহকে নিরীক্ষার জন্য বিবেচনা করা হয়েছে।

অডিট কৌশল :

ঋণ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সরকারি আইন-কানুন ও নীতিমালা অনুসৃত হচ্ছে কিনা এবং প্রযোজ্য বিধি-বিধান পরিপালন করা হচ্ছে কিনা তা যাচাই এর জন্য নিম্নবর্ণিত কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে;

- নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ;
- নিরীক্ষার উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, মানদণ্ড ইত্যাদি নির্ধারণপূর্বক নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- নিরীক্ষা দল গঠন এবং নিরীক্ষার নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন;
- কেন্দ্রীয়ভাবে নিরীক্ষার কার্যক্রম নিয়মিত তদারকি ও পর্যবেক্ষণ।

অডিট সময়কাল :

১১/১২/২০১৯ খ্রি. হতে ১৫/০৪/২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর ২০১৭ ও ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের ঋণ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সম্পাদিত কাজের রেকর্ড পত্র ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক অডিট করা হয়।

অডিট চলাকালে বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধিবিধানের লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলতঃ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালন না করার কারণে এই অডিট অনুচ্ছেদসমূহ উত্থাপিত হয়েছে।

এই রিপোর্টে ১৭টি অডিট অনুচ্ছেদ উত্থাপন করা হয়েছে এবং এতে জড়িত টাকার পরিমাণ ২৪২৭,৬৬,৮৫,৩৩২ (দুই হাজার চারশত সাতাশ কোটি ছেষট্টি লক্ষ পঁচাশি হাজার তিনশত বত্রিশ) টাকা। এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপ:

- ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর লঙ্ঘন।
- বিআরপিডি সার্কুলারসমূহ লঙ্ঘন।
- ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ মঞ্জুরিপত্রের শর্তসমূহ পরিপালন না করা।
- অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত পরিপত্র ও নির্দেশপত্রের শর্তসমূহ পরিপালন না করা।
- বাংলাদেশ ব্যাংক এর Credit Risk Management Guidelines-2018 অনুসরণ না করা।
- Guidelines for Foreign Exchange Transactions 2018, Volume-01, Chapter -7 এর অনুচ্ছেদ ৩৯ (III) এবং ৪১ এর লঙ্ঘন।
- মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী প্রযোজ্য মার্জিন সংরক্ষণের বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে ঋণ বিতরণ করা ।
- মঞ্জুরিপত্র এবং অগ্রণী ব্যাংকের Credit Risk Management Guidelines-2018 অনুযায়ী প্রযোজ্য বীমা পলিসি গ্রহণ না করা এবং ব্যাংকের অনুমোদিত চাটার্ড সার্ভেয়ার বা কনসালটেন্ট কর্তৃক জামানত মূল্যায়ন না করা।
- ঋণ চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে উদ্যোক্তার নির্ধারিত ইক্যুইটির অর্থ বিনিয়োগ সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে অনিয়মিতভাবে ঋণ বিতরণ।
- ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে নিয়মবহির্ভূতভাবে সুদ মওকুফসহ ঋণ পুনঃতফসিল করা।
- আমদানি এলসি রেজিস্টারে গ্রাহকের এলসি সংক্রান্ত তথ্যাদি সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ না করা।
- শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত মূসক-১১ দাখিল করার নির্দেশনা থাকলেও প্রত্যয়নকৃত মূসক-১১ ছাড়াই বিল পরিশোধ করা।
- গ্রাহককে নতুন ঋণ সুবিধা প্রদানের নিমিত্ত ঋণ সঠিকভাবে শ্রেণিকৃত না করে সিএল বিবরণী এবং সিআইবি রিপোর্টে নিয়মিত দেখানো।
- ঋণের সুদ অনিয়মিতভাবে আয় খাতে হিসাবভুক্তকরণ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী অডিটের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই অডিট রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

শব্দ সংক্ষেপ

১	BTB (বিটিবি)	Back To Back	রপ্তানি ঋণপত্র।
২	C.C(HYPO) সিসি (হাইপোঃ)	Cash Credit Hypothecation	ঋণাঙ্কের কমপক্ষে ১.৫ গুণ সম্পত্তি বন্ধক নিতে হবে।
৩	CIB	Credit Information Bureau	বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত গ্রাহকের ক্রেডিট ইনফরমেশন।
৪	Cost of Fund	-	মূল ঋণ (আসল টাকা), মামলা খরচ এবং ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক খরচ সহ মোট ব্যয় কভার করার নাম Cost of Fund। Cost of Fund কভার না করে সুদ মওকুফ করা যাবে না।
৫	CRC	Central Rating Committee	বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পারফরমেন্স মূল্যায়ন।
৬	FBP (এফবিপি)	Foreign Bill Purchase	রপ্তানি কার্যক্রম সম্পন্ন হলে স্থানীয় ব্যাংক রপ্তানিকারকের বিল ক্রয় করে।
৭	FL(Funded Liability)	-	এলসি দায় ব্যতীত সকল দায় ফান্ডেড দায়। আর্ন্তজাতিক ঋণ ব্যতীত দেশীয় ঋণসমূহ যে সকল ঋণ ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের হিসাবের বিপরীতে পরিশোধিত হয়। যেমন:- সিসি (হাইপো), সিসি (প্লেজ), প্রকল্প ঋণ, কৃষি ও অকৃষিজ ঋণ। গৃহনির্মাণ ঋণ, ভোগ্যপণ্য ঋণ, ওডি, এসওডি। এসব ঋণ এলসি ঋণ খোলা ব্যতীত সরাসরি ফান্ডেড দায়। তাছাড়া এলসির মাধ্যমেও কিছু কিছু দায় ফান্ডেড দায় হিসাবে সৃষ্টি হয়। যেমন:- আমদানি ঋণ লিম, এলটিআর, পিএডি ইত্যাদি। রপ্তানি এলসির বিপরীতে পিসি, ফোর্সড লোন (রপ্তানি ব্যর্থতায় ঋণ)
৮	FL/DL(ফোর্সড লোন/ ডিমান্ড লোন)	(Forced Loan/ Demand Loan)	রপ্তানি ব্যর্থতায় আমদানিকৃত মালামালের মূল্য ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধ করে পার্টির নামে ফোর্সড লোন/ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করা হয়।
৯	LC (এলসি)	Letter of Credit	বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
১০	LTR (এলটিআর)	Loan Against Trust Receipts	আমদানি ঋণপত্রের বিপরীতে সৃষ্ট ঋণ।
১১	Non-funded Laiability	-	এলসি খোলার বিপরীতে আন্তর্জাতিক ঋণ। যেমন:-ব্যাক টু ব্যাক এলসি, এলসি গ্যারান্টি ইত্যাদি দায় নন-ফান্ডেড দায়।
১২	PC (পিসি)	Packing Credit	রপ্তানি পূর্ব মালামাল প্যাকিং করার ক্ষেত্রে ঋণ সুবিধা (রপ্তানি মূল্যের সর্বোচ্চ ১০%)।
১৩	অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৪৬ ধারা	-	কোন ঋণ হিসাব মন্দ/কু-ঋণে শ্রেণিকৃত হলে উক্ত আইনের ধারা বলে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।
১৪	আরোপিত সুদ	-	ঋণ স্থিতির উপর ধার্যকৃত সুদ।
১৫	অনারোপিত সুদ	-	ঋণ হিসাব মন্দ/ কু-ঋণে শ্রেণিকৃত হলে লেজার স্থিতির উপর সুদ চার্জ না করে পৃথকভাবে যে সুদ হিসাব করা হয়।
১৬	এলডিবিপি	Local Document Bill Purchase	স্বীকৃত স্থানীয় ঋণপত্রের বিপরীতে রপ্তানিকারকের রপ্তানি মূল্যের উপর বিল ক্রয় বাবদ ঋণ।
১৭	এন আই এ্যাক্ট ১৮৮১	Negotiation Instrument Act-1881	ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে অগ্রিম গৃহীত চেক সময়মত ফান্ডের অভাবে প্রত্যাখ্যাত (Dishonor) হলে উক্ত আইনে মামলা করা যায়।
১৮	ডাউনপেমেন্ট	Down Payment	পুনঃতফসিলকরণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে মোট ঋণাঙ্কের স্বপক্ষে ১০% ডাউনপেমেন্ট নেয়া হয়।

১৯	পুনঃতফসিল	-	কোন ঋণ হিসাব শ্রেণিকৃত হলে গ্রাহকের অনুরোধে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের সুবিধা প্রদান করার জন্য ঋণ হিসাব পুনঃতফসিলকরণ করা হয়। এক্ষেত্রে ডাউনপেমেন্ট নেয়া বাধ্যতামূলক।
২০	ব্লক ঋণ হিসাব সুবিধা	-	ঋণ গ্রহীতার একাধিক ঋণ হিসাব থাকলে কোন একটি বা ততোধিক হিসাবে সুদ চার্জ না করে ব্লক রাখা হয়। সাধারণতঃ প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রকল্পটি যাতে বন্ধ না হয় সে লক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ গ্রহীতাকে আলোচ্য সুবিধা দেয়া হয়।
২১	বিএমআরই BMRE	Balancing, Modernization, Rehabilitation and Expansion.	প্রকল্প আধুনিকীকরণের নিমিত্ত গৃহীত কার্যক্রম।
২২	ডেফার্ড এলসি	Deferred LC	A type of letter of credit that defers payment until an agreed point after the shipping documents have been presented by the exporter.
২৩	PCR	Project Completion Report	সরকারি ভৌত অবকাঠামো এবং যন্ত্রপাতি সংযোজন সম্পন্ন হওয়ার পর এই সনদপত্র ইস্যু করা হয়।
২৪	BRPD	Banking Regulation and Policy Department	বাংলাদেশ ব্যাংকের উক্ত ডিপার্টমেন্ট হতে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন এবং পরিপত্র জারি করে থাকে।
২৫	CL	Classification of Loan	CL বিবরণীতে ঋণসমূহের শ্রেণিকরণ অর্থাৎ Sub Standard (SS), Doubtful (DF) & Bad/Loss (B/L) মানে শ্রেণিকরণের বিষয়টি প্রদর্শিত হয়ে থাকে।
২৬	DF	Doubtful	বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৩, তারিখ: ২১.০৪.২০১৯ অনুযায়ী কোন Continuous loan, Demand loan, Fixed Term Loan অথবা Fixed Term Loan এর কোন কিস্তি বা কিস্তির অংশ ০৯ (নয়) মাসের সমান বা অধিক কিন্তু ১২ (বার) মাসের কম সময় মেয়াদোত্তীর্ণ থাকে তাহলে সমগ্র ঋণটি DF মানে শ্রেণিকৃত হবে।
২৭	B/L	Bad and Loss	বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৩, তারিখ: ২১.০৪.২০১৯ অনুযায়ী কোন Continuous loan, Demand loan, Fixed Term Loan অথবা Fixed Term Loan এর কোন কিস্তি বা কিস্তির অংশ ১২ (বার) মাসের সমান বা অধিক সময় মেয়াদোত্তীর্ণ থাকে তাহলে সমগ্র ঋণটি B/L মানে শ্রেণিকৃত হবে।
২৮	SWIFT	Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications	এক ব্যাংকের সাথে অন্য ব্যাংক এলসি, চুক্তিপত্র এবং ব্যাংকিং লেনদেন সম্পর্কিত বিষয়াদির সঠিকতা SWIFT মেসেজ এর মাধ্যমে যাচাই করে থাকে।
২৯	IFBC	Inward Foreign Bill for Collection	ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে আমদানি দলিলাদি গৃহিত হওয়ার পর তা IFBC হিসাবে Lodgement করতে হয়। Lodgement করার অর্থ হলো আমদানি দলিলাদি গৃহিত হওয়ার বিষয়টি ব্যাংকের Books of Accounts এ প্রতিফলিত হওয়া।
৩০	প্যারিপাসু	Pari Passu	ঋণ গ্রহীতার একই সম্পত্তি একাধিক ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানের নিকট বন্ধক রেখে ঋণ প্রদান করা হলে এবং ঋণ গ্রহীতা উক্ত ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে উক্ত বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করে সমহারে ঋণের টাকা আদায়ের বিষয়ে ঋণদাতা ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে চুক্তি হয়। উক্ত নিয়মে টাকা আদায়ের বিষয়টি প্যারিপাসু চার্জ হিসেবে পরিচিত।

অধ্যায়-০২

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত (অর্থ)
১	ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এবং ঋণ মঞ্জুরির শর্ত লঙ্ঘন করে খেলাপি গ্রহীতাকে ঋণ বিতরণে অনাদায়ি	৮১,৫৫,২৩,৬৫৩
২	সহজামানত হিসাবে কর্পোরেট গ্যারান্টির আওতায় সিন্ডিকেশন ব্যবস্থায় অনিয়মিতভাবে ঋণ বিতরণ	১৭০,০০,০০,০০০
৩	বিআরপিডি সার্কুলার পরিপন্থিভাবে পুনঃতফসিলকরণের পর শর্ত মোতাবেক কিস্তি আদায় না হওয়ায় ঋণের টাকা অনাদায়ি	২২৪,৯৭,৪৭,০৩০
৪	মঞ্জুরির শর্ত পরিপালন না করে সিসি (হাইপোঃ) ঋণ বিতরণ এবং শর্ত মোতাবেক কিস্তি আদায় না হওয়ায় অনাদায়ি	৬৯,৭২,৮৮,৪৫৭
৫	ব্যাংক কোম্পানি আইন লঙ্ঘন করে ব্যাক টু ব্যাক সুবিধা প্রদান এবং যাচাই ব্যতীত গৃহীত রপ্তানি ঋণপত্রের বিপরীতে মালামাল রপ্তানি ব্যর্থতায় অনাদায়ি	২৫,৩১,৮৬,৩৫২
৬	পর্যাপ্ত জামানত না থাকা সত্ত্বেও ঋণ প্রদান করায় অনাদায়ি	২৩৪,৭০,০০,০০০
৭	বাংলাদেশ ব্যাংকের শর্ত পরিবর্তন করে পুনঃতফসিলকৃত ঋণ পুনঃবিন্যাস করায় এবং মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক কিস্তি আদায় না হওয়ায় ঋণের টাকা অনাদায়ি।	১০৭,১৮,৮৫,৫৫৬
৮	ব্যাংক কোম্পানি আইন না মেনে গ্রাহককে নতুন ঋণ সুবিধা প্রদান এবং বিধি বহির্ভূতভাবে বারবার নবায়ন সুবিধা প্রদানকৃত ঋণ অনাদায়ি	১৫০,৮৯,৮৬,৬৮০
৯	বিআরপিডি সার্কুলার বহির্ভূতভাবে পুনঃতফসিলকৃত ঋণের কিস্তি শর্ত মোতাবেক আদায় করতে না পারায় অনাদায়ি	২২৪,৮০,২৯,৩৬৮
১০	একাধিকবার পুনঃতফসিল করেও শর্ত মোতাবেক কিস্তি আদায় না হওয়া, বিআরপিডি সার্কুলার বহির্ভূতভাবে ডাউনপেমেন্ট গ্রহণ এবং অর্পিত ক্ষমতা অনুযায়ী জামানত কম থাকা ঋণের টাকা অনাদায়ি	১১১,৭২,৮৮,৩১০
১১	খেলাপি ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে অনিয়মিতভাবে ব্যাক টু ব্যাক আমদানি এলসি ইস্যুকরণ, রপ্তানি ঋণপত্র যাচাই না করে অনবরত ঋণপত্র ইস্যু করায় এবং ডিমান্ড লোনসহ অন্যান্য ঋণ আদায় করতে না পারায় অনাদায়ি	১০২,৫৬,০০,০০০
১২	মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী প্রযোজ্য লিমিট অতিরিক্ত দায় আদায় না করে উক্ত দায়কে সিসি হাইপোঃ (ব্লকড) হিসাবে স্থানান্তর করে ঋণ হিসাবকে নিয়মিত দেখানোসহ অনিয়মিতভাবে নতুন ঋণ সুবিধা প্রদান এবং পর্যাপ্ত জামানত না থাকা ঋণের অনাদায়ি	২৬২,৫০,০০,০০০
১৩	মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক কিস্তি আদায় না হওয়া, অর্থ ঋণ আদালত আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা এবং ব্যাংক স্বার্থ পরিপন্থি শর্তে পুনঃতফসিলের সুপারিশকৃত ঋণের টাকা অনাদায়ি	৫৭,০০,৮৩,২৫০
১৪	খেলাপি ঋণ গ্রহীতাকে অনিয়মিতভাবে ব্যাক টু ব্যাক এলসি সুবিধাসহ পিসি লোন প্রদান করায় এবং রপ্তানি ব্যর্থতায় ডিমান্ড লোন সৃষ্টি হওয়ায় গ্রাহকের অন্যান্য দায়সহ অনাদায়ি	২৯,১৯,৬৭,০০০
১৫	ঋণ যথাযথভাবে শ্রেণিকৃত না করা, রপ্তানি ব্যর্থতা বিবেচনা না করে অনবরত ব্যাক টু ব্যাক এলসি ইস্যু করা এবং স্টকলটের মালামালের বিষয়ে নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ঋণের অনাদায়ি	৭৩,৬২,৯৯,৬৭৬
১৬	চরম গ্যাস সংকটের কারণে বন্ধ প্রকল্পের যন্ত্রপাতি বিক্রির সময়ে গ্রাহক কর্তৃক ক্রয়ের মাধ্যমে একই স্থানে প্রকল্প স্থাপনে ব্যাংক কর্তৃক ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ	২৯৬,৬২,০০,০০০
১৭	মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক ঋণের কিস্তি আদায় করতে না পারায় এবং নীতিমালা বহির্ভূতভাবে ব্যাক টু ব্যাক সুবিধা প্রদান করায় ফান্ডেড ও নন-ফান্ডেড ঋণ অনাদায়ি	২০৫,২৬,০০,০০০
	সর্বমোট	**২৪২৭,৬৬,৮৫,৩৩২**
কথায়: দুই হাজার চারশত সাতাশ কোটি ছেষট্টি লক্ষ পঁচাশি হাজার তিনশত বত্রিশ টাকা মাত্র।		

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

অনুচ্ছেদ: ০১

শিরোনাম: ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এবং ঋণ মঞ্জুরির শর্ত লঙ্ঘন করে খেলাপি গ্রহীতাকে ঋণ বিতরণে অনাদায়ি ৮১,৫৫,২৩,৬৫৩ (একাশি কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ তেইশ হাজার ছয়শত তিপ্পান্ন) টাকা ।

বিবরণ:

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান শাখা, ঢাকার ২০১৭ ও ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের ঋণ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এবং ঋণ মঞ্জুরির শর্ত লঙ্ঘন করে ঋণ বিতরণে ব্যাংকের ৮১,৫৫,২৩,৬৫৩ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।

প্রধান শাখার গ্রাহক এইচ এইচ টেক্সটাইল মিলস্ লিমিটেড এর ঋণ সংক্রান্ত নথি বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায়, গ্রাহকের অনুকূলে প্রধান শাখা, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর মঞ্জুরিপত্র নং- প্রশা/ঋণ/সিসি/২৫/২০১৮; তারিখ: ১৪/০৮/২০১৮ খ্রি. এর মাধ্যমে সিসি (হাইপোঃ) ঋণ সীমা ৮০ (আশি) কোটি এবং ১০% মার্জিনে এলসি লিমিট ৭০(সত্তর) কোটি টাকা ৩০/০৬/২০১৯ খ্রি. মেয়াদে মঞ্জুর করা হয়। উল্লেখ্য, ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের ০৬/০৮/২০১৮ খ্রি. তারিখের ৫৭১তম সভায় শর্ত সাপেক্ষে ঋণটি মঞ্জুর করা হয়, যার ২৭ নং শর্তে উল্লেখ ছিল, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা ও ব্যাংকের প্রচলিত নিয়ম ও শর্তসমূহ পরিপালন সাপেক্ষে ঋণটি বিতরণযোগ্য হবে। এক্ষেত্রে সিআইবি রিপোর্ট হতে দেখা যায়, গ্রাহকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান আফাজ টেক্সটাইল এন্ড কম্পোজিট মিলস লিমিটেড এর ১০(দশ) কোটি টাকা ঋণ সীমার সিসি (হাইপোঃ) ঋণ ৩০/০৬/২০১৮ খ্রি. তারিখ হতে খেলাপি/মন্দ ঋণ হিসেবে চিহ্নিত। তথাপি শাখা কর্তৃক ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১, ধারা ২৭কক(৩) লঙ্ঘন করে খেলাপি ঋণ গ্রহীতাকে উক্ত ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। সিসি (হাইপো) ঋণের স্টেটমেন্ট হতে দেখা যায়, গ্রাহকের নিকট অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ৮১,৫৫,২৩,৬৫৩ টাকা।

এছাড়াও ঋণ নথি যাচাইয়ে নিম্নবর্ণিত অনিয়মসমূহ পরিলক্ষিত হয়:

ঋণের বিপরীতে বন্ধকী জমির তাৎক্ষণিক বিক্রয়মূল্য দেখানো হয়েছে ৬৩.৮৩ কোটি টাকা, যা মূল দলিলে প্রদর্শিত মোট মূল্য অপেক্ষা ৪৭ গুণ বেশি। অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশ পরিপত্র নং সিপিসিআরএমডি/ ৯৬; তারিখ: ১৩/০৮/২০১৭ খ্রি. এর ১ম অংশের অনুচ্ছেদ ১০(১) অনুযায়ী জমি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মৌজারেট বিবেচনা করা হয়নি। এছাড়াও নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়, ৩৬.৩৪ কোটি টাকার জামানত ঘাটতি রেখে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়েছে।

পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত স্মারক নং ৯০২/১৮ এর শর্ত নং-০৮ মোতাবেক নবায়নের তারিখে বা তৎপূর্বে গ্রাহক কর্তৃক ঋণটি সম্পূর্ণরূপে সমন্বয় করার শর্ত থাকলেও উক্ত সময়ে ঋণটি সমন্বয় করা হয়নি। বরং পূর্ব দায়স্থিতি নিয়ে দেড় মাস মেয়াদোত্তীর্ণ থাকা অবস্থায় ১৫/০৭/২০১৯ খ্রি. তারিখে ৩০/০৬/২০২০ খ্রি. মেয়াদে প্রদত্ত ঋণ সীমা পুনরায় নবায়ন করা হয়।

০২/০১/২০২০ খ্রি. তারিখে উক্ত ঋণের বিপরীতে সীমাতিরিক্ত দায় ১,৫৫,২৩,৬৫৩ টাকাসহ সর্বমোট ৮১,৫৫,২৩,৬৫৩ টাকা অনাদায়ী রয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "০১")।

অনিয়মের কারণ:

- ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১, ধারা ২৭কক (৩) এর লঙ্ঘন।
- অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশ পরিপত্র নং-সিপিসিআরএমডি/৯৬; তারিখ: ১৩/০৮/২০১৭ খ্রি. এর ১ম অংশের অনুচ্ছেদ ১০(১) এর লঙ্ঘন।
- পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত স্মারক নং ৯০২/১৮ এর শর্ত নং-০৮ এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- গ্রাহকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান আফাজ টেক্সটাইল লিমিটেড এর ১০ (দশ) কোটি টাকার ঋণটি ৩০/০৬/২০১৮ খ্রি. তারিখ ভিত্তিক সিআইবি প্রতিবেদনে এসএস মানে শ্রেণিকৃত থাকলেও সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ২৪/০৬/২০১৮ খ্রি. তারিখে ঋণটি নবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে মর্মে প্রত্যয়নপত্র শাখায় দাখিল করে। পরবর্তীতে ৩১/০৭/২০১৮ খ্রি. তারিখে ঋণটি সম্পূর্ণ অশ্রেণিকৃত/নিয়মিত রয়েছে মর্মে প্রত্যয়নপত্র সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর শিল্প প্রকল্প

অর্থায়ন বিভাগ হতে অত্র শাখায় দাখিল করা হয়। উক্ত দাখিলকৃত প্রত্যয়নপত্র মোতাবেক ৩১/০৭/২০১৮ খ্রি. তারিখে প্রস্তাবিত ঋণটির স্মারক পরিচালনা পর্ষদে উপস্থাপন করা হয়। মূল্যায়ন প্রতিবেদনে জমির মূল্য ব্যাংক মনোনীত সার্ভেয়ার কর্তৃক মূল্যায়ন ও স্থানীয় জনগণের নিকট যাচাই বাছাই করে নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় ব্যাপক অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠায় জমির বর্তমান মূল্য বেশী হয়েছে। সুদারোপের ফলে সীমাতিরিক্ত দায় পরিশোধপূর্বক নবায়ন আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যাংকের প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক নবায়ন মঞ্জুর করা হয়। বর্তমান ৩১/১২/২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সুদ আরোপের ফলে সৃষ্ট সীমাতিরিক্ত দায় গ্রাহক ইতোমধ্যে পরিশোধ করেছে। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত তথ্যের আলোকে আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করা হলো।

- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য ০৮/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব বরাবর AIR জারি করা হয়। মন্ত্রণালয়ের ২৭/০৫/২০২১ খ্রি. তারিখের জবাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক আপত্তি মোতাবেক অনাদায়ী সমুদয় টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- গ্রাহক ও গ্রাহকের সহযোগী প্রতিষ্ঠানের খেলাপি ঋণসহ অন্যান্য ঋণ সংক্রান্ত তথ্যের গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য উৎস হলো সিআইবি রিপোর্ট। এক্ষেত্রে সিআইবি রিপোর্ট কেন মানা হয়নি, সিআইবি রিপোর্ট এর তথ্য ভুল ছিল কিনা এবং সিআইবি রিপোর্টে অসংগতির বিষয়ে জবাবে উল্লেখ করা হয়নি। এছাড়াও জমির মৌজারেট বিবেচনা না করা, জামানত ঘাটতি রেখে ঋণ বিতরণ, ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ মঞ্জুরির শর্ত পরিপালন না করা প্রভৃতি বিষয়ে জবাবে উল্লেখ করা হয়নি। বর্ণিত অনিয়মের কারণে ব্যাংক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন, যার দায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উপর বর্তায়।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

বর্ণিত অনিয়মের বিষয়ে জড়িত ব্যক্তিদের দায় দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।।

অনুচ্ছেদ: ০২

শিরোনাম: সহজামানত হিসেবে কর্পোরেট গ্যারান্টির আওতায় অনিয়মিতভাবে ঋণ বিতরণ ১৭০,০০,০০,০০০ (একশত সত্তর কোটি) টাকা।

বিবরণ:

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান শাখা, ঢাকার ২০১৭ ও ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের ঋণ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, সহজামানত হিসেবে কর্পোরেট গ্যারান্টির আওতায় অনিয়মিতভাবে ১৭০,০০,০০,০০০ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

প্রধান শাখার গ্রাহক জিপিএইচ ইস্পাত লিমিটেড এর ঋণ সংক্রান্ত নথি বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট ডিভিশন-১ এর পত্র নং- আইসিডি-১/সিন্ডিকেশন/মঞ্জুরি/চুড়ান্ত অনুমোদন/জিপিএইচ/১০/২০১৯; তারিখ: ২৭/০৩/২০১৯ খ্রি. এর মাধ্যমে সিন্ডিকেশন ব্যবস্থার আওতায় ইউনেইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের লীড এরেঞ্জমেন্টে প্রস্তাবিত প্রকল্প জিপিএইচ ইস্পাত লিমিটেড এর অনুকূলে মোট স্থায়ী বিনিয়োগ ব্যয় ২৩৯০,৮৭,০০,০০০ টাকার বিপরীতে বর্ধিত স্থায়ী বিনিয়োগ ৬৩০,০৪,০০,০০০ টাকা অনুমোদন করা হয়। উক্ত বিনিয়োগের ৭০:৩০ ঋণ ইক্যুইটি অনুপাতে ১০ বছর মেয়াদে ৪৪১,০৪,০০,০০০ টাকা মেয়াদি ঋণ এবং ৭৫০,০০,০০,০০০ টাকা চলতি মূলধনের মধ্যে সদস্য ব্যাংক হিসেবে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক ১২০,০০,০০,০০০ টাকা মেয়াদি ঋণ ও ৫০,০০,০০,০০০ টাকা চলতি মূলধন (সর্বমোট ১২০+৫০ =১৭০ কোটি টাকা) ঋণ মঞ্জুর করা হয়।

উক্ত মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং ৩ এর (ক) ও (গ) তে সহজামানত হিসেবে GPH Power Generation Ltd. এর ৯০০ শতাংশ (আনুমানিক) জমি মর্টগেজ এবং এই প্রতিষ্ঠানের কর্পোরেট গ্যারান্টির কথা বলা আছে। এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর নির্দেশনা পত্র নং-সিপিসিআরএমডি/৯৬; তারিখ: ১৩/০৮/২০১৭ খ্রি. এর তফসিল-০১, ক্রমিক-০২ অনুযায়ী প্রযোজ্য ১:১ অনুপাতে সহজামানতের শর্ত থাকলেও কোন সহজামানত ছাড়াই ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ ব্যাংক এর Credit Risk Management Guidelines-2018 এর অনুচ্ছেদ ৩.২.৩ অনুযায়ী ঋণ নবায়নকালে ঋণাংকের সমান সহজামানত নেওয়া আবশ্যক। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য সহজামানত না নিয়ে GPH Power Generation Ltd এর কর্পোরেট গ্যারান্টির বিপরীতে ঋণ মঞ্জুর করা হয় ।

নথি যাচাইয়ে দেখা যায়, ৩০/০৬/২০১৮ খ্রি. ভিত্তিক GPH Power Generation Ltd. এর নীট সম্পদ ১২১.৯৪ কোটি টাকা। যার হিসাব নিম্নরূপ :

(কোটি টাকায়)

মোট সম্পদ	মোট দায়	নীট সম্পদ
১৫৬.১৬	৩৪.২২	১২১.৯৪

আরো উল্লেখ্য যে, কর্পোরেট গ্যারান্টি সম্পর্কিত বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা ও অগ্রণী ব্যাংকের পরিপত্র নং-সিপিসিআরএমডি/১৩৮/১৮; তারিখ: ২৫/১০/২০১৮ খ্রি. অনুযায়ী কর্পোরেট গ্যারান্টির বিপরীতে ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতার শর্ত 'ছ' অনুযায়ী "কর্পোরেট গ্যারান্টি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত নীট সম্পদ প্রস্তাবিত ঋণ সীমার চেয়ে কম হতে পারবে না"। উক্ত নীতিমালার বিশেষ শর্ত 'চ' অনুসারে কর্পোরেট গ্যারান্টি এর বিপরীতে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ সংশ্লিষ্ট কোম্পানির নীট সম্পদের ৮০% এর অধিক হবে না।

উল্লিখিত শর্ত মোতাবেক GPH Power Generation Ltd. এর নীট সম্পদ ঋণ সীমার থেকে কম থাকায় GPH Ishpat Limited কে কর্পোরেট গ্যারান্টি দেওয়ার সামর্থ্য নেই। তথাপি উক্ত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কর্পোরেট গ্যারান্টির বিপরীতে নিয়মবহির্ভূতভাবে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়েছে। ফলে প্রতিষ্ঠানের ১৭০ কোটি টাকা বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ

- অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর নির্দেশ পত্র নং-সিপিসিআরএমডি/৯৬; তারিখ: ১৩/০৮/২০১৭ খ্রি. এর তফসিল-০১, ক্রমিক-০২ লঙ্ঘন ।
- অগ্রণী ব্যাংকের পরিপত্র নং-সিপিসিআরএমডি/১৩৮/১৮; তারিখ: ২৫/১০/২০১৮ খ্রি. এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- GPH Ishpat Limited এর অনুকূলে পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে (স্মারক নং- ২৯১/১৯; তারিখ: ১১/০৩/২০১৯ খ্রি.) সিন্ডিকেশন ব্যবস্থার আওতায় ইউনেইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের লীড এরেঞ্জমেন্টে GPH Ishpat Limited এর অনুকূলে ১৭০(একশত সত্তর) কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণ করা হয়। প্রকল্পটির অনুকূলে শুধুমাত্র কর্পোরেট গ্যারান্টির বিপরীতে ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণ করা হয়নি। GPH Ishpat Limited এর সকল পরিসম্পদের উপর আরজেএসসি তে First Ranking Paripassu Charge সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ঋণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সকল দলিলাদি সম্পাদন করা হয়েছে। লীড ব্যাংকের আইনজীবী ব্যারিস্টার ওমর সাদাত কর্তৃক সম্পাদিত দলিলাদির বিপরীতে Letter of Satisfaction ইস্যু করা হয়েছে।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য ০৮/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব বরাবর AIR জারি করা হয়। মন্ত্রণালয়ের ২৭/০৫/২০২১ খ্রি. তারিখের জবাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে আপত্তি মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- GPH Ishpat Limited এর সকল পরিসম্পদের উপর আরজেএসসি তে First Ranking Paripassu Charge সৃষ্টি করা হয়েছে মর্মে জবাবে উল্লেখ করা হলেও সম্পদের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়নি এবং প্রমাণক পাওয়া যায়নি। অনিয়মের মাধ্যমে ঋণ প্রদান করায় ঋণ আদায় ঝুঁকির সম্মুখীন। বর্ণিত অনিয়মের দায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উপর বর্তায়।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

উপরোক্ত অনিয়মের বিষয়ে দায় দায়িত্ব নির্ধারণ এবং আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০৩

শিরোনামঃ বিআরপিডি সার্কুলার পরিপন্থিভাবে পুনঃতফসিলকরণের পর শর্ত মোতাবেক কিস্তি আদায় না হওয়ায় ঋণের ২২৪,৯৭,৪৭,০৩০ (দুইশত চব্বিশ কোটি সাতানব্বই লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার ত্রিশ) টাকা অনাদায়ী।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান শাখা, ঢাকার ২০১৭ ও ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের ঋণ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, বিআরপিডি সার্কুলার পরিপন্থিভাবে পুনঃতফসিলকরণের পর শর্ত মোতাবেক কিস্তি আদায় না হওয়ায় ঋণের ২২৪,৯৭,৪৭,০৩০ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।

প্রধান শাখার গ্রাহক মেসার্স সাহাবা ইয়ার্ণ এর ঋণের নথি বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পর্ষদের স্মারক নং-৯৭৯; তারিখ: ৬/৯/২০১০ খ্রি. এর মাধ্যমে গ্রাহককে ৪.০৬ কোটি টাকা সুদ মওকুফ করতঃ অবশিষ্ট দায় ১৬.৫০ কোটি টাকা নির্ধারণপূর্বক ঋণ হিসাবটি ১ম বার পুনঃতফসিলকরণের অনুমোদন দেয়া হয়। পরবর্তীতে মঞ্জুরিপত্র নং-প্রশা/ঋণ/প্রকল্প/সাহাবা ইয়ার্ণ/১৬৪/২০১১; তারিখ:০৭/০৯/২০১১ এর মাধ্যমে বিএমআরইকরণের জন্য ৭(সাত) বছর মেয়াদে ১৩.৫০ কোটি {(মেয়াদি, ১১.৫০ কোটি +সিসি (হাইপোঃ), ২ কোটি)}, এলটিআর ২ কোটিসহ মোট ১৫.৫০ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। এরপর ২৪/০৫/২০১২ খ্রি. তারিখে মেয়াদি ঋণ ১ কোটি টাকা বৃদ্ধিকরত ১০ কোটি টাকার এলসি লিমিটসহ মোট ২৬.৫০ কোটি টাকায় উন্নীত করে অনুমোদন প্রদান করা হয়। গ্রাহকের নিকট হতে শর্ত মোতাবেক কিস্তির টাকা আদায় করতে না পারলেও এবং গ্রাহকের সামর্থ্য বিবেচনা না করেই পর্ষদের স্মারক নং-৫১/১৪ এর মাধ্যমে প্রকল্পের অনুকূলে ১০(দশ) বছর মেয়াদে আরো ৯৭ কোটি টাকা ২য় বিএমআরই ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।

এক্ষেত্রে শর্ত মোতাবেক গ্রাহকের নিকট হতে উক্ত ঋণের কিস্তি আদায় করতে না পারায় শাখার পত্র নং ২৭২/২০১৮; তারিখ: ২১/০৩/২০১৮ খ্রি. এর মাধ্যমে প্রকল্পের সকল মেয়াদি ঋণ পুনঃতফসিল করা হয়। পুনঃতফসিলের সময় বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৫; তারিখ: ২৩/০৯/২০১২ খ্রি. এর অনুচ্ছেদ-১ এর শর্ত 'সি' মোতাবেক প্রযোজ্য ডাউনপেমেন্ট আদায় করা হয়নি।

এছাড়াও ঋণ নথি যাচাইয়ে নিম্নবর্ণিত অনিয়মসমূহ পরিলক্ষিত হয়:

মঞ্জুরিপত্র নং ২৯/১৮; তারিখ: ২৩/০৪/২০১৮ খ্রি. এর মাধ্যমে সিসি ঋণের লিমিট অতিরিক্ত টাকা আদায় না করে ৬.০০ কোটি টাকা সুদ আলাদা হিসাবে স্থানান্তর করে সমান ০৮টি মাসিক কিস্তিতে ৩০/১১/২০১৮ খ্রি. মেয়াদে পরিশোধ করার শর্তে অনুমোদন দেয়া হয়। গ্রাহকের নিকট হতে কোন টাকা আদায় করতে না পারায় বিআরপিডি সার্কুলার-১৪; তারিখ: ২৩/০৯/২০১২ খ্রি. এর অনুচ্ছেদ-২ মোতাবেক ঋণটি ৩০/১০/২০১৮ খ্রি. হতে শ্রেণিকৃত। কিন্তু ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তা পরিপালন করা হয়নি।

অগ্রণী ব্যাংকের ক্রেডিট পলিসি-২০১৩ এর অনুচ্ছেদ-৩.১.১০ (জি) এ নির্দেশনা রয়েছে যে, ঋণের পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকার অধিক হলে জামানতসমূহের মূল্যায়ন ব্যাংকের তালিকাভুক্ত সার্ভেয়ার কোম্পানি কর্তৃক সম্পন্ন করতে হবে। এক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকার অধিক হলেও ব্যাংকের তালিকাভুক্ত সার্ভেয়ার কোম্পানি কর্তৃক জামানতসমূহ মূল্যায়ন করা হয়নি।

ব্যাংকের বর্ণনা মোতাবেক বর্তমানে ঋণটিতে প্রায় ৪৬.৭২ কোটি টাকা জামানত ঘাটতি রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জামানত ঘাটতি রয়েছে ২২৪.৭৬ কোটি টাকা। ফলে ঋণটি ব্যাংকের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

৩১/১২/২০১৯ খ্রি. তারিখে গ্রাহকের হিসাবে ২২৪,৯৭,৪৭,০৩০ টাকার প্রকল্প ও সিসি (হাইপোঃ) দায় রয়েছে, যা বাস্তবে শ্রেণিকৃত হলেও শ্রেণিকৃত দেখানো হয়নি, যা বিআরপিডি সার্কুলার-১৪; তারিখ: ২৩/০৯/২০১২ খ্রি. এর অনুচ্ছেদ-২ এর লঙ্ঘন (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "০২")।

অনিয়মের কারণঃ

- বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৫; তারিখ: ২৩/০৯/২০১২ খ্রি. এর অনুচ্ছেদ-১ (সি) এর লঙ্ঘন।
- বিআরপিডি সার্কুলার-১৪; তারিখ: ২৩/০৯/২০১২ খ্রি. এর অনুচ্ছেদ-২ এর লঙ্ঘন।
- অগ্রণী ব্যাংকের ক্রেডিট পলিসি- ২০১৩ এর অনুচ্ছেদ-৩.১.১০ (জি) এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ঋণ গ্রহীতার আবেদনের প্রেক্ষিতে পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদন অনুযায়ী ১০ বছর মেয়াদে এবং ২ (দুই) কোটি টাকা থোক ডাউনপেমেন্ট জমাকরণ সাপেক্ষে পুনঃতফসিলের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তি পুনঃবিবেচনার জন্য ১৬/০১/২০২০ খ্রি. তারিখে আবেদন প্রেরণ করা হয়। পুনঃবিবেচনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত অদ্যাবধি শাখায় পাওয়া যায়নি। এক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে বারবার সুবিধা প্রদান নয় বরং গ্রাহকের আবেদনের আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকে সুপারিশ করা হয়েছে। গ্রাহকের কাছে পাওনা আদায়ের জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ৩১/১২/২০১৮ খ্রি. তারিখ ভিত্তিক সাহাবা ইয়ার্ণ লিমিটেড এর সকল ঋণের দায়স্থিতি ২৭৯.২১ কোটি টাকা। এর বিপরীতে বিদ্যমান জামানত ৩৬০.৪৫ কোটি টাকা যা দ্বারা বিদ্যমান ঋণ আবৃত। ব্যাংকের অনুমোদিত সার্ভেয়ার দ্বারা জামানতের হালনাগাদ মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য ০৮/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব বরাবর AIR জারি করা হয়। মন্ত্রণালয়ের ২৭/০৫/২০২১ খ্রি. তারিখের জবাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সকল প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনাদায়ি টাকা আদায়/সমন্বয় করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাবে শ্রেণিকৃত না করার কারণ ও ডাউনপেমেন্ট গ্রহণ না করা এবং বিএমআরআই ঋণ হিসাবে একাধিকবার ঋণ মঞ্জুরির মাধ্যমে দায়বৃদ্ধির বিষয়ে কোন মন্তব্য করা হয়নি। কোন প্রতিষ্ঠানের Statement of Financial Position হতে এর সঠিক আর্থিক তথ্য পাওয়া যায়। গ্রাহকের ৩১/১২/২০১৮ খ্রি. তারিখের Statement of Financial Position হতেই জামানত ঘাটতির বিষয়টি স্পষ্ট। ফলে জামানত ঘাটতি নেই এটি সঠিক নয়। কারণ ব্যাংক হতে যন্ত্রপাতির মূল্যায়ন করা হয়েছে ২৮০.৭৯ কোটি টাকা। Statement of Financial Position হতে উক্ত যন্ত্রপাতির মূল্য দেখা যায় ১১৩.৬৫ কোটি টাকা, যা ব্যাংক কর্তৃক দেখানো মূল্য হতে (২৮০.৭৯-১১৩.৬৫) বা ১৬৭.১৪ কোটি টাকা কম।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

দ্রুত বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন গ্রহণ ও উহার শর্ত মোতাবেক কিস্তি নিয়মিত আদায় করা আবশ্যক। ব্যর্থতায় অনিয়মের জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণসহ বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং খেলাপি গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০৪

শিরোনামঃ মঞ্জুরিপত্রের শর্ত পরিপালন না করে সিসি (হাইপোঃ) ঋণ বিতরণ এবং শর্ত মোতাবেক কিস্তি আদায় না হওয়ায় ৬৯,৭২,৮৮,৪৫৭ (উনসত্তর কোটি বাহাত্তর লক্ষ আটাশি হাজার চারশত সাতান্ন) টাকা অনাদায়ী।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান শাখা, ঢাকার ২০১৭ ও ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের ঋণ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিরীক্ষায় দেখা যায়, মঞ্জুরিপত্রের শর্ত পরিপালন না করে সিসি (হাইপোঃ) ঋণ বিতরণ এবং শর্ত মোতাবেক কিস্তি আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ৬৯,৭২,৮৮,৪৫৭ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।

প্রধান শাখার গ্রাহক মেসার্স সাহাবা ইয়ার্ণ এর সিসি (হাইপোঃ) ঋণের নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, শাখার পত্র নং-প্রশা/ ঋণ/ প্রকল্প/সাহাবা ইয়ার্ণ/ ১৬৪/২০১১; তারিখঃ ০৭/০৯/২০১১ খ্রি. এর মাধ্যমে বিএমআরইকরণের জন্য ৭ (সাত) বছর মেয়াদে ১৩.৫০ কোটি {(মেয়াদি,১১.৫০ কোটি +সিসি (হাইপোঃ),২ কোটি)}, এলটিআর ২ কোটিসহ মোট= ১৫.৫০ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। মঞ্জুরিপত্রের বিশেষ শর্ত নং-১৪ মোতাবেক প্রকল্পের পিসিআর প্রাপ্তির পর এবং পরীক্ষামূলক উৎপাদন নিশ্চিত হওয়া পর চলতি মূলধন ঋণ সিসি (হাইপোঃ) বিতরণযোগ্য। কিন্তু শাখা কর্তৃপক্ষ উক্ত শর্ত লঙ্ঘন করে বিএমআরই-১ ও বিএমআরই-২ এর প্রকল্পের পিসিআর বিবেচনা না করেই উক্ত চলতি মূলধন ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

বিতরণকৃত চলতি মূলধনের মাধ্যমে কাঁচামাল সংগ্রহ করে কারখানায় তৈরীকৃত মালামাল বিক্রি করে ঋণ হিসাবে জমা না করার কারণে ঋণের টাকা আদায় হয়নি। অথচ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিসি (হাইপোঃ) ঋণসীমা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধির মাধ্যমে ২০১৬ খ্রি. সালে ৫৫ কোটি টাকা করা হয়েছে, যা ব্যাংক স্বার্থের পরিপন্থি।

উক্ত সিসি (হাইপোঃ) ঋণের স্টেটমেন্ট হতে দেখা যায়, গ্রাহককে ২৯/০৩/২০১৫ খ্রি. তারিখে ২,৭০,০০,০০০ টাকা, ২১/৪/২০১৫ খ্রি. তারিখে ১৭,০০,০০০ টাকা এবং ৩০/০৩/২০১৬ খ্রি. তারিখে ৪,০০,০০,০০০ টাকা ঋণের লিমিট অতিরিক্ত উত্তোলন সুবিধা প্রদান করা হয়, যা মঞ্জুরিপত্রের ঋণসীমার লঙ্ঘন।

এছাড়াও গ্রাহককে ৬.০০ কোটি টাকার সিসি (হাইপোঃ) ব্লক ঋণ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। উক্ত ঋণসহ ৩১/১২/২০১৯ খ্রি. তারিখে গ্রাহকের হিসাবে ৬৯,৭২,৮৮,৪৫৭ টাকার সিসি (হাইপোঃ) দায় রয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "০৩")।

অনিয়মের কারণঃ

পত্র নং-প্রশা/ঋণ/প্রকল্প/সাহাবা ইয়ার্ণ/১৬৪/২০১১; তারিখঃ ০৭/০৯/২০১১ খ্রি. এর শর্ত নং (১৪) এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- গ্রাহক ব্যবসার মন্দার কারণে আলাদা হিসাবে স্থানান্তরিত ঋণের কিস্তি পরিশোধে সক্ষম হয়নি। গ্রাহকের সিসি (হাইপোঃ) ঋণটি মেয়াদি ঋণে রূপান্তরিত হওয়ায় কর্মচারীদের বেতন ও বোনাস প্রদানের নিমিত্ত ৩(তিন) কোটি টাকা স্বল্প মেয়াদি ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়। ঋণটি ৬(ছয়) মাস মেয়াদি ছিল বিধায় নতুন জামানত গ্রহণ করা হয়নি। প্রফেশনাল ভ্যালুয়েশন ফার্ম কর্তৃক ঋণ গ্রহীতার বন্ধকীকৃত জামানতের বাজারমূল্য নির্ধারণ ও নিরূপন করার জন্য ঋণ গ্রহীতাকে অবহিত করা হয়েছে। ঋণ সীমা ১৬(ষোল) কোটি টাকা হতে ৩৫(পঁয়ত্রিশ) কোটি টাকায় বর্ধিতকরণ প্রস্তাব পরিচালনা পর্ষদে বিবেচনাধীন থাকায় কারখানার জরুরি প্রয়োজনে ৪(চার) কোটি টাকা লিমিট অতিরিক্ত উত্তোলন সুবিধা দেয়া হয়, পরবর্তীতে ঋণ সীমা ৩৫(পঁয়ত্রিশ) কোটি টাকায় বর্ধিতকরণ ঋণ মঞ্জুরির ফলে সমন্বিত হয়। গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে হরাইজন গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠান সাহাবা ইয়ার্ন লিমিটেড ও হরাইজন ফ্যাশন ওয়্যার লিমিটেড এর অনুকূলে বিদ্যমান ঋণ হিসাবসমূহের পুনঃতফসিল প্রস্তাব পুনঃবিবেচনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করা হয়েছে।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য ০৮/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব বরাবর AIR জারি করা হয়। মন্ত্রণালয়ের ২৭/০৫/২০২১ খ্রি. তারিখের জবাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সকল প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনাদায়ি টাকা আদায়/সমন্বয় করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- বিএমআরই-১ ও বিএমআরই-২ এর প্রকল্পের পিসিআর বিবেচনা না করে চলতি মূলধন ঋণ বিতরণ করার বিষয়ে জবাবে কোন মন্তব্য করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

উপরোক্ত অনিয়মের বিষয়ে দায় দায়িত্ব নির্ধারণ এবং আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০৫

শিরোনামঃ ব্যাংক কোম্পানি আইন লঙ্ঘন করে ব্যাক টু ব্যাক সুবিধা প্রদান এবং যাচাই ব্যতীত গৃহীত রপ্তানি ঋণপত্রের বিপরীতে মালামাল রপ্তানি ব্যর্থতায় ২৫,৩১,৮৬,৩৫২ (পঁচিশ কোটি একত্রিশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার তিনশত বায়ান্ন) টাকা অনাদায়ী।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান শাখা, ঢাকার ২০১৭ ও ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের ঋণ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, মঞ্জুরির শর্ত পরিপালন না করে এবং ব্যাংক কোম্পানি আইন লঙ্ঘন করে ব্যাক টু ব্যাক সুবিধা প্রদান, যাচাই ব্যতীত গৃহীত রপ্তানি ঋণপত্রের বিপরীতে মালামাল রপ্তানি ব্যর্থতায় ২৫,৩১,৮৬,৩৫২ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।

প্রধান শাখার গ্রাহক মেসার্স সাহাবা ইয়ার্ণ ও এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান হরাইজন ফ্যাশন ওয়্যার লিমিটেড এর বৈদেশিক বাণিজ্য ঋণ সংক্রান্ত নথি বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২১/০৩/২০১৮ খ্রি. তারিখে গ্রাহকের প্রকল্পের সকল মেয়াদি ঋণ পুনঃতফসিল করা হয়। কিন্তু মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৩ মোতাবেক ৩১/০৮/২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত গ্রাহকের নিকট হতে কোন টাকাই আদায় করা হয়নি। গ্রাহক বিগত নভেম্বর/২০১৮ হতেই খেলাপি। আবার গ্রাহকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হরাইজন ফ্যাশন ওয়্যার লিমিটেড এর নামে ২২/০৩/২০১৮ খ্রি. হতে ডিমান্ড লোনের দায় রয়েছে, যা অদ্যাবধি আদায় হয়নি। তথাপিও গ্রাহক ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে ব্যাক টু ব্যাক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ অগ্রণী ব্যাংকের অর্পিত ক্ষমতা-২০১৭ (ব্যবসায়িক ক্ষমতা) এর তফসিল-৪ এর ধারা ১.৪ (খ) মোতাবেক যদি ঋণ বা অন্যান্য কোন প্রকার অনিয়মিত দায় না থাকে সেক্ষেত্রে নির্ধারিত সীমার মধ্যে বৈদেশিক/স্থানীয় ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র স্থাপন করা যাবে। কিন্তু গ্রাহকের উপরোক্ত অনিয়মিত দায় থাকা সত্ত্বেও উক্ত ধারা লঙ্ঘন করে ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র স্থাপন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ব্যাংক কোম্পানি আইন-১৯৯১ এর ধারা ২৭কক (৩) অনুযায়ী কোন গ্রাহকের শ্রেণিকৃত দায় থাকলে তাকে নতুন কোন সুবিধা প্রদান করা যাবে না এবং ৫(গগ) অনুযায়ী কোন গ্রাহকের ৬ মাসের মেয়াদোত্তীর্ণ দায় থাকলে তাকে খেলাপি গ্রাহক হিসাবে গণ্য করা হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে বর্ণিত গ্রাহক উক্ত ধারা মতে খেলাপি হওয়া সত্ত্বেও ব্যাক টু ব্যাক এলসি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

গ্রাহকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হরাইজন ফ্যাশন ওয়্যার লিমিটেড চুক্তিপত্রের মাধ্যমে ৫.০২ কোটি টাকার ১৬টি ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র স্থাপন করার সময়ে গ্রাহকদ্বয়ের মেয়াদোত্তীর্ণ দায় ছিল ৭.৮৮ কোটি টাকা। অর্পিত ক্ষমতা-২০১৭ (ব্যবসায়িক ক্ষমতা) এর তফসিল-৪, পাতা-০৪ এর নোট মোতাবেক গ্রাহককে ব্যাক টু ব্যাক এলসি সুবিধা প্রদানের সময়সীমা কভার করে সহায়ক জামানত ১:১ অনুপাতে নিতে হবে। আলোচ্যক্ষেত্রে তা নেয়া হয়নি। গ্রাহকের নামে কোন সহজামানত নেই এবং প্রতিষ্ঠানটি ভাড়াকৃত কারখানায় উৎপাদন কার্যক্রম করে থাকে। ফলে গ্রাহক মালামাল রপ্তানি করতে ব্যর্থ হয়। গ্রাহক ও এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নামে উপরোক্ত শর্ত মোতাবেক জামানত গ্রহণ না করে ব্যাক টু ব্যাক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে ডিমান্ড লোনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দায়ের পরিমাণ বেড়েছে। ফলে জামানত ঘাটতি দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে গ্রাহকের সমুদয় ঋণের বিপরীতে জামানত ঘাটতি রয়েছে ২২৪.৭৬ কোটি টাকা।

বর্তমানে গ্রাহকের ঋণটি খেলাপিযোগ্য হলেও গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

উল্লেখ্য যে, ৩১/১২/২০১৯ খ্রি. তারিখে গ্রাহক ও এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানের হিসাবে ২৫,৩১,৮৬,৩৫২ টাকার ডিমান্ড লোন ও প্যাকিং ক্রেডিট দায় রয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "০৪")।

অনিয়মের কারণঃ

- অগ্রণী ব্যাংকের অর্পিত ক্ষমতা-২০১৭ (ব্যবসায়িক ক্ষমতা) এর তফসিল-৪ এর ধারা ১.৪ (খ) এর লঙ্ঘন।
- ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১ এর ২৭ (কক)(৩) এবং ৫(গগ) লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে আবেদনকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতিসমূহ আমদানি করা জরুরি বিধায় নিজস্ব অর্থায়নে আমদানির শর্তে আলোচ্য ৮.৯০ কোটি টাকা মূল্যমানের ঋণপত্রসমূহ স্থাপন করা হয়। গ্রাহকের উৎপাদন/রপ্তানি কার্যক্রম সচল রাখার লক্ষ্যে গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে বর্ণিত ঋণপত্রসমূহ স্থাপন করা হয়। আলোচ্য ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র স্থাপনকালে হরাইজন ফ্যাশন ওয়্যার লিমিটেড এর হিসাবে মেয়াদোত্তীর্ণ এফবিপি দায় ছিল ০.২২ কোটি টাকা এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠান সাহাবা ইয়ার্ণ লিমিটেড এর হিসাবে মোট মেয়াদোত্তীর্ণ দায় ছিল ৬.৫৯ কোটি টাকা। ঐ সময়ে প্রাপ্ত সিআইবি রিপোর্টে গ্রাহক ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানের হিসাবে কোন শ্রেণিকৃত দায় ছিল না। হরাইজন ফ্যাশন ওয়্যার লিমিটেড এর হিসাবে Fund Build Up করে গত ০৪/০৭/২০১২ খ্রি. তারিখে ৩৬,১৮,০০০ টাকা ও ২৯/১০/২০১৫ খ্রি. তারিখে ২৬,৫০,০০০ টাকা মূল্যের এফডিআর করা হয়, যা জামানত হিসাবে ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে লিয়েন করা হয়েছে।

- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য ০৮/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব বরাবর AIR জারি করা হয়। মন্ত্রণালয়ের ২৭/০৫/২০২১ খ্রি. তারিখের জবাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সকল প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনাদায়ি টাকা আদায়/সমন্বয় করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- দীর্ঘসময় মেয়াদোত্তীর্ণ দায় থাকা সত্ত্বেও খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত না করে ব্যাক টু ব্যাক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। অর্পিত ক্ষমতা ২০১৭ (ব্যবসায়িক ক্ষমতা) ও ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১ মোতাবেক কোন প্রকার মেয়াদোত্তীর্ণ বা অনিয়মিত দায় থাকলে কোন প্রকার ব্যাক টু ব্যাক সুবিধা দেয়া যাবে না। কিন্তু গ্রাহককে উক্ত সুবিধা দেয়া হয়েছে, যা সঠিক হয়নি। ফান্ড বিল্ড আপের মাধ্যমে ঋণের সামান্য আদায় করা হলেও এর কোন প্রমাণক সংযুক্ত করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

উপরোক্ত অনিয়মের বিষয়ে দায় দায়িত্ব নির্ধারণসহ বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ: ০৬

শিরোনাম: পর্যাপ্ত জামানত না থাকা সত্ত্বেও ঋণ প্রদান করায় ২৩৪,৭০,০০,০০০ (দুইশত চৌত্রিশ কোটি সত্তর লক্ষ) টাকা অনাদায়ী।

বিবরণ:

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান শাখা, ঢাকার ২০১৭ ও ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের ঋণ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, পর্যাপ্ত জামানত না থাকা সত্ত্বেও ঋণ প্রদান করায় ২৩৪,৭০,০০,০০০ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।

প্রধান শাখার গ্রাহক মেসার্স মারহাবা স্পিনিং মিলস্ লিমিটেড এর ঋণ সংক্রান্ত নথি বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের ৩১/০৭/২০১৯ খ্রি. তারিখের পত্র নং- বিআরপিডি (পি-১)/৬০২১ ও ২৪/০৯/২০১৯ খ্রি. তারিখের পত্র নং-বিআরপিডি(পি-১)/৭৪৭৫ এর মাধ্যমে ১০৮.৭৪ কোটি টাকার ডিমান্ড লোন ত্রৈমাসিক কিস্তিতে আদায়ের শর্তে পুনঃতফসিলকরণ এর অনুমোদন দেওয়া হয়।

এক্ষেত্রে ডিমান্ড লোন সৃষ্টির সংশ্লিষ্ট আমদানি এলসি এবং নথি যাচাইয়ে নিম্নবর্ণিত অনিয়মসমূহ পরিলক্ষিত হয়:

প্রধান শাখার মঞ্জুরিপত্র নং-প্রশা/ঋণ/সিসি/৭৪/১৪; তারিখ: ২২/০৭/২০১৪ খ্রি. এর মাধ্যমে ২০% মার্জিনে এলসি সীমা ৭০ কোটি টাকায় ৩০.০৬.২০১৫ খ্রি. মেয়াদে নবায়ন মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত এলসি সীমা লঙ্ঘন করে ২৫.০৬.২০১৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ১৪৮.৯৬ (বিদ্যমান এলসি ও আইএফবিসি দায় ও প্রস্তাবিত এলসি) কোটি টাকার এলসি খোলার অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

পূর্ববর্তী আমদানি এলসি'র দায় পরিশোধে গ্রাহক ব্যর্থ হওয়ায় ২১,৮২.৮২২.৬২ মাঃডঃ এর সমপরিমাণ ১০টি আইএফবিসি দায় মেয়াদোত্তীর্ণ ছিল। তথাপি এলসি'র দায় পরিশোধে গ্রাহকের সামর্থ্য আছে কিনা, তা বিবেচনা না করে ২৫/০৬/২০১৫ খ্রি. তারিখে পুনরায় ২০% মার্জিনে ৩৩,০৬,৯০০ মাঃডঃ এর সমপরিমাণ ২৭.২০ কোটি টাকার এলসি ইস্যু করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, গ্রাহকের প্রকল্প ঋণ ও সিসি (হাইপোঃ) ঋণ দায় যথাসময়ে পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় উক্ত সময়ে বর্ণিত ঋণসমূহ পুনঃতফসিল/নবায়ন করা হয়েছে।

অনেক ক্ষেত্রে প্রোফর্মা ইনভয়েস এবং আমদানি অনুমতিপত্র গ্রাহক হতে গ্রহণ করার পূর্বেই এলসি খোলার অনুমোদন দেয়া হয়েছে এবং গ্রাহক উক্ত এলসি'র দায় পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ডিমান্ড লোন সৃষ্টি হয়েছে।

এছাড়া মারহাবা স্পিনিং মিলস্ লিমিটেড এর অনুকূলে পূর্বে মঞ্জুরিকৃত ৬৫ কোটি টাকার প্রকল্প ঋণ অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড প্রধান শাখার মঞ্জুরিপত্র নং- প্রশা/ঋণ/প্রকল্প/মারহাবা স্পিনিং/৩২৭/২০১৭; তারিখ: ২৭/০৩/২০১৭ খ্রি. এর মাধ্যমে উক্ত ঋণের দায়স্থিতি ৭১.৪৬ কোটি টাকা আদায়ের শর্তে তৃতীয়বার পুনঃতফসিল করা হয়। এক্ষেত্রে বিআরপিডি সার্কুলার নং ১৫; তারিখ: ২৩/০৯/২০১২ খ্রি. এর অনুচ্ছেদ-৩ অনুযায়ী প্রযোজ্য ডাউনপেমেন্ট এর টাকা আদায় করা হয়নি এবং ঋণটি শ্রেণিকৃত হলেও ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত সিএল বিবরণীতে ঋণটিকে সঠিকভাবে শ্রেণিকরণ না করে নিয়মিত দেখানো হচ্ছে, যা বিআরপিডি ১৪, তারিখ: ২৩/০৯/২০১২ খ্রি. এর অনুচ্ছেদ-০২ এর লঙ্ঘন।

পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ৩১/০৭/২০১৯ খ্রি. তারিখের পত্র নং বিআরপিডি(পি-১)/-৬০২১ ও ২৪/০৯/২০১৯ খ্রি. তারিখের পত্র নং বিআরপিডি(পি-১)/-৭৪৭৫ এর মাধ্যমে উক্ত প্রকল্প ঋণটি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে আদায়ের শর্তে পুনঃতফসিলকরণ করা হয়। উক্ত পত্রের শর্ত অনুযায়ী ২.৫% ডাউনপেমেন্ট আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় পুনঃতফসিল সুবিধা কার্যকর হয়নি। এক্ষেত্রেও ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত সিএল বিবরণীতে ঋণটিকে সঠিকভাবে শ্রেণিকরণ করা হয়নি, যা উপরোক্ত আদেশের লঙ্ঘন।

প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান (১৫/০১/২০২০ খ্রি. তারিখ ভিত্তিক) দায়দেনার (২৩৪.৭০ কোটি টাকা) বিপরীতে মাত্র ১১১.২৪ কোটি টাকার জামানত রয়েছে। যা ঋণের তুলনায় অর্ধেকের চেয়ে কম। ফলে পর্যাপ্ত জামানত না থাকায় ঋণের দায় আদায় ঝুঁকিপূর্ণ (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "০৫")।

অনিয়মের কারণ:

- প্রধান শাখার মঞ্জুরিপত্র নং -প্রশা/ঋণ/সিসি/৭৪/১৪; তারিখ: ২২/০৭/২০১৪ এর লঙ্ঘন।
- বিআরপিডি সার্কুলার নং ১৫; তারিখ: ২৩/০৯/২০১২ খ্রি. এর অনুচ্ছেদ-৩ এর লঙ্ঘন।
- বিআরপিডি ১৪, তারিখ: ২৩/০৯/২০১২ খ্রি. এর অনুচ্ছেদ-০২ এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- কোম্পানি এ্যাফেয়ার্স এন্ড বোর্ড ডিভিশনের পত্র নং- বিডি/বিএমএ/১৫/৩৯৩; তারিখ: ১৫/০৪/২০১৫ খ্রি. এর মাধ্যমে গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এলসি সীমা ৭০ কোটি টাকা হতে ১১০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি করে ৩০/০৬/২০১৬ খ্রি. মেয়াদে নবায়ন মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। উক্ত মঞ্জুরির প্রেক্ষিতে ১১০ কোটি টাকার মধ্যে পর্যায়ক্রমে ঋণপত্র স্থাপন করা হয়। গ্রাহক কর্তৃক উৎপাদিত সুতা বিক্রির অর্থ বাজারে আটকে পড়ায় ডিমান্ড লোন সৃষ্টি হয়েছে। গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রোফর্মা ইনভয়েস এর মাধ্যমে খোলা ঋণপত্র ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১১/১১/২০১৪ খ্রি., ০৯/০৪/২০১৫ খ্রি. এবং ১৬/০৪/২০১৫ খ্রি. তারিখে অনুমেদিত হয়। বিক্রিত সুতার মূল্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট আটকে পড়ায় স্থাপিত ঋণপত্রের বিপরীতে ২১,৮২,৮২২.৫২ মাঃডঃ মূল্যের ১০টি আইএফবিসি দায় যথাসময়ে পরিশোধে ব্যর্থ হয়। ফ্যাক্টরী চালু রাখার স্বার্থে ২৫/০৬/২০১৫ খ্রি. তারিখে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণপূর্বক ২০% মার্জিনে ৩৩,০৬,৯০০ মাঃডঃ সমপরিমাণ ২৭.২০ কোটি টাকার ঋণপত্র খোলা হয়। বর্তমানে গ্রাহকের সকল ঋণ বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তির ভিত্তিতে পুনঃতফসিল করা হয়েছে, যার প্রথম কিস্তি ১৫/০৪/২০২০ খ্রি. তারিখে প্রদেয়।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য ০৮/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব বরাবর AIR জারি করা হয়। মন্ত্রণালয়ের ২৭/০৫/২০২১ খ্রি. তারিখের জবাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সকল প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনাদায়ি টাকা আদায়/সমন্বয় করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- প্রধান শাখার মঞ্জুরিপত্র নং -প্রশা/ঋণ/সিসি/৭৪/১৪; তারিখ: ২২.০৭.২০১৪ খ্রি. এর এলসি সীমা ৭০ কোটি টাকা লঙ্ঘন করে ঋণ মঞ্জুরির ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে ২৫/০৬/২০১৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ১৪৮.৯৬ কোটি টাকার এলসি খোলার অনুমোদনের বিষয়ে জবাবে উল্লেখ করা হয়নি। প্রোফর্মা ইনভয়েস এবং আমদানি অনুমতিপত্র গ্রহণ করার পূর্বেই এলসি খোলার অনুমোদন দেয়া যায় কিনা এ বিষয়ে এবং ঋণ সঠিকভাবে শ্রেণিকরণ না করে নিয়মিত দেখানোর বিষয়ে জবাবে উল্লেখ করা হয়নি। ঋণ ব্যবস্থাপনায় অনিয়মের কারণে ব্যাংক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন। বর্ণিত অনিয়মের দায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উপর বর্তায়।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

উপরোক্ত অনিয়মের বিষয়ে দায় দায়িত্ব নির্ধারণ এবং আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০৭

শিরোনামঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের শর্ত পরিবর্তন করে পুনঃতফসিলকৃত ঋণ পুনঃবিন্যাস করায় এবং মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক কিস্তি আদায় না হওয়ায় ঋণের ১০৭,১৮,৮৫,৫৫৬ (একশত সাত কোটি আঠার লক্ষ পঁচাশি হাজার পাঁচশত ছাপান্ন) টাকা অনাদায়ী।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান শাখা, ঢাকার ২০১৭ ও ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের ঋণ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের শর্ত পরিবর্তন করে পুনঃতফসিলকৃত ঋণ পুনঃবিন্যাস করায় এবং মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক কিস্তি আদায় না হওয়ায় ঋণের ১০৭,১৮,৮৫,৫৫৬ (একশত সাত কোটি আঠার লক্ষ পঁচাশি হাজার পাঁচশত ছাপান্ন) টাকা অনাদায়ী রয়েছে।

প্রধান শাখার গ্রাহক প্যাসিফিক ডেনিম লিমিটেড এর ঋণ সংক্রান্ত নথি বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, শাখা কর্তৃক পত্র নং-প্রশা/ঋণ/প্রকল্প/প্যাসেফিক ডেনিমস/ ৯৪০/২০১৮; তারিখঃ ০৭/১১/২০১৮ খ্রি. এর মাধ্যমে একীভূত মেয়াদি ঋণের ৮২.৫৮ কোটি, সিসি (হাইপোঃ) ঋণের ১০.৬৭ কোটি, ডিমান্ড লোনের ৮.৮৪ কোটি টাকা পুনঃতফসিল করা হয়। ঋণটি পুনঃতফসিলের জন্য স্মারক নং ১৬৭৩/১৭ এর মাধ্যমে ৩০/০৬/২০১৮ খ্রি. হতে ১ম কিস্তি আদায়যোগ্য করে পুনঃতফসিল অনুমোদন দেয়া হয়, যার অনুকূলে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে অনাপত্তি প্রদান করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক হতে পুনঃতফসিলের জন্য অনুমোদিত উক্ত ঋণটিকে অগ্রণী ব্যাংকের পর্ষদের স্মারক নং-১২৮৬/১৮ এর মাধ্যমে নিয়মবহির্ভূতভাবে বাংলাদেশে ব্যাংকের ৩০/০৬/২০১৮ খ্রি. হতে ১ম কিস্তি আদায়ের শর্তের পরিবর্তন করে ১ম কিস্তি ৩০/০৩/২০১৯ খ্রি. হতে আদায়যোগ্য করে পুনঃবিন্যাস করা হয়।

উল্লেখ্য যে, শাখার পত্র নং-প্রশা/ঋণ/প্রকল্প/প্যাসেফিক/১১০/২০১৪; তারিখঃ ২৩/০২/২০১৪ খ্রি. এর মাধ্যমে গ্রাহকের একীভূত মেয়াদি ঋণ-৫৪.৫৩ কোটি, সিসি(হাইপোঃ) ৪.৯৩ কোটি ও ডিমান্ড লোন ৫.৬৩ কোটিসহ সর্বমোট ৬৬.৭৩ কোটি টাকার ঋণ পুনঃতফসিল করা হয়। মঞ্জুরির শর্ত মোতাবেক মেয়াদি ঋণের ত্রৈমাসিক কিস্তি ৪.৩২ কোটি টাকা করে ৩০/০৩/১৪ খ্রি. তারিখ হতে আদায়যোগ্য। উক্ত শর্ত মোতাবেক ৩১/১২/২০১৪ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত গ্রাহকের নিকট ৪টি কিস্তি বাবদ মোট পাওনা ১৭.২৮ কোটি টাকা। কিন্তু উক্ত সময়ে আদায়কৃত টাকার পরিমাণ মাত্র ০.৭০ কোটি টাকা, যা একটি কিস্তির প্রায় ছয়ভাগের একভাগের সমান। এখানে গ্রাহকের নিকট হতে মঞ্জুরির শর্ত মোতাবেক টাকা আদায়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়েছে। অর্থ ঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ৪৬ ধারা মোতাবেক কোন ঋণ আদায় না হলে খেলাপি গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যেমন- ১ম বছর আদায়যোগ্য টাকার ১০% আদায় না হলে উক্ত ধারা মোতাবেক ঋণ আদায়ের জন্য গ্রাহকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হবে। গ্রাহকের নিকট হতে ১০% হিসাবে প্রথম বছর আদায়যোগ্য ১.৭২ কোটি। আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত ধারা মোতাবেক গ্রাহকের বিরুদ্ধে যথাসময়ে ব্যবস্থা গ্রহণ না করে সময়কে দীর্ঘায়িত করা হয়েছে।

এছাড়া বিপুল পরিমাণ জামানত ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও ঋণটির ঝুঁকি হ্রাসের জন্য পুনঃতফসিলের সময় সহজামানত গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়নি।

গ্রাহকের নিকট ৩১/১২/২০১৯ খ্রি. তারিখে ব্যাংকের দায়-দেনার পরিমাণ ১০৭,১৮,৮৫,৫৫৬ টাকা, যা ক্ষতি হিসাবে শ্রেণিকৃত (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "০৭")।

অনিয়মের কারণঃ

- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত অগ্রণী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের স্মারক নং ১৬৭৩/১৭ এর লঙ্ঘন।
- মঞ্জুরিপত্র নং-প্রশা/ঋণ/প্রকল্প/প্যাসেফিক/১১০/২০১৪; তারিখঃ ২৩/০২/২০১৪ খ্রি. এর লঙ্ঘন।
- অর্থ ঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ধারা ৪৬ এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ৩১-১২-২০১৪ খ্রি. পর্যন্ত ৪টি কিস্তি বাবদ ১৭.২৮ কোটি টাকার বিপরীতে ০.৭০ কোটি টাকা আদায় হয়। উক্ত সময়ে ঋণটি পুনঃতফসিলকরণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন থাকায় ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তি সাপেক্ষে পুনঃতফসিলের অনুমোদন দেওয়া হয়। কিন্তু অনাপত্তি প্রাপ্তিতে বিলম্ব হওয়ায় ইতোমধ্যে ঋণের কিস্তি আদায়যোগ্য হয়। পরবর্তীতে গ্রাহকের আবেদন এবং পর্ষদের অনুমোদনক্রমে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ অপরিবর্তিত রেখে ১ম কিস্তির তারিখ ৩০-০৩-২০১৯ খ্রি. পুনঃর্বিন্যাস করা হয়। একই মেয়াদের মধ্যে পুনঃর্বিন্যাস করা হয়েছে বিধায় ডাউনপেমেন্ট নেয়া হয়নি। ঋণ মঞ্জুরিকালীন নিয়মানুযায়ী জামানত গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে সুদারোপের কারণে দায়স্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে। আদায়যোগ্য টাকা আদায়ের জন্য তাগাদা অব্যাহত আছে। খেলাপি দায় পরিশোধ না হলে অনতিবিলম্বে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য ০৮-১১-২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব বরাবর AIR জারি করা হয়। মন্ত্রণালয়ের ২৭-০৫-২০২১ খ্রি. তারিখের জবাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সকল প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনাদায়ি টাকা আদায়/সমন্বয় করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদিত শর্ত তাদের অনুমোদন ব্যতীত পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে তা করা হয়েছে, যা ব্যাংক শৃঙ্খলা পরিপন্থি। গ্রাহক খেলাপি হলে যথাসময়ে পুনঃতফসিল করে তা কার্যকরী করতে হবে, নতুবা অর্থ ঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ৪৬ ধারা মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আলোচ্যক্ষেত্রে তার কোনোটাই করা হয়নি। যে জামানত গ্রহণ করা হয়েছে তা অন্য ব্যাংকের নিকট প্যারিপ্যাসু চার্জকৃত। ফলে পুনঃতফসিলের সময় অর্পিত ক্ষমতা মোতাবেক জামানত গ্রহণ আবশ্যক ছিল, যা নেয়া হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

পুনঃতফসিল নিয়মিতকরণের মাধ্যমে যথাসময়ে কিস্তির টাকা আদায় নিশ্চিত করা আবশ্যক। ব্যর্থতায় অনিয়মের জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ খেলাপি গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০৮

শিরোনামঃ ব্যাংক কোম্পানি আইন না মেনে গ্রাহককে নতুন ঋণ সুবিধা প্রদান এবং অগ্রণী ব্যাংকের অর্পিত ক্ষমতা ২০১৭ লঙ্ঘন করে বারবার নবায়ন সুবিধা প্রদানকৃত ঋণের ১৫০,৮৯,৮৬,৬৮০ (একশত পঞ্চাশ কোটি উননব্বই লক্ষ ছিয়াশি হাজার ছয়শত আশি) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান শাখা, ঢাকার ২০১৭ ও ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের ঋণ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, ব্যাংক কোম্পানি আইন না মেনে গ্রাহককে নতুন ঋণ সুবিধা প্রদান এবং অগ্রণী ব্যাংকের অর্পিত ক্ষমতা ২০১৭ লঙ্ঘন করে বারবার নবায়ন সুবিধা প্রদানকৃত ঋণের ১৫০,৮৯,৮৬,৬৮০ (একশত পঞ্চাশ কোটি উননব্বই লক্ষ ছিয়াশি হাজার ছয়শত আশি) টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

প্রধান শাখার গ্রাহক থার্মেক্স ব্লেন্ডেড ইয়ার্ণ লিমিটেড এর ঋণ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, শাখার মঞ্জুরিপত্র নং-প্রশা/বৈবা/ আমদানি (ক্যাশ)/১০৫/২০১৮; তারিখ: ২৪-১২-২০১৮ খ্রি. এর মাধ্যমে ৩০-১১-২০১৮ খ্রি. তারিখ ভিত্তিক দায়স্থিতির ৫৪.১৫ কোটি টাকা পুনঃতফসিল করা হয়। মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং ২ মোতাবেক ৩টি কিস্তির সমপরিমাণ টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে ঋণটি শ্রেণিকৃত বলে বিবেচিত হবে। উক্ত শর্ত মোতাবেক টাকা আদায়ে ব্যর্থ হলেও ব্যাংক কর্তৃক ঋণটিকে শ্রেণিকৃত করা হয়নি, যা উক্ত মঞ্জুরিপত্র এবং বিআরপিডি ১৪, তারিখ: ২৩-০৯-২০১২ খ্রি. এর অনুচ্ছেদ-০২ এর লঙ্ঘন।

ব্যাংক কোম্পানি আইন-১৯৯১ এর ধারা ২৭কক (৩) অনুযায়ী কোনো খেলাপী ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে কোনো ব্যাংক কোম্পানি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোনোরূপ ঋণ সুবিধা প্রদান করবে না কিন্তু উক্ত আইনের ধারা পরিপালন না করে খেলাপি ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইডিএফ ঋণ ও এলসি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

আরো উল্লেখ্য, গ্রাহক যথানিয়মে নবায়নের আবেদন না করা সত্ত্বেও অগ্রণী ব্যাংকের অর্পিত ক্ষমতা ২০১৭, পৃষ্ঠা-৭ এর ক্রমিক ১৯ পরিপালন না করে গ্রাহকের সিসি (হাইপোঃ) ঋণ বারবার নবায়ন করা হয়েছে।

এছাড়া ঋণ মঞ্জুরিপত্র নং-প্রশা/ঋণ/সিসি/১৯/১৯ তারিখ: ২৪-০৩-২০১৯ এর বিশেষ শর্ত নং-৪(ঘ) মোতাবেক দোকান/ কারখানার যাবতীয় লেন-দেন নিয়মিত সিসি (হাইপোঃ) ঋণ হিসাবের মাধ্যমে পরিচালনা করতে হবে। স্টেটমেন্ট হতে দেখা যায় গ্রাহক ২০১৭ সালে ২টি, ২০১৮ সালে ৬টি লেনদেন করেছেন। এক্ষেত্রে মঞ্জুরিপত্রের উক্ত শর্ত পরিপালন হয়নি।

প্রসঙ্গতঃ গ্রাহকের অত্র প্রতিষ্ঠানের ফান্ডেড এবং নন-ফান্ডেড দায়ের বিপরীতে জামানত প্রয়োজন ৩৪৮.৩৬ কোটি টাকা। কিন্তু জামানত রয়েছে মাত্র ১৪৬.২৮ কোটি টাকা (বাধ্যতামূলক বিক্রয়মূল্য বিবেচনায়)। অর্থাৎ জামানত ঘাটতি রয়েছে ২০২.০৮ কোটি টাকা। বিপুল পরিমাণ জামানত ঘাটতি থাকায় গ্রাহক ঋণ পরিশোধে আগ্রহী নন। ব্যাংক স্বার্থ রক্ষার্থে গ্রাহকের ডিমান্ড লোন সৃষ্টির সময় বা অন্যান্য লিমিট নবায়নের সময় ঋণ আদায় ও ঝুঁকিমুক্তকরণের জন্য অতিরিক্ত সহজামানত গ্রহণ করার কোনো শর্ত প্রদান করা হয়নি বা সহজামানত গ্রহণ করা হয়নি।

গ্রাহকের ইডিএফ ঋণের সুবিধায় প্রাপ্ত ডিমান্ড লোন বার বার সৃষ্টি হলেও উক্ত ডিমান্ড লোন অনুমোদিত লিমিট হতে আলাদা রেখে লিমিট নবায়ন সুবিধা প্রদান করায় ক্রমান্বয়ে দায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জামানত ঘাটতি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গ্রাহকের ৩১-১২-২০১৯ খ্রি. তারিখের দায়-দেনার পরিমাণ ১৫০,৮৯,৮৬,৬৮০ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "০৭")।

অনিয়মের কারণঃ

- মঞ্জুরিপত্র নং-প্রশা/বৈবা/আমদানি (ক্যাশ)/১০৫/২০১৮; তারিখ: ২৪-১২-২০১৮ খ্রি. এর শর্ত নং ২ লঙ্ঘন।
- বিআরপিডি ১৪, তারিখ: ২৩-০৯-২০১২ খ্রি. এর অনুচ্ছেদ-০২ এর লঙ্ঘন
- ব্যাংক কোম্পানি আইন-১৯৯১ এর ২৭কক(৩) এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- বর্ণিত পুনঃতফসিলকৃত ডিমান্ড লোনটি ৩১-১০-২০১৯ খ্রি. তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ হয়। পরবর্তীতে গ্রাহক ২য় বার পুনঃতফসিলের জন্য আবেদন করেন এবং প্রয়োজনীয় ডাউনপেমেন্ট ৪.৪০ কোটি টাকার বিপরীতে বিভিন্ন তারিখে সর্বসাকুল্যে ৬.৬৪ কোটি টাকা জমা করেন। ২য় বার পুনঃতফসিল কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন থাকায় এবং প্রয়োজনীয় ডাউনপেমেন্ট জমা করায় গ্রাহককে এলসি সুবিধা প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, ইডিএফ ঋণের বিপরীতে কোনো ডিমান্ড লোন সৃষ্টি না হওয়ায় ইডিএফ ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছিল। ঋণ নিয়মাচার মেনে চলার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। গ্রাহকের ইডিএফ এর আওতায় আমদানিকৃত মালামাল হতে উৎপাদিত পণ্য স্টকলটে পরিণত হওয়ায় এবং ডিমান্ড লোন সৃষ্টি হওয়ায় গ্রাহকের অনুকূলে বর্তমানে আর কোনো ইডিএফ লোন প্রদান করা হচ্ছে না। গ্রাহকের অনুকূলে ডিমান্ড লোন সৃষ্টি হলে অনুমোদিত লিমিট হতে উক্ত ডিমান্ড লোন বাদ দিয়ে এলসি সুবিধা প্রদান করা হয়।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য ০৮-১১-২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব বরাবর AIR জারি করা হয়। মন্ত্রণালয়ের ২৭-০৫-২০২১ খ্রি. তারিখের জবাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক আপত্তি মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- ব্যাংক কোম্পানি আইন-১৯৯১ এর ২৭কক(৩) মোতাবেক কোনো খেলাপি ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে নতুন কোনো ঋণ সুবিধা প্রদান করার সুযোগ নেই। কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে তা প্রদান করা হয়েছে। ঋণটি শ্রেণিকরণ যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও শ্রেণিকৃত না করার বিষয়ে কোনো জবাব প্রদান করা হয়নি। লিমিট অতিরিক্ত থাকা অবস্থায় নবায়ন প্রদান ও বিপুল পরিমাণ জামানত ঘাটতি সম্পর্কে কোনো জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

ঋণ আদায়ে ব্যর্থতায় জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে টাকা আদায় করা আবশ্যক।।

অনুচ্ছেদঃ ০৯

শিরোনামঃ বিআরপিডি সার্কুলার বহির্ভূতভাবে পুনঃতফসিলকৃত ঋণের কিস্তির শর্ত মোতাবেক আদায় করতে না পারায় ২২৪,৮০,২৯,৩৬৮ (দুইশত চব্বিশ কোটি আশি লক্ষ ঊনত্রিশ হাজার তিনশত আটষট্টি) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান শাখা, ঢাকার ২০১৭ ও ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের ঋণ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, বিআরপিডি সার্কুলার বহির্ভূতভাবে পুনঃতফসিলকরণ এবং সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান করেও শর্ত মোতাবেক কিস্তি আদায় করতে না পারায় ঋণের ২২৪,৮০,২৯,৩৬৮ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

প্রধান শাখার গ্রাহক (ক) মেসার্স জুলিয়া সোয়েটার কম্পোজিট লিমিটেড ও (খ) এম, আর সোয়েটার কম্পোজিট লিমিটেড এর ঋণ সংক্রান্ত নথিপত্র বিস্তারিত পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, বিআরপিডি সার্কুলার-১৫, তারিখ: ২৩-০৯-২০১২ খ্রি. এর শর্ত ১ (সি) মোতাবেক কোনো গ্রাহকের মেয়াদি ঋণ ডাউনপেমেন্ট আদায়পূর্বক সর্বাধিক ০৩ (তিন) বার পুনঃতফসিলের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য (ক) নং ঋণটি ২০০৮ হতে ২০১৫ খ্রি. পর্যন্ত মাত্র ৭ বছরে ১১ বার এবং (খ) নং ঋণটি ১০ বার পুনঃতফসিল করা হয়েছে। প্রতিবারই গ্রাহকের নিকট হতে ডাউনপেমেন্টের অর্থ আদায় ব্যতিরেকে বা ঘাটতি ডাউনপেমেন্ট রেখে পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করা হয়েছে, যা উপরোক্ত শর্তের লঙ্ঘন। প্রকল্পটি বর্তমানে চালু থাকা সত্ত্বেও শর্ত মোতাবেক কিস্তি আদায় করতে না পারায় প্রতীয়মান হয় যে, গ্রাহক স্বেচ্ছা খেলাপি।

(ক) নং ঋণটি শাখার মঞ্জুরিপত্র নং-প্রশা/ঋআ/২৪৭/২০১৯; তারিখ: ১৪-০৭-২০১৯ খ্রি. এর মাধ্যমে মওকুফ অবশিষ্ট দায় ৪৪,১১,০০,০০০ টাকা, ২৪-০৩-২০১৯খ্রি. হতে ২৪-০৩-২০২২ খ্রি. পর্যন্ত ০৩(তিন) বছর মেয়াদে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধের অনুমোদন প্রদান করা হয়। মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-০৩ অনুযায়ী ডাউনপেমেন্ট বাবদ ১,২৭,৩৩,০০০ টাকা পরিশোধ সাপেক্ষে সুদ মওকুফের সময় বর্ধিতকরণ কার্যকরী হবে। (খ) নং ঋণটি শাখার মঞ্জুরিপত্র নং-প্রশা/ঋআ/২৪৬/২০১৯; তারিখ: ১৪-০৭-২০১৯ খ্রি. এর মাধ্যমে মওকুফ অবশিষ্ট দায় ৬১,৫৬,৪৯,০০০ টাকা, ২৪-০৩-২০১৯ খ্রি. হতে ২৪-০৩-২০২২ খ্রি. পর্যন্ত ০৩(তিন) বছর মেয়াদে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধের অনুমোদন প্রদান করা হয়। মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-০৩ অনুযায়ী ডাউনপেমেন্ট বাবদ ১,৭৯,৮৪,৪৭০ টাকা পরিশোধ সাপেক্ষে সুদ মওকুফের সময় বর্ধিতকরণ কার্যকরী হবে। ঋণদ্বয়ের ক্ষেত্রে ০৯-০২-২০২০ খ্রি. পর্যন্ত মাত্র ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও ডাউনপেমেন্ট বাবদ উক্ত টাকা শাখা কর্তৃপক্ষ আদায় করতে পারেনি।

উপরোক্ত তথ্যাদি পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, গ্রাহককে বার-বার (১০ থেকে ১১ বার) পুনঃতফসিলকরণ সুবিধা, কস্ট অব ফান্ডে ঘাটতি রেখে সুদ মওকুফ সুবিধা এবং উক্ত সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে টাকা আদায়ে ব্যর্থতায় পুনরায় নতুন করে সময়বৃদ্ধি করে শুধুমাত্র সময়ক্ষেপণের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে, যার দায় দায়িত্ব ব্যাংক কর্তৃপক্ষের এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

গ্রাহকের প্রতিষ্ঠানদ্বয়ে ৩১-১২-২০১৯ খ্রি. তারিখের দায়-দেনার পরিমাণ ২২৪,৮০,২৯,৩৬৮ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "০৮")।

অনিয়মের কারণঃ

- বিআরপিডি সার্কুলার-১৫, তারিখ: ২৩-০৯-২০১২ খ্রি. এর ১(সি) এর লঙ্ঘন।
- মঞ্জুরিপত্র নং-প্রশা/ঋআ/২৪৭/২০১৯; তারিখ: ১৪-০৭-২০১৯ খ্রি. এর শর্ত নং ০৩ এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- **(ক)** ঋণ প্রদানকালে গ্রাহকের ঋণ সীমা ছিল ৩৩.০৪ কোটি টাকা, যা ঐ সময়ে গৃহীত ৪৭.২০ কোটি টাকার জামানত দ্বারা আবৃত। পরবর্তীতে ঋণ সীমার সাথে সুদ বৃদ্ধি পেয়ে দায়স্থিতি দাঁড়ায় ১২৭.১৪ কোটি টাকা। সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান করা হলেও ঋণ পরিশোধ না করায় গ্রাহকের বিরুদ্ধে অর্থঋণ আদালতে মামলা করা হয়েছে। মামলা নং-৩৩৪/২০১৭। ৩০-০৯-২০১৯ খ্রি. তারিখে ব্যাংকের পক্ষে রায় ও ০২-১০-২০১৯ খ্রি. তারিখে ডিক্রি হয়। অর্থ জারি মামলা দায়ের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

- **(খ)** ঋণ প্রদানকালে গ্রাহকের ঋণ সীমা ছিল ২৬.৮৫ কোটি টাকা, যা ঐ সময়ে গৃহীত ৩৯.৭২ কোটি টাকার জামানত দ্বারা আবৃত। পরবর্তীতে ঋণ সীমার সাথে সুদ বৃদ্ধি পেয়ে দায়স্থিতি দাঁড়ায় ৯৮.০৮ কোটি টাকা। সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান করা হলেও ঋণ পরিশোধ না করায় গ্রাহকের বিরুদ্ধে অর্থঋণ আদালতে মামলা করা হয়েছে। মামলা নং-৩৩৩/২০১৭। উক্ত মামলায় ২৩-০৩-২০২০ খ্রি. তারিখে স্বাক্ষ্য শুনানির জন্য দিন ধার্য আছে। ঋণ আদায়ের জন্য ব্যাংকের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য ০৮-১১-২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব বরাবর AIR জারি করা হয়। মন্ত্রণালয়ের ২৭-০৫-২০২১ খ্রি. তারিখের জবাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ব্যাংক ফলোআপ/পর্যবেক্ষণ/ফলাবর্তন করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর প্রতিবেদনের মাধ্যমে ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- বিআরপিডি সার্কুলার বহির্ভূতভাবে পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদানের বিষয়ে জবাব প্রদান করা হয়নি। জবাবে ঋণ প্রদানকালীন সময়ে যে জামানত গ্রহণ করা হয়েছে, তা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে লিমিট বৃদ্ধি করা হলেও জামানত বৃদ্ধি করা হয়নি। ফলে দায় অপেক্ষা জামানত কমেছে এবং ব্যাংকের ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্প চালু থাকা সত্ত্বেও কেন শর্ত মোতাবেক কিস্তি আদায় হচ্ছে না সে বিষয়ে কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

খেলাপি গ্রাহকের বিরুদ্ধে গৃহীত আইননানুগ ব্যবস্থা নিবিড় তদারকীর মাধ্যমে টাকা আদায় করা আবশ্যক।।

অনুচ্ছেদঃ ১০

শিরোনামঃ একাধিকবার পুনঃতফসিল করেও শর্ত মোতাবেক কিস্তি আদায় না হওয়া, বিআরপিডি সার্কুলার বহির্ভূতভাবে ডাউনপেমেন্ট গ্রহণ এবং অর্পিত ক্ষমতা অনুযায়ী জামানত কম থাকায় ঋণের ১১১,৭২,৮৮,৩১০ (একশত এগার কোটি বাহাত্তর লক্ষ আটাশি হাজার তিনশত দশ) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান শাখা, ঢাকার ২০১৭ ও ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের ঋণ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, একাধিকবার পুনঃতফসিল করেও শর্ত মোতাবেক কিস্তি আদায় না হওয়া, বিআরপিডি সার্কুলার বহির্ভূতভাবে ডাউনপেমেন্ট গ্রহণ এবং অর্পিত ক্ষমতা অনুযায়ী জামানত কম থাকায় ঋণের ১১১,৭২,৮৮,৩১০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

প্রধান শাখার গ্রাহক ওয়েলপ্যাক পলিমারস্ লিমিটেড এর ঋণ সংক্রান্ত নথি বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, শাখার পত্র নং-প্রশা/ঋণ/ প্রকল্প/ওয়েলপ্যাক/২০৩/২০১৮; তারিখ: ০৬-০৩-২০১৮ খ্রি. এর মাধ্যমে গ্রাহকের ১ম বিএমআরই মেয়াদি ঋণের ২৫-১০-২০১৭ খ্রি. তারিখভিত্তিক দায়স্থিতি ২১.৩৮ কোটি ও ২য় বিএমআরই মেয়াদি ঋণের দায়স্থিতি ২২.২৭ কোটি টাকা ২য় বার পুনঃতফসিল করা হয়। মঞ্জুরিপত্রে ১১-০৪-২০১৮ খ্রি. ও ০৫-০৩-২০১৮ খ্রি. তারিখ হতে ১,০২,০১,৮০২ ও ৯৮,৭৬,০৮৭ টাকা করে ত্রৈমাসিকভিত্তিতে কিস্তি আদায়ের শর্ত থাকলেও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ গ্রাহকের নিকট হতে অর্থ আদায় করতে পারেনি। পরবর্তীতে শাখার পত্র নং প্রশা/ঋণ/প্রকল্প/ওয়েলপ্যাক/৯৬৩/২০১৮; তারিখ: ১৪-১১-২০১৮ খ্রি. তারিখের মাধ্যমে গ্রাহকের মেয়াদি ঋণ ৩য় বার এবং সিসি(হাইপোঃ) ও ডিমান্ড লোন ১ম পুনঃতফসিল করা হয়। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ গ্রাহকের নিকট হতে উক্ত পত্রের শর্ত মোতাবেক ডাউন্ডপেমেন্ট এবং কিস্তির টাকা আদায় করতে পারেনি।

উল্লেখ্য, শাখার পত্র নং-প্রশা/ঋণ/প্রকল্প/ওয়েলপ্যাক/৭০৭/২০১৯; তারিখ: ০৬-০৮-২০১৯ খ্রি. এর মাধ্যমে ঋণটি ০১-০১-২০২০ খ্রি. হতে কিস্তি আদায়যোগ্য করে পুনরায় পুনঃতফসিল করা হয়। উক্ত পুনঃতফসিল ৪র্থ হলেও উহাকে ৩য় পুনঃতফসিল দেখানো হয়েছে অর্থাৎ একাধিক পুনঃতফসিলকে একই পুনঃতফসিল দেখানো হয়েছে। বিআরপিডি সার্কুলার-১৫; তারিখ: ২৩-০৯-২০১২ খ্রি. এর অনুচ্ছেদ-০২ মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ব্যতীত ৪র্থ পুনঃতফসিলকরণের কোনো ক্ষমতা ব্যাংক কর্তৃপক্ষের নেই।

প্রসঙ্গতঃ বিআরপিডি সার্কুলার-১৫, তারিখ: ২৩-০৯-২০১২ খ্রি. এর অনুচ্ছেদ ১(সি) মোতাবেক ডাউনপেমেন্ট এর টাকা নগদে গ্রহণ করতে হবে। কোনো ক্রমেই দীর্ঘদিনের পুরাতন জমাকে ডাউনপেমেন্ট হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু তৃতীয় পুনঃতফসিল করার সময় ২৭-০৬-২০১৮ খ্রি. তারিখ হতে ১৮-০৭-২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত জমাকৃত অর্থকে অনিয়মিতভাবে ডাউনপেমেন্ট হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

অগ্রণী ব্যাংকের ঋণ মঞ্জুরির অর্পিত ক্ষমতা-২০১৭ অনুযায়ী গ্রাহকের অনুমোদিত লিমিট মোতাবেক জামানত প্রয়োজন ১৬১.০৮ কোটি টাকা। কিন্তু ব্যাংকের বর্ণনা মোতাবেক জামানত রয়েছে মাত্র ৬০.৯৮ কোটি টাকা। জামানত ঘাটতি রয়েছে (১৬১.০৮-৬০.৯৮) টাকা বা ১০০.১০ কোটি টাকা। বিপুল পরিমাণ জামানত ঘাটতি রয়েছে বলেই গ্রাহকের কিস্তি প্রদানে আগ্রহ নেই। তথাপিও উক্ত গ্রাহকের নিকট হতে টাকা আদায়ের জন্য আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ না করে বার বার পুনঃতফসিল করে সময়ক্ষেপণের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।

গ্রাহকের ৩১-১২-২০১৯ খ্রি. তারিখের দায়দেনার পরিমাণ ১১১,৭২,৮৮,৩১০ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "০৯")।

অনিয়মের কারণঃ

- বিআরপিডি সার্কুলার-১৫, তারিখ: ২৩-০৯-২০১২ খ্রি. এর অনুচ্ছেদ-১ (সি) এর লঙ্ঘন।
- অগ্রণী ব্যাংকের ঋণ মঞ্জুরির অর্পিত ক্ষমতা-২০১৭ এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মাচার পরিপালনের শর্তে ২য় বার পুনঃতফসিল করা হয়েছে। শাখার পত্র নং-প্রশা/ঋণ/প্রকল্প/ওয়েলপ্যাক/৭০৭/২০১৯; তারিখ: ০৬-০৮-২০১৯ খ্রি. মোতাবেক ঋণটি ৩য় বার পুনঃতফসিল করা হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তি গ্রহণ কার্যকর হওয়ার শর্ত সাপেক্ষে। ঋণ গ্রহীতা ৩য় বার পুনঃতফসিলের শর্ত মোতাবেক ৮.৩০ কোটি টাকার জামানত (৮৩ শতাংশ জমি)

শাখায় প্রস্তাব করেছেন, যা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদনের পর বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তি গ্রহণের অপেক্ষায় রয়েছে। গ্রাহক ২২-০৫-২০১৯ খ্রি. ৩য় পুনঃতফসিলের আবেদন করে। আবেদনের পর হতে ঋণ হিসাবে জমাকৃত অর্থ ডাউনপেমেন্ট হিসাবে দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রেও ঘাটতি ডাউনপেমেন্টের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রস্তাবকৃত জামানত গৃহীত হলে ফান্ডেড ঋণের বিপরীতে ঘাটতি থাকবে ১৭.২২ কোটি টাকা। এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটি চালু রাখার স্বার্থে এবং ফান্ড বিল্ডআপের মাধ্যমে ঘাটতি জামানত পূরণ করা হবে মর্মে গ্রাহকের নিকট হতে অঙ্গীকারনামা গ্রহণের শর্তারোপ করে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তি সাপেক্ষে এলসি লিমিট ৫০ কোটি টাকা নবায়নের বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংকে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। শাখা কর্তৃক ঋণ গ্রহীতার সাথে নিবিড় যোগাযোগ এর মাধ্যমে ঋণের দায় আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য ০৮-১১-২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব বরাবর AIR জারি করা হয়। মন্ত্রণালয়ের ২৭-০৫-২০২১ খ্রি. তারিখের জবাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সকল প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনাদায়ি টাকা আদায়/সমন্বয় করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- ৪র্থ পুনঃতফসিলকে কেন ৩য় পুনঃতফসিল দেখানো হয়েছে তা জবাবে উল্লেখ করা হয়নি। বিআরপিডি সার্কুলার মোতাবেক গ্রাহকের আবেদনের ৩ (তিন) মাসের অধিক সময়ের জমাকৃত অর্থকে ডাউনপেমেন্ট হিসাবে গ্রহণ করার সুযোগ নেই। কিন্তু গ্রাহকের ঋণ হিসাবে আবেদনের পর হতে প্রায় ১৪ মাসের জমাকে ডাউনপেমেন্ট হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে, যা উক্ত সার্কুলার বহির্ভূতভাবে গ্রাহককে সুযোগ প্রদান। সিসি (হাইপোঃ) ঋণকে মেয়াদি ঋণে রূপান্তরের বিষয়েও কোনো জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

উপরোক্ত অনিয়মের বিষয়ে দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং খেলাপি গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ১১

শিরোনামঃ খেলাপি ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে অনিয়মিতভাবে ব্যাক টু ব্যাক আমদানি এলসি ইস্যুকরণ, রপ্তানি ঋণপত্র যাচাই না করে অনবরত ঋণপত্র ইস্যু করায় এবং ডিমান্ড লোনসহ অন্যান্য ঋণ আদায় করতে না পারায় ১০২,৫৬,০০,০০০ (একশত দুই কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান শাখা, ঢাকার ২০১৭ ও ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের ঋণ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, খেলাপি ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে অনিয়মিতভাবে ব্যাক টু ব্যাক আমদানি এলসি ইস্যুকরণ, রপ্তানি ঋণপত্র যাচাই না করে অনবরত ঋণপত্র ইস্যু করায় এবং ডিমান্ড লোনসহ অন্যান্য ঋণ আদায় করতে না পারায় ১০২,৫৬,০০০,০০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

প্রধান শাখার গ্রাহক উইস্টেরিয়া টেক্সটাইল লিমিটেড এর ঋণ সংক্রান্ত নথি বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রধান কার্যালয়ের শিল্প ঋণ বিভাগ-০১ এর পত্র নং শিঋবি-১/ সিন্ডিকেশন/মঞ্জুরি/উইস্টেরিয়া টেক্সটাইলস/২৯/০৭; তারিখ: ১৯-০৭-২০০৭ খ্রি. এর মাধ্যমে সিন্ডিকেশন ব্যবস্থায় ১০.৪৫ কোটি টাকা প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে প্রধান শাখার মঞ্জুরিপত্র নং- প্রশা/ঋণ /সিসি/৪১/ ২০১৬; তারিখ: ১৮-০৫-২০১৬ খ্রি. এর মাধ্যমে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পূর্বে মঞ্জুরিকৃত ১৪ কোটি টাকার সিসি হাইপোঃ ঋণ পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ৩৬ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। অগ্রণী ব্যাংকের সাধারণ ঋণের অর্পিত ক্ষমতা ২০০২ এর তফসিল-০১ অনুচ্ছেদ ০২ অনুযায়ী সিসি হাইপোঃ ঋণের ক্ষেত্রে ১.৫ গুণ সহায়ক জামানত প্রয়োজন। উক্ত ঋণের বিপরীতে জামানতকৃত সম্পদের তাৎক্ষণিক বিক্রয়মূল্য মাত্র ১৮.৮৮ কোটি টাকা (০৬-১২-২০১৫ খ্রি. তারিখের মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী)। এক্ষেত্রে ৩৫.১২ কোটি টাকা জামানত ঘাটতি রেখে অনিয়মিতভাবে উক্ত ঋণ বিতরণ এবং এলসি সুবিধা প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, ৩১-০৩-২০১৮ খ্রি. তারিখের সিএল বিবরণী হতে দেখা যায়, উইস্টেরিয়া টেক্সটাইল লিমিটেড এর ঋণ নং ১৬/১৭ ও ১৭/১৭ ডিএফ মানে শ্রেণিকৃত অর্থাৎ খেলাপি ঋণে পরিণত হয়েছে। তথাপি ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১, ধারা ২৭(কক)(৩) অনুযায়ী কোনো খেলাপী ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে কোনো ব্যাংক কোম্পানি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোনোরূপ ঋণ সুবিধা প্রদান করিবেনা যা লঙ্ঘন করে উক্ত খেলাপি ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে ১৯/০৪/২০১৮ খ্রি. তারিখে ০২টি রপ্তানি ঋণপত্রের বিপরীতে ৫,৮৫,২৮৯.৩৬ মাঃডঃ এর সমপরিমাণ ৪৮৮.৭২ লক্ষ টাকার ১৯টি ব্যাক টু ব্যাক আমদানি এলসি খোলার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। পুনরায় ২৭-০৫-২০১৮খ্রি. তারিখে ২টি ঋণপত্র ও ০৬টি চুক্তিপত্রের বিপরীতে অনিয়মিতভাবে ১৭,৭৯,৩২৫.৭৪ মাঃডঃ এর সমপরিমাণ ১৪৮৯.৩০ লক্ষ টাকার ৫৭টি ব্যাক টু ব্যাক আমদানি এলসি খোলার অনুমোদন দেয়া হয়েছে (তথ্য উৎস: নোট পৃষ্ঠা-৩২৭ ও ৩৪৩)। পরবর্তীতে টাকা আদায় না হওয়ায় ঋণসমূহ পুনঃতফসিল করা হলেও, ব্যাংক কর্তৃক কিস্তি মোতাবেক টাকা আদায় করতে না পারায় ডিমান্ড লোনসহ সকল ঋণসমূহ মন্দ/ক্ষতি হিসেবে শ্রেণিকৃত হয়ে পড়ে।

ডিমান্ড লোন সৃষ্টির ক্ষেত্রে, গ্রাহকের অনুকূলে যে সকল রপ্তানি ঋণপত্র/ চুক্তিপত্রের বিপরীতে ব্যাক টু ব্যাক আমদানি এলসি খোলার অনুমোদন দেয়া হয়েছে সেগুলো টেস্ট ভিত্তিতে যাচাই করে দেখা যায় যে, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের নির্দেশ পরিপত্র নং আইটিএন্ডএফসিএমডি/১৪/২০১৪; তারিখ: ১১-০৮-২০১৪ খ্রি. (পৃষ্ঠা নং-০৯, ক্রমিক-০২) লঙ্ঘন করে SWIFT Message এর মাধ্যমে এলসি'র সঠিকতা যাচাই না করে উক্ত এলসির বিপরীতে অনিয়মিভাবে ২৭৬৩০১.৬৯ মা.ড. এর সমপরিমাণ ৮টি ব্যাক টু ব্যাক আমদানি এলসি খোলা হয়েছে। গ্রাহক কর্তৃক উক্ত রপ্তানি এলসি'র বিপরীতে কোনো মালামাল রপ্তানি করা হয়নি। ফলে ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করে ব্যাক টু ব্যাক আমদানি এলসি'র দায় পরিশোধ করতে হয়েছে।

এক্ষেত্রে ডিমান্ড লোনের বিপরীতে মজুদ মালামালের বিষয়ে ব্যাংকের নিকট হালনাগাদ কোনো তথ্য নেই। Guidelines for Foreign Exchange Transactions-2018, Volume-01, Chapter-7 এর অনুচ্ছেদ ৪১ এর মর্মানুযায়ী রপ্তানি ব্যর্থতায় স্টককৃত মালামালের উপর ব্যাংক কর্তৃক কার্যকর নজরদারি রাখা আবশ্যক, যাতে ব্যাক টু ব্যাক এলসি'র মাধ্যমে আমদানিকৃত মালামাল বেআইনিভাবে হস্তান্তর না হয়।

ব্যাক টু ব্যাক আমদানি এলসি'র বিপরীতে স্থানীয় সরবরাহকারীর বিল পরিশোধ এর ক্ষেত্রে সরবরাহকারীর কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের দালিলিক প্রমাণস্বরূপ শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত মূসক-১১ দাখিল করার নির্দেশনা রয়েছে এক্ষেত্রে প্রত্যয়নকৃত মূসক-১১ না থাকা সত্ত্বেও বিলসমূহ পরিশোধ করা হয়েছে।
উপরোক্ত অনিয়মসমূহের কারণে ব্যাংকের অনাদায়ি ১০২,৫৬,০০,০০০ টাকা (৩০-১১-২০১৯ খ্রি. তারিখ ভিত্তিক) (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "১০")।

অনিয়মের কারণঃ

- অগ্রণী ব্যাংকের সাধারণ ঋণের অর্পিত ক্ষমতা ২০০২ এর তফসিল-০১ অনুচ্ছেদ ০২ এর লঙ্ঘন।
- ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ ধারা ২৭(কক)(৩) এর লঙ্ঘন।
- অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের নির্দেশ পরিপত্র নং আইটিএন্ডএফসিএমডি/১৪/২০১৪; তারিখ: ১১-০৮-২০১৪ খ্রি. (পৃষ্ঠা নং-০৯, ক্রমিক-০২) এর লঙ্ঘন।
- Guidelines for Foreign Exchange Transactions-2018, Volume-01, Chapter -7 এর অনুচ্ছেদ ৩৯ (III) এবং ৪১ এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- গ্রাহক প্রতিষ্ঠান উইস্টেরিয়া টেক্সটাইলস লিমিটেডের প্রকল্প ঋণের জামানত ব্যাক টু ব্যাক ঋণের বিপরীতেও বহাল থাকবে। ডিমান্ড লোন নং-১৬/১৭; ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র স্থাপনের পূর্বেই সমন্বয় করা হয়েছিল এবং ডিমান্ড লোন নং-১৭/১৭; এর ৩১-০৩-২০১৮ খ্রি. তারিখভিত্তিক দায় ছিল ১৩৯.৪৩ লক্ষ টাকা,যার বিপরীতে মালামাল কারখানায় মজুদ ছিল। এমতাবস্থায় গ্রাহকের আবেদন এবং প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন/রপ্তানি কর্যক্রম সচল রাখার স্বার্থে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নতুন ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খোলা হয়।

- রপ্তানি ঋণপত্র নং-0060010266271A1; তারিখ: ০৪-০৭-২০১৭ খ্রি. এর বিপরীতে যথাযথ নিয়মাচার পরিপালন করেই ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র স্থাপন করা হয়েছে। ১৩-০২-২০১৮ খ্রি. তারিখে রপ্তানি চুক্তিপত্র নং-NW-WTL-04-2018; তারিখ: ১৮/০৪/২০১৮ খ্রি. এর ক্রেতা প্রতিষ্ঠান Norwest Industries Ltd. এর ক্রেডিট রিপোর্টে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আর্থিক তথ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান Dun & Breadstreet এ ই-মেইলের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে।
- রপ্তানি ঋণপত্র নং- ILC18H0000174; তারিখ: ২০-০৩-২০১৮ খ্রি., মূল্য মাঃডঃ ৭৫,১০৫ এর মধ্যে মাঃডঃ ৪৭.৬৫৫ এর জাহাজীকরণের তারিখ ছিল ১৫/০৪/২০১৮ খ্রি.। গ্রাহকের হিসাবে মেয়দোত্তীর্ণ দায় থাকায় এবং পুনঃতফসিলের প্রস্তাব বিবেচনাধীন থাকায় ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র স্থাপনে বিলম্ব হয়। উল্লেখ্য, গ্রাহক মৌখিকভাবে জানিয়েছিলেন, রপ্তানি কর্যক্রম সচল রাখার জন্য স্থানীয়ভাবে অগ্রিম কাঁচামাল সংগ্রহ করেছেন এবং প্রস্তাব অনুমোদিত হলে সরবরাহকারীর অনুকূলে ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র স্থাপন করবেন।
- অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর নির্দেশ পরিপত্র অনুযায়ী ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করার পূর্বে ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের মাধ্যমে মালামালের মজুদ যাচাই করা হয়। কিন্তু ভুলবশত পরিদর্শন প্রতিবেদনে মজুদকৃত মালামালের মূল্য প্রদর্শন করা হয়নি। ভবিষ্যতে মজুদ মালামালের পরিমাণ, গুণাগুণ, মূল্য ইত্যাদি প্রতিবেদন আকারে নথিতে সংরক্ষণসহ যথাযথ তদারকির মাধ্যমে ঋণ আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত মূসক-১১ দাখিল করা হবে এবং আরো সতর্কতার সাথে যাচাই করে আমদানি বিলসমূহ পরিশোধ করা হবে।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য ০৮-১১-২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব বরাবর AIR জারি করা হয়। মন্ত্রণালয়ের ২৭-০৫-২০২১ খ্রি. তারিখের জবাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সকল প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনাদায়ি টাকা আদায়/সমন্বয় করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী সিসি (হাইপোঃ) ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ঋণের ১.৫ গুণ সহায়ক জামানত না নেয়ার বিষয়ে জবাব প্রদান করা হয়নি। অনিয়মের কারণে উক্ত ঋণের টাকা অনাদায়ি রয়েছে। বর্ণিত অনিয়মের দায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উপর বর্তায়।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

উপরোক্ত অনিয়মের বিষয়ে দায় দায়িত্ব নির্ধারণ এবং আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ: ১২

শিরোনাম: মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী প্রযোজ্য লিমিট অতিরিক্ত দায় আদায় না করে উক্ত দায়কে সিসি হাইপোঃ (ব্লকড) হিসাবে স্থানান্তর করে ঋণ হিসাবকে নিয়মিত দেখানোসহ অনিয়মিতভাবে নতুন ঋণ সুবিধা প্রদান এবং পর্যাপ্ত জামানত না থাকায় ঋণের ২৬২,৫০,০০,০০০ (দুইশত বাষট্টি কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ:

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান শাখা, ঢাকার ২০১৭ ও ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের ঋণ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিরীক্ষায় দেখা যায়, মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী প্রযোজ্য লিমিট অতিরিক্ত দায় আদায় না করে উক্ত দায়কে সিসি হাইপোঃ (ব্লকড) হিসাবে স্থানান্তর করে ঋণ হিসাবকে নিয়মিত দেখানোসহ অনিয়মিতভাবে নতুন ঋণ সুবিধা প্রদান এবং পর্যাপ্ত জামানত না থাকায় ঋণের ২৬২,৫০,০০,০০০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে ।

প্রধান শাখার গ্রাহক সোনালী ফেব্রিক্স এন্ড টেক্সটাইল মিলস (প্রাঃ) লিমিটেড এর ঋণ সংক্রান্ত নথি বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, শাখার পত্র নং- প্রশা/ঋণ/প্রকল্প/সোনালী ফেব্রিক্স/ ২৪০/২০১৮; তারিখ: ১৪-০৩-২০১৮ খ্রি. মোতাবেক সোনালী ফেব্রিক্স এন্ড টেক্সটাইল মিলস (প্রাঃ) লিমিটেড এর অনুকূলে পূর্বে মঞ্জুরিকৃত সিসি হাইপোঃ ঋণসহ অন্যান্য ঋণসমূহ ১ম বার পুনঃতফসিল/নবায়ন করা হয়। উক্ত মঞ্জুরিপত্রের ৫ নং শর্ত মোতোবেক সিসি (হাইপোঃ) ব্লকড হিসাবের ৮.২০ কোটি টাকা আগস্ট, ২০১৮ এর মধ্যে ০৮টি মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় হিসাবটি পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ শর্ত মোতাবেক উক্ত টাকা আদায় করতে পারেনি। তথাপি মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে উক্ত খেলাপি ঋণটিকে সিএল বিবরণীতে নিয়মিত দেখানো হয়েছে এবং ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ ধারা ২৭(কক)(৩) লঙ্ঘন করে খেলাপি ঋণ গ্রহীতাকে নতুন ঋণ সুবিধা অর্থাৎ ব্যাক টু ব্যাক এলসি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

আরো উল্লেখ্য, উপরোক্ত আদেশের মাধ্যমে ঋণটি নবায়ন করা হলেও সিসি হাইপোঃ ঋণ বিতরণ/নবায়নের জন্য অগ্রণী ব্যাংকের ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন্স-২০১৮ এর ৫.৯ ও ৫.১০ এবং এপেনডিক্স-২ অনুযায়ী প্রযোজ্য ডকুমেন্টস Letter of hypothecation of stock in trade, Stock Report, Insurance policy cover note সংরক্ষণ/পরিপালন আবশ্যক থাকা সত্ত্বেও তা করা হয়নি। ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের ভবন ও মেশিনারিজ এর প্রযোজ্য বীমা পলিসির মেয়াদ না থাকা সত্ত্বেও ব্যাংক কর্তৃক উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ করা হয়েছে।

২য় পুনঃতফসিলের সময় বিগত ১(এক) বছরের সময় জমাকৃত টাকাকে ডাউনপেমেন্টে হিসাবে গণ্য করা হয়েছে, যা বিআরপিডি সার্কুলার নং ১৫ এর অনুঃ ০১ (সি) এর লঙ্ঘন ।

উল্লেখ্য, গ্রাহক কর্তৃক ১৮-১২-২০১৮ খ্রি. তারিখে ঋণটি ২য় পুনঃতফসিল/নবায়নের জন্য আবেদন করা হয়। প্রায় ১০ মাস পর বর্ণিত আবেদনে উল্লিখিত ঋণসমূহকে পুনঃতফসিলকরণের বিষয়ে ঋণ গ্রহীতাকে অবহিত করা হয়।

এছাড়া জামানত সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি। দায়দেনার বিপরীতে জামানতের পরিমাণ ২৪৯.৭০ কোটি টাকা দেখানো হয়েছে, যার মধ্যে যন্ত্রপাতির মূল্য দেখানো হয়েছে ১৮০.৮৭ কোটি টাকা। উল্লেখ্য যে, প্রতিষ্ঠানটির যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য বিষয়ে ৩০-০৫-২০১৬ খ্রি. হতে ৩০-০৫-২০১৭ খ্রি. মেয়াদে সেন্ট্রাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক ইন্স্যুরেন্স করা হয়েছিল, যেখানে প্রতিষ্ঠানটির যন্ত্রপতির মূল্য দেখানো হয়েছে ৪৯.৩০ কোটি টাকা। তদুপরি উভয়ক্ষেত্রে পার্থক্যের পরিমাণ (১৮০.৮৭-৪৯.৩০) টাকা বা ১৩১.৫৭ কোটি টাকা, যা জামানত হিসেবে অতিরিক্ত দেখানো হয়েছে।

পর্যাপ্ত জামানত না থাকা এবং জামানত সঠিকভাবে মূল্যায়ন না করাসহ উপরোক্ত অনিয়মের কারণে ব্যাংকের ২৬২,৫০,০০,০০০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ''১১'')।

অনিয়মের কারণ:

- অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান শাখার পত্র নং প্রশা/ঋণ/প্রকল্প/সোনালী ফেব্রিক্স/২৪০/২০১৮; তারিখ: ১৪-০৩-২০১৮ খ্রি. এর শর্ত নং ০৫ এর লঙ্ঘন।
- ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ ধারা ২৭(কক)(৩) এর লঙ্ঘন।
- অগ্রণী ব্যাংকের ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজম্যান্ট গাইডলাইন্স-২০১৮ এর ৫.৯ ও ৫.১০ এবং এপেনডিক্স-২ এর লঙ্ঘন।
- বিআরপিডি সার্কুলার নং ১৫ এর অনুঃ ০১, সি এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- পরিচালনা পর্ষদ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তির প্রেক্ষিতে প্রধান শাখার পত্র নং প্রশা/ঋণ/প্রকল্প/সোনালী ফেব্রিক্স/ ২৪০/২০১৮; তারিখঃ ১৪/০৩/২০১৮ খ্রি. এর মাধ্যমে সোনালী ফেব্রিক্স এন্ড টেক্সটাইল মিলস (প্রাঃ) লিমিটেড এর অনুকূলে পূর্বে মঞ্জুরিকৃত প্রকল্প ঋণ, বিএমআরই-১, বিএমআরই-২ ঋণ এর সর্বমোট দায়স্থিতি ১৪৮.৫৪ কোটি টাকা ১ম বার পুনঃতফসিল করা হয়। উক্ত পুনঃতফসিলকরণের পর ঋণ গ্রহীতা মূল ঋণে ৮৩.৮২ লক্ষ, বিএমআরই-১ ঋণে ৮৪.০৮ লক্ষ, বিএমআরই-২ ঋণে ১৩৭.০১ লক্ষ টাকাসহ মোট ৩০৪.৯১ লক্ষ টাকা পরিশোধ করেছেন।

- পরবর্তীতে পরিচালনা পর্ষদ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তির প্রেক্ষিতে উক্ত প্রকল্প ঋণ, বিএমআরই-১, বিএমআরই-২ ঋণ এর সর্বমোট দায়স্থিতি ১৬৩.২২ কোটি টাকা ২য় বার পুনঃতফসিল করা হয়। উক্ত পুনঃতফসিলকরণে ডাউনপেমেন্ট বাবদ ৪৫৪.৭৫ লক্ষ টাকা ঋণ হিসাবে জমা প্রদান করেছেন। বর্তমানে ঋণ হিসাবটি নিয়মিত আছে। মূল ঋণের বিপরীতে বীমা পলিসি শাখার নথিতে আছে, যার মেয়াদ ২৭.০৪.২০১৬ খ্রি. হতে ২৭.০৪.২০১৭ খ্রি.। বিএমআরই-১ এর বিপরীতে তিনটি বীমা পলিসি করা হয়েছে, যার মেয়াদ ৩০.০৫.২০১৬ খ্রি. হতে ৩০.০৫.২০১৭ খ্রি., ০৭.০১.২০১৬ খ্রি. হতে ৩১.০৮.২০১৬ খ্রি. এবং ১৭.০৫.২০১৬ খ্রি. হতে ১৭.০৫.২০১৭ খ্রি. পর্যন্ত।

- বাংলাদেশ ব্যাংকের পত্র নং বিআরপিডি (পি-১)/৬৬১/১৩(চ)/২০১৯-৮০৪২; তাং: ০৯/১০/২০১৯ খ্রি. ও বিআরপিডি (পি-১)/৬৬১ /১৩(চ)/২০২০-১০৪২; তারিখ: ২৭/১/২০২০ খ্রি. এর মাধ্যমে ৩১/১২/২০১৮ খ্রি. তারিখ ভিত্তিক দায়স্থিতি ২য় বার পুনঃতফসিল করা হয়। পুনঃতফসিল প্রক্রিয়া চলমান ছিল বিধায় উক্ত সময়ে হিসাবসমূহ সিএল বিবরণীতে এবং সিআইবি রিপোর্টে নিয়মিত দেখানো হয়েছে। ঋণসমূহ বর্তমানে নিয়মিত থাকায় আপত্তিটি নিষ্পত্তি করার অনুরোধ করা হলো।

- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য ০৮/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব বরাবর AIR জারি করা হয়। মন্ত্রণালয়ের ২৭/০৫/২০২১ খ্রি. তারিখের জবাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সকল প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনাদায়ি টাকা আদায়/সমন্বয় করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- আপত্তির আলোকে জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

উপরোক্ত অনিয়মসমূহের বিষয়ে দায়দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ১৩

শিরোনামঃ মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক কিস্তি আদায় না হওয়া, অর্থ ঋণ আদালত আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা এবং ব্যাংক স্বার্থ পরিপন্থি শর্তে পুনঃতফসিলের সুপারিশকৃত ঋণের ৫৭,০০,৮৩,২৫০ (সাতান্ন কোটি তিরাশি হাজার দুইশত পঞ্চাশ) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান শাখা, ঢাকার ২০১৭ ও ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের ঋণ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক কিস্তি আদায় না হওয়া, অর্থ ঋণ আদালত আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা, এবং ব্যাংক স্বার্থ পরিপন্থি শর্তে পুনঃতফসিলের সুপারিশকৃত ঋণের ৫৭,০০,৮৩,২৫০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

প্রধান শাখার গ্রাহক মিলন টেক্স কম্পোজিট লিমিটেড এর ঋণ সংক্রান্ত নথিপত্র বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, শাখার পত্র নং- প্রশা/ ঋণ/প্রকল্প/মিলন টেক্স/ ৮০৩/২০১৬; তারিখ: ০৯/১১/২০১৬ খ্রি. এর মাধ্যমে গ্রাহকের প্রকল্প ঋণের ৩৯.৮১ কোটি টাকা সুদসহ ৭৬টি মাসিক কিস্তিতে ৭৭.১৯ লক্ষ টাকা করে কিস্তিতে আদায়যোগ্য ধরে পুনঃতফসিল করা হয়। উক্ত মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১ মোতাবেক পরপর ৩টি মাসিক কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে পুনঃতফসিল সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে। কিন্তু গ্রাহকের নিকট হতে শর্ত মোতাবেক কিস্তি আদায়ে ব্যর্থ হলেও উক্ত সুবিধা বাতিল করে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

উল্লেখ্য যে, কোন ঋণের ১ম বছর আদায়যোগ্য টাকার ১০% আদায় না হলে অর্থ ঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ৪৬ ধারা মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আলোচ্যক্ষেত্রে আদায়যোগ্য সময় প্রায় আড়াই বছরের অধিক অতিবাহিত হলেও গ্রাহক ৮ লক্ষ টাকা ব্যতীত কোন টাকাই প্রদান করেনি তথাপিও উক্ত ধারা মোতাবেক গ্রাহকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি, যা খেলাপি গ্রাহককে দীর্ঘ সময়ক্ষেপণের সুযোগ প্রদান করা মাত্র।

এছাড়া ব্যাংক নীতিমালায় সিসি (হাইপোঃ) ঋণকে মেয়াদি ঋণে রূপান্তরের কোন বিধান না থাকা সত্ত্বেও স্মারক নং-১৯৩৬/১৮ তারিখ: ২৬/১২/২০১৮ খ্রি. এর মাধ্যমে গ্রাহকের সিসি(হাইপোঃ) ঋণের লিমিট ১০ কোটি টাকার দায়স্থিতি ১২.৩২ কোটি টাকাকে মেয়াদি ঋণে রূপান্তর করা হয়েছে।

আরো উল্লেখ্য যে, গ্রাহক কর্তৃক চেক নং- সিডিএ ৮৫৫৮৯৭৭; তারিখ: ১৮/১১/২০১৬ খ্রি. এবং চেক নং-সিডিবি ১৭৩৪১৮৪; তারিখ: ২৫/০১/২০১৯ খ্রি. ব্যাংকে জমা প্রদান করা হলেও অদ্যাবধি তা আদায়ের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি, যার মেয়াদ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, গ্রাহককে অনৈতিক সুবিধা দেয়ার জন্যই চেক উপস্থাপন না করে এনআই এ্যাক্ট এর মামলা হতে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৫; তারিখ: ২৩/০৯/২০১২ খ্রি. এর অনুচ্ছেদ-১(সি) মোতাবেক প্রয়োজনীয় ডাউনপেমেন্ট এককালীন আদায়যোগ্য। উক্ত সার্কুলার মোতাবেক ২০১৮ খ্রি. সালে পুনঃতফসিলের সময় গ্রাহকের নিকট ডাউনপেমেন্ট বাবদ ৪.৪১ কোটি টাকা আদায়যোগ্য। কিন্তু উক্ত সার্কুলার বহির্ভূতভাবে গ্রাহকের নিকট হতে ডাউনপেমেন্ট বাবদ ৩৫ লক্ষ টাকা ও ১০০ লক্ষ টাকার চেক গ্রহণ করা হয়, যার অর্থ গ্রাহকের নিকট হতে আদায় করা সম্ভব হয়নি। এক বছরের অধিক সময় পর্যন্ত পুনঃতফসিলের শর্ত কার্যকর না হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ না করে দীর্ঘ সময়ক্ষেপণ করা হয়েছে।

গ্রাহকের ২০/০২/২০২০ খ্রি. তারিখের দায়দেনার পরিমাণ ৫৭,০০,৮৩,২৫০ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "১২")।

অনিয়মের কারণঃ

- পত্র নং- প্রশা/ ঋণ/প্রকল্প/মিলন টেক্স/ ৮০৩/২০১৬; তারিখ: ০৯/১১/২০১৬ খ্রি. এর শর্ত নং ০১ এর লঙ্ঘন।
- অর্থ ঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ধারা ৪৬ এর লঙ্ঘন।
- বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৫; তারিখ: ২৩/০৯/২০১২ খ্রি. এর অনুচ্ছেদ-১(সি) এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- গ্রাহকের মেয়াদি ঋণের দায়স্থিতি ৩৯.৮১ কোটি টাকা কতিপয় শর্তে পুনঃতফসিল করা হয়। কিন্তু গ্রাহক শর্ত পরিপালনে ব্যর্থ হওয়ায় সুবিধাটি কার্যকর হয়নি। গ্রাহক কর্তৃক বিআরপিডি-০৫; তারিখ:১৬/০৫/২০১৯ খ্রি. এর আওতায় পুনঃতফসিলকরণের আবেদন প্রক্রিয়াধীন থাকায় এবং মামলা দায়ের করে ঋণ আদায়ে দীর্ঘসূত্রতার কারণে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কিন্তু প্রযোজ্য ডাউনপেমেন্ট জমা না করায় মামলা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক দাখিলকৃত চেকসমূহ অত্র শাখার বিধায় নগদায়নের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। ঋণ গ্রহীতার আবেদন এবং পর্ষদের অনুমোদনক্রমে সিসি (হাইপোঃ) ঋণ মেয়াদি ঋণে রূপান্তর করা হলেও তা কার্যকর হয়নি। পুনঃতফসিলের শর্ত মোতাবেক ১ কোটি টাকার চেক নগদায়ন না হওয়ায় প্রস্তাবটি বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করা হয়নি। ফলে প্রদত্ত সুবিধা কার্যকর হয়নি এবং ঋণ হিসাবটি বিএল মানে শ্রেণিকৃত আছে। খেলাপি ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে গ্রাহকের বিরুদ্ধে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়েরের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য ০৮/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব বরাবর AIR জারি করা হয়। মন্ত্রণালয়ের ২৭/০৫/২০২১ খ্রি. তারিখের জবাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সকল প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনাদায়ি টাকা আদায়/সমন্বয় করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- যথাসময়ে গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় খেলাপি গ্রাহক দীর্ঘ সময়ক্ষেপণের সুযোগ পেয়েছে। গ্রাহকের নিকট হতে চেক গ্রহণ করা হয়েছে ঋণের টাকা আদায়ের জন্য। যদি উক্ত চেকের টাকা নগদে ঋণ হিসাবে জমা করা হয় সেক্ষেত্রে চেক উপস্থাপন না করে ফেরতযোগ্য। এতক্ষত্রে অত্র শাখার চেক বলে উহা আদায়ের জন্য উপস্থাপন না করা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। গ্রাহক কর্তৃক পূর্বে প্রদানকৃত চেক আদায় করার জন্য উপস্থাপন না করা খেলাপি গ্রাহককে অনৈতিক সুযোগ প্রদান এবং উক্ত চেক আদায় না হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তীতে চেক গ্রহণ করে সুযোগ প্রদান করা সঠিক হয়নি। পুনঃতফসিল অনুমোদনের সময় কিস্তি আদায়ের নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করে উহা অনুমোদনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করা আবশ্যক ছিল, যা করা হয়নি। সিসি (হাইপোঃ) ঋণ মেয়াদি ঋণে রূপান্তরের বিষয়টি ব্যাংক বিধিতে না থাকা সত্ত্বেও করা হয়েছে, যা আর্থিক শৃঙ্খলা পরিপন্থি। পুনঃতফসিলের সময় বিআরপিডি সার্কুলার মোতাবেক ডাউনপেমেন্ট নগদে আদায় করা আবশ্যক ছিল, যা করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

উপরোক্ত অনিয়মের জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে টাকা আদায় করা আবশ্যক।।

অনুচ্ছেদ: ১৪

শিরোনাম: খেলাপি ঋণ গ্রহীতাকে অনিয়মিতভাবে ব্যাক টু ব্যাক এলসি সুবিধাসহ পিসি লোন প্রদান করায় এবং রপ্তানি ব্যর্থতায় ডিমান্ড লোন সৃষ্টি হওয়ায় গ্রাহকের অন্যান্য দায়সহ ২৯,১৯,৬৭,০০০ (উনত্রিশ কোটি উনিশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার) টাকা অনাদায়ী।

বিবরণ:

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান শাখা, ঢাকার ২০১৭ ও ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের ঋণ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, খেলাপি ঋণ গ্রহীতাকে অনিয়মিতভাবে ব্যাক টু ব্যাক এলসি সুবিধাসহ পিসি লোন প্রদান করায় এবং রপ্তানি ব্যর্থতায় ডিমান্ড লোন সৃষ্টি হওয়ায় অন্যান্য দায়সহ গ্রাহক এর নিকট ব্যাংকের ২৯,১৯,৬৭,০০০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

প্রধান শাখার গ্রাহক আর.আর. সোয়েটার্স লিমিটিড এর প্রকল্প ঋণটি, ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত ৩১/০৩/২০১৯ খ্রি. তারিখের সিএল বিবরণীতে বিএল মানে শ্রেণিকৃত অর্থাৎ খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত। তথাপি ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১, ধারা ২৭(কক)(৩) অনুযায়ী কোন খেলাপী ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে কোন ব্যাংক কোম্পানি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোনরূপ ঋণ সুবিধা প্রদান করিবেনা যা লঙ্ঘন করে। উক্ত খেলাপি ঋণ গ্রহীতাকে নিয়মবহির্ভূতভাবে নতুন করে ব্যাক টু ব্যাক এলসি সুবিধাসহ পিসি লোন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। নথি এবং সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার যাচাইয়ে দেখা যায়, উক্ত এলসিসমূহের বিপরীতে রপ্তানি ব্যর্থতায় ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করে আইএফবিসি দায় পরিশোধ করায় এবং পিসি লোনের দায় আদায় না হওয়ায় ব্যাংক ঋণ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণী অনুযায়ী ০৫/০৩/২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ২৬.০২ লক্ষ টাকার মেয়াদোত্তীর্ণ ডিমান্ড লোনের দায় এবং ৫.২৬ লক্ষ টাকার পিসি লোনের দায় রয়েছে।

আরো উল্লেখ্য যে, উক্ত গ্রাহকের ঋণ সংক্রান্ত নথি বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মঞ্জুরি পত্র নং-প্রশা/ ঋণ/ প্রকল্প/ আর. আর সোয়েটার্স/ ৫৭০/ ২০১৭; তারিখ: ২৫/০৫/২০১৭ খ্রি. এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পূর্বে মঞ্জুরিকৃত প্রকল্প ঋণ ৩২ টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে আদায়যোগ্য গণ্য করে ১ম বার পুণঃতফসিল করা হয়। যার প্রতিটি কিস্তির পরিমাণ ছিল ১,০৯,৯০,৩৮৫ টাকা। গ্রাহক উক্ত শর্ত মোতাবেক কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণটি মন্দ মানে ও খেলাপি হিসাবে চিহ্নিত হয়। পরবর্তীতে ০৭/০৩/২০১৮ খ্রি. তারিখে গ্রাহক কর্তৃক উক্ত প্রকল্প ঋণটি দ্বিতীয় পুনঃতফসিলকরণের জন্য আবেদন করা হয়। গ্রাহকের উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের স্মারক নং-৩৮৮/১৯; তারিখ: ০৮/০৪/২০১৯ খ্রি. এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান কর্যালয়ের পত্র নং সিপিসিআরএমডি/পলিসি/ ১০/২০১৯; তারিখ:০৯/০৫/২০১৯ খ্রি. এর মাধ্যমে আলোচ্য বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনের জন্য পরিচালনা পর্ষদের রেজ্যুলেশনের কপি ও অন্যান্য কাগজপত্রাদি প্রেরণ করা হয়। উক্ত বিষয়ে ০৫/০৩/২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ গ্রাহকের আবেদনের তারিখ হতে প্রায় ২ বছরেও আবেদন নিষ্পত্তি হয়নি। এত দীর্ঘ সময়ে গ্রাহকের আবেদন নিষ্পত্তি না হওয়া ব্যাংক ঋণ আদায় এবং গ্রাহক প্রতিষ্ঠান উভয়ের জন্যই নেতিবাচক।

উপরোক্ত অনিয়মের কারণে ব্যাংকের ২৯,১৯,৬৭,০০০ কোটি টাকা অনাদায়ি রয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "১৩")।

অনিয়মের কারণ:

ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১, ধারা ২৭(কক)(৩) এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- আর আর সুয়েটার্স লিমিটেড দীর্ঘ ৩০ বছর অত্র শাখার মাধ্যমে সুনামের সাথে আমদানি/রপ্তানি ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে। গ্রাহক অত্যাধুনিক জ্যাকার্ড মেশিন আমদানির জন্য প্রকল্প ঋণ নেন। পরবর্তীতে কিস্তি সময়মত দিতে না পারায় ঋণটি খেলাপি হয়ে যায়। ফলে গ্রাহক পুনঃতফসিলের আবেদন করেন। এহেন পরিস্থিতিতে উৎপাদন/রপ্তানি কার্যক্রম সচল রাখতে বিশেষ বিবেচনায় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে স্বল্প পরিসরে ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য সম্প্রতি গ্রাহকের হিসাবে ২৬.০২ লক্ষ টাকার ডিমান্ড

লোনের সৃষ্টি হয়, যার বিপরীতে মাঃডঃ ৩৫,৫৬৭ মূল্যমানের রপ্তানি হয়েছে এবং গ্রাহকের রপ্তানি চলমান রয়েছে। ডিমান্ড লোনটি অতি শীঘ্রই সমন্বয় সম্ভব হবে। এমতাবস্থায়, বর্ণিত আপত্তিটি বাদ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য ০৮/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব বরাবর AIR জারি করা হয়। মন্ত্রণালয়ের ২৭/০৫/২০২১ খ্রি. তারিখের জবাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সকল প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনাদায়ি টাকা আদায়/সমন্বয় করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- গ্রাহকের আবেদন দীর্ঘ সময় ধরে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা না করার বিষয়ে জবাবে উল্লেখ করা হয়নি। খেলাপি ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ প্রদান এবং ঋণ আদায় না হওয়ায় ডিমান্ড লোন সৃষ্টির বিষয়ে জবাব স্বীকৃতিমূলক। অনিয়মের মাধ্যমে ঋণ প্রদান করায় ব্যাংক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন। বর্ণিত অনিয়মের দায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উপর বর্তায়।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

উপরোক্ত অনিয়মের বিষয়ে দায়দায়িত্ব নির্ধারণ এবং আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ: ১৫

শিরোনাম: ঋণ যথাযথভাবে শ্রেণিকৃত না করা, রপ্তানি ব্যর্থতা বিবেচনা না করে অনবরত ব্যাক টু ব্যাক এলসি ইস্যু করা এবং স্টকলটের মালামালের বিষয়ে নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ঋণের ৭৩,৬২,৯৯,৬৭৬ (তিয়াত্তর কোটি বাষট্টি লক্ষ নিরানব্বই হাজার ছয়শত ছিয়াত্তর) টাকা অনাদায়ী।

বিবরণ:

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, আমিনকোর্ট কর্পোরেট শাখা, ঢাকার ২০১৭ ও ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের ঋণ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, ঋণ যথাযথভাবে শ্রেণিকৃত না করা, রপ্তানি ব্যর্থতা বিবেচনা না করে অনবরত ব্যাক টু ব্যাক এলসি ইস্যু করা এবং স্টকলটের মালামালের বিষয়ে নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ঋণের ৭৩,৬২,৯৯,৬৭৬ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।

আমিনকোর্ট কর্পোরেট শাখার গ্রাহক পার্ল প্রিন্স এ্যাপারেলস লিমিটেড এর ঋণ নথি বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মঞ্জুরিপত্র নং-আকোশা/ বৈবাবি/ মঞ্জুরি/১৭৬৭/১৮; তারিখ: ০৬/১১/২০১ খ্রি. এর মাধ্যমে মেয়াদোত্তীর্ণ ডিমান্ড লোন ও পিসি লোনের দায় যথাক্রমে ৪৯,৬৫,০০,০০০ টাকা এবং ১৮,৫৭,০০,০০০ টাকা, মোট ৬৮,২২,০০,০০০ টাকা ১৮টি মাসিক কিস্তিতে ৩০/০৬/২০২০ খ্রি. মেয়াদে ১ম বার পুনঃতফসিল করা হয়। মঞ্জুরির শর্ত মোতাবেক ঋণ আদায়ে ব্যর্থতায় ঋণটি শ্রেণিকৃত হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে বোর্ড স্মারক নং ২২১৪/১৯; তারিখ: ৩০/১২/২০১৯ খ্রি. এর মাধ্যমে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক ঋণসমূহ দ্বিতীয়বার পুনঃতফসিলের অনুমোদন দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে শর্ত ছিল বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন সাপেক্ষে পুনঃতফসিল সুবিধা কার্যকর হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন চাওয়া হলেও ২৩/০৩/২০২০ খ্রি. তারিখ (নিরীক্ষাকালীন) পর্যন্ত অনুমোদন পাওয়া যায়নি। তথাপিও ঋণসমূহকে মন্দ/ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত না করে সিএল বিবরণীতে নিয়মিত দেখানো হয়েছে, যা বিআরপিডি সার্কুলার নং ০৩, তাং ২১/০৪/২০১৯ খ্রি. এর লঙ্ঘন। ডিমান্ড লোনের ষ্টেটমেন্ট হতে দেখা যায় গ্রাহকের নিকট অনাদায়ি ঋণের পরিমাণ ৭৩,৬২,৯৯,৬৭৬ টাকা। যা মন্দ / ক্ষতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি।

ডিমান্ড লোনের নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়, SWIFT Message এর মাধ্যমে রপ্তানি ঋণপত্র/চুক্তিপত্রের সঠিকতা যাচাই না করে ব্যাক টু ব্যাক আমদানি এলসি খোলার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, যা অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড ১১/০৮/২০১৪ খ্রি. তারিখ থেকে নির্দেশ পরিপত্র নং- আইটিএন্ডএফসিএমডি/১৪/২০১৪; (পৃষ্ঠা নং-৯ এর ক্রঃ I-VI এবং ১২ এর ক্রঃ-০১) এর লঙ্ঘন। উল্লেখ্য, ২১টি চুক্তিপত্র/ঋণপত্রের বিপরীতে গ্রাহক কর্তৃক কোন মালামাল রপ্তানি করা হয়নি। এক্ষত্রে রপ্তানি ব্যর্থতা বিবেচনা না করে রপ্তানি ঋণপত্র/চুক্তিপত্রের বিপরীতে অনবরত ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে ।

এছাড়াও ডিমান্ড লোনের বিবরণী হতে দেখা যায়, কয়েকটি রপ্তানি ঋণপত্র/চুক্তিপত্রের বিপরীতে রপ্তানি মালামালের সম্পূর্ণ মূল্য প্রত্যাবাসিত হওয়া সত্ত্বেও ক্রস পেমেন্ট দেখিয়ে ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করা হয়েছে। Guidelines for Foreign Exchange Transactions 2009, Volume-01, Chapter-07, Sectioin-38 অনুযায়ী প্রত্যাবাসিত রপ্তানি মূল্য দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যাক টু ব্যাক এর বিল অর্থাৎ আইএফবিসি দায় পরিশোধ করতে হবে। এক্ষেত্রে বর্ণিত আদেশ পরিপালন করা হয়নি।

উপরোক্ত অগ্রণী ব্যাংকের নির্দেশপত্র (পৃষ্ঠা নং-২১, ক্রঃ VII ও X) অনুযায়ী প্রতি মাসে মজুদ মালামালের পরিমাণ, গুণাগুণ, মূল্য ইত্যাদি যাচাই করে প্রতিবেদন আকারে নথিতে সংরক্ষণসহ মজুদ মালামাল পুনঃ রপ্তানির মাধ্যমে ঋণের দায় আদায়ে যথাযথ তদারকি করতে হবে। এছাড়া Guidelines for Foreign Exchange Transactions 2018, Volume-01,Chapter-7 এর অনুচ্ছেদ ৪১ এর মর্মানুযায়ী রপ্তানি ব্যর্থতায় স্টককৃত মালামালের উপর ব্যাংক কর্তৃক কার্যকর নজরদারি রাখা আবশ্যক। এক্ষেত্রে ডিমান্ড লোন সংশ্লিষ্ট স্টক মালামালের বিষয়ে ব্যাংকের কোন তদারকি নেই, যা বর্ণিত আদেশসমূহের লঙ্ঘন।

আরোও উল্লেখ্য যে, রপ্তানি ব্যর্থতায় স্টককৃত মালামালের পরিদর্শন রিপোর্ট ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ১৬ কলাম বিশিষ্ট ফরমেটে প্রণয়ন না করায় প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়নি। অগ্রণী ব্যাংকের বর্ণিত নির্দেশপত্র-পৃষ্ঠা-০৩, অনুঃ-১ (VIII) এর শর্ত লঙ্ঘন করে কারখানার ভবন, মেশিনারীজ, মালামাল ও তৈরী পোশাক মূল্যের উপর প্রযোজ্য বীমা পলিসি ব্যতীত ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

গ্রাহকের নিকট ১৮/০৩/২০২০খ্রি. তারিখে অনাদায়ি ঋণের পরিমাণ (০৬/১১/২০১৮খ্রি. তারিখের পত্র মোতাবেক পুনঃতফসিলকৃত টাকা: ৬৮,২২,০০,০০০+সুদ: ৫,৪০,৯৯,৬৭৬০) বা ৭৩,৬২,৯৯,৬৭৬ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "১৪")।

অনিয়মের কারণঃ

- বিআরপিডি সার্কুলার নং ০৩, তাং ২১/০৪/২০১৯ খ্রি. এর লঙ্ঘন।
- Guidelines for Foreign Exchange Transactions 2009, Volume-01, Chapter-07, Sectioin-38 এর লঙ্ঘন।
- Guidelines for Foreign Exchange Transactions 2018, volume-01, Chapter-7 এর অনুচ্ছেদ ৪১ এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ব্যাংকের বিদ্যমান নীতিমালার আওতায় প্রথমবার ঋণ পুনঃ তফসিল করা হয়েছে। দ্বিতীয় বার পুনঃতফসিল কার্যকর এর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন চাওয়া হয়েছে। এছাড়া ঋণের শ্রেণিমান সঠিকভাবে করা হয়েছে। ব্যাংকের বিদ্যমান নীতিমালার আওতায় ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলা হয়েছে। বৈদেশিক ক্রেতা প্রতিষ্ঠান এর ক্রেডিট রিপোর্ট গ্রহণ সাপেক্ষে রপ্তানি এলসি/ সেলস কন্ট্রাক্টের বিপরীতে ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলা হয়েছে। অগ্রণী ব্যাংকের নিজস্ব নীতিমালা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ফরেন এক্সচেঞ্জ পলিসি ডিপার্টমেন্ট এর ১৯/০৩/২০২০ খ্রি. তারিখের এফই সার্কুলার নং ০৯ ক্রস পেমেন্ট এর মাধ্যমে পেমেন্ট করার কথা বলা হয়েছে। পরিদর্শন রিপোর্ট গ্রহণ সাপেক্ষে স্টকলট যাচাই করা হয়েছে। ব্যাংক স্টকলট তদারকি অব্যাহত রেখেছে। বীমা পলিসি গ্রহণ করা হয়েছে।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য ০৮/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব বরাবর AIR জারি করা হয়। মন্ত্রণালয়ের ২৭/০৫/২০২১ খ্রি. তারিখের জবাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সকল প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনাদায়ি টাকা আদায়/সমন্বয় করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- ঋণ পুনঃতফসিলকরণ প্রক্রিয়াধীন থাকা অবস্থায় মন্দ/ক্ষতি ও খেলাপি হিসাবে চিহ্নিত ঋণকে নিয়মিত দেখানো যায় কিনা তা জবাবে উল্লেখ করা হয়নি। SWIFT Message এর মাধ্যমে রপ্তানি চুক্তিপত্রের সঠিকতা যাচাইয়ের বিষয়ে জবাবে উল্লেখ করা হয়নি এবং বৈদেশিক ক্রেতা প্রতিষ্ঠান এর ক্রেডিট রিপোর্ট গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে জবাবে উল্লেখ করা হলেও তা সংযুক্ত করা হয়নি। রপ্তানি ব্যর্থতায় স্টককৃত মালামালের পরিদর্শন রিপোর্ট ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ১৬ কলাম বিশিষ্ট ফরমেটে প্রণয়ন না করার বিষয়ে জবাবে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি এবং এ সংক্রান্ত প্রমাণক সংযুক্ত করা হয়নি। জবাবে বীমা পলিসি গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হলেও প্রমাণক সংযুক্ত করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

উপরোক্ত অনিয়ম ও ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতির বিষয়ে দায়দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ১৬

শিরোনামঃ চরম গ্যাস সংকটের কারণে বন্ধ প্রকল্পের যন্ত্রপাতি বিক্রয়কালে গ্রাহক কর্তৃক ক্রয়ের মাধ্যমে একই স্থানে প্রকল্প স্থাপনে ব্যাংক কর্তৃক ২৯৬,৬২,০০,০০০ (দুইশত ছিয়ানব্বই কোটি বাষট্টি লক্ষ) টাকার ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ কর্পোরেট শাখা, ঢাকার ২০১৭ ও ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের ঋণ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, চরম গ্যাস সংকটের কারণে বন্ধ প্রকল্পের যন্ত্রপাতি বিক্রয় কালে গ্রাহক কর্তৃক ক্রয়ের মাধ্যমে একই স্থানে প্রকল্প স্থাপনে ব্যাংক কর্তৃক ২৯৬,৬২,০০,০০০ টাকার ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু এভিনিউ কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স এএ নীট স্পিন লিমিটেড এর ঋণ সংক্রান্ত নথি বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডে এর লীড এ্যারেঞ্জেমেন্টে সিন্ডিকেশন ব্যবস্থার আওতায় রপ্তানিমুখী স্পিনিং মিল স্থাপনের লক্ষ্যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট ডিভিশন-১ এর মঞ্জুরিপত্র নং-আইসিডি-১/সিন্ডিকেশন/মঞ্জুরি/এএ নীটস্পিনিং/২৭/২০১৮; তারিখ: ২৭/১২/২০১৮ খ্রি. এর মাধ্যমে গ্রাহকের অনুকূলে ৬১১,৬২,০০,০০০ টাকা মেয়াদি ঋণ অনুমোদন প্রদান করা হয়। অগ্রণী ব্যাংকের অংশ হিসাবে ২৯৬,৬২,০০,০০০ টাকা (আইডিসিপিসহ) মঞ্জুরি প্রদান করা হয় এবং পরবর্তীতে তা বিতরণও প্রদান করা হয়েছে। কোম্পানি অ্যাফেয়ার্স এন্ড বোর্ড ডিভিশন এর স্মারক নং ৬৮২/১৯ এর মাধ্যমে মঞ্জুরিকৃত ঋণের বিপরীতে সুবিধাদি এবং শর্তাবলী উল্লেখ করা হয়। উক্ত স্মারকের শর্ত নং ৭ এ উল্লেখ ছিল "প্রকল্পে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সংযোগ ও গ্যাস সংযোগ প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের নামে হতে হবে"। কিন্তু ঋণ নথি ও ব্যাংক বিবরণী হতে দেখা যায়, অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠানের নামে গ্যাস সংযোগ না থাকলেও ঋণ সুবিধাদি দেওয়া হয়েছে।

উক্ত প্রকল্পটি স্থাপনের জন্য গ্রাহক একই এলাকায় অবস্থিত একই ধরনের কয়েকটি বন্ধ প্রকল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ঋণের আবেদন করেন। উক্ত যন্ত্রপাতি ক্রয়ের চুক্তিপত্র হতে দেখা যায় উক্ত প্রকল্প পরিচালকগণ চরম গ্যাস সংকটের কারণে এবং নতুন গ্যাস সংযোগ না পাওয়ায় তাদের প্রকল্প বন্ধ করে দেন এবং আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি বিক্রয় করেন। গ্যাস সংকটের উল্লিখিত বিষয়টি বিবেচনায় না নিয়ে অত্র ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের নামে ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগের অনুমোদন করা হয়।

অনিয়মের কারণঃ

কোম্পানি অ্যাফেয়ার্স এন্ড বোর্ড ডিভিশন এর স্মারক নং ৬৮২/১৯ এর শর্ত নং-৭ এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- প্রকল্পে গ্যাস সংযোগ প্রাপ্তি সময়সাপেক্ষ বিষয়। গ্যাস সংযোগের জন্য আবেদন করা হয়েছে এবং সংযোগ প্রাপ্তির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পটি তাদের পার্শ্ববর্তী সহযোগী প্রতিষ্ঠান হতে ইউটিলিটি সরবরাহের চুক্তিপত্রের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যবস্থা চলমান রয়েছে।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য ০৮/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব বরাবর AIR জারি করা হয়। মন্ত্রণালয়ের ২৭/০৫/২০২১ খ্রি. তারিখের জবাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে আপত্তি মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- চরম গ্যাস সংকট থাকা সত্ত্বেও প্রকল্পের সম্ভাব্যতা/ফিজিবিলিটি যাচাই না করে উক্ত ঋণটি অনুমোদন ব্যাংকের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। ঋণ অনুমোদনের সময় বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

নিবিড় তদারকীর মাধ্যমে নিয়মিত কিস্তি আদায় নিশ্চিতকরণ এবং ব্যর্থতায় দায়দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ১৭

শিরোনামঃ মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক ঋণের কিস্তি আদায় করতে না পারায় এবং নীতিমালা বহির্ভূতভাবে ব্যাক টু ব্যাক সুবিধা প্রদান করায় ফান্ডেড ও নন-ফান্ডেড ঋণের ২০৫,২৬,০০,০০০ (দুইশত পাঁচ কোটি ছাব্বিশ লক্ষ) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ কর্পোরেট শাখা, ঢাকার ২০১৭ ও ২০১৮ পঞ্জিকা বছরের ঋণ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক ঋণের কিস্তি আদায় করতে না পারায় এবং নীতিমালা বহির্ভূতভাবে ব্যাক টু ব্যাক সুবিধা প্রদান করায় ফান্ডেড ও নন-ফান্ডেড ঋণের ২০৫,২৬,০০,০০০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু এভিনিউ কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স রূপা নীটওয়্যার (প্রাঃ) লিমিটেড এর ঋণ সংক্রান্ত নথিপত্র বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মঞ্জুরিপত্র নং-বঙ্গবন্ধু এভিঃঅগ্রণী/বৈবা/০০৩২; ০৯/০১/২০১৮ খ্রি. তারিখে গ্রাহকের ৩টি ডিমান্ড লোন, ২টি প্যাকিং ক্রেডিট ও প্রকল্প ঋণ (বিএমআরই) ৬ মাস রেয়াতি সময়সহ ৫(পাঁচ) বছর মেয়াদে পুনঃতফসিল করা হয়। পরবর্তীতে মঞ্জুরিপত্র নং-বঙ্গবন্ধু এভিঃঅগ্রণী/বৈবা/০৮১৫; ৩১/১২/২০১৮ খ্রি. তারিখে উক্ত মেয়াদ ৮(আট) বছর করা হয় এবং অন্যান্য সকল শর্ত বহাল রাখা হয়।

শাখার ০৯/০১/২০১৮ খ্রি. তারিখের উপরোক্ত মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৫ এ উল্লেখ রয়েছে, গ্রাহকের ডিমান্ড লোন নং-(গ) এর মাসিক কিস্তির পরিমাণ ৯০.৭০ লক্ষ টাকা এবং ১ম কিস্তি আদায়ের তারিখ: ৩০/০৬/২০১৮ খ্রি.। কিন্তু ব্যাংক কর্তৃপক্ষ উক্ত শর্তানুযায়ী গ্রাহকের নিকট হতে ঋণের কিস্তি আদায় করতে পারেনি।

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এন্ড ফরেন কারেন্সি ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন এর নির্দেশ পরিপত্র/ আইটিএন্ডএফসিএমডি/১৪/২০১৪ তারিখঃ ১১/০৮/২০১৪ খ্রি. এর পৃষ্ঠা নং-৫, ক্রমিক নং-৩ এর (V1) মোতাবেক ব্যাক টু ব্যাক এলসি লিমিট সুবিধা প্রদানের সময় ১:১ অনুপাতে সহায়ক জামানত গ্রহণ করতে হবে। তবে যে সকল প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যাংকের সাথে রপ্তানি ব্যবসায় জড়িত আছে এবং যাদের হিসাবে কোন প্রকার ওভারডিউ দায় নেই শুধুমাত্র তাদের ক্ষেত্রে সহায়ক জামানত ১:১ অনুপাতে গ্রহণের বিষয়টি শিথিল করা যেতে পারে। কিন্তু গ্রাহকের ৩৬.৭১ কোটি টাকা ওভারডিউ দায় থাকা সত্ত্বেও ১:১ অনুপাতে সহায়ক জামানত না নিয়ে চুক্তিপত্র নং SC-RUPA/ TAKKO/02/2019 এর বিপরীতে ব্যাক টু ব্যাক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে, যা উক্ত নীতিমালা পরিপন্থি।

সর্বশেষ গ্রাহকের নামে ৪০ কোটি টাকা ব্যাক টু ব্যাক এলসি সুবিধা প্রদানের সময় উপরোক্ত সার্কুলার মোতাবেক গ্রাহকের নিকট হতে ঘাটতিকৃত সহজামানত গ্রহণ করা হয়নি।

এছাড়া, অগ্রণী ব্যাংকের অর্পিত ক্ষমতা-২০১৭ (ব্যবসায়িক ক্ষমতা) এর বৈদেশিক বিনিময় বাণিজ্য ঋণের অর্পিত ক্ষমতার তফসিল ৪ এর নোটে (পৃষ্ঠা নং ০৫) উল্লেখ রয়েছে নিশ্চিত চুক্তিপত্রের বিপরীতে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনে গ্রাহকের সকল হিসাব নিয়মিত থাকা সাপেক্ষে বিদেশী খ্যাতনামা ক্রেতার চুক্তিপত্র ও ক্রয় আদেশের বিপরীতে এলসি স্থাপন করা যাবে। তবে ব্যাক টু ব্যাক এলসির সীমা কভার করে সহায়ক জামানত ১:১ অনুপাতে নিতে হবে। কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে গ্রাহককে চুক্তিপত্র নং-SC-RUPA/ TAKKO/02/2019 এর বিপরীত ব্যাক টু ব্যাক সুবিধা প্রদান করা হয়। চুক্তিপত্রের মূল্য ১৫,৩১,৫০০ মার্কিন ডলার এর বিপরীতে ৭,১৫৯৭৬ মার্কিন ডলার বা ৬.০৮ কোটি টাকার ব্যাক টু ব্যাক সুবিধা প্রদান করা হলেও উপরোক্ত নীতিমালানুযায়ী কোন জামানত গ্রহণ করা হয়নি। ফলে ঋণে জামানত ঘাটতি বৃদ্ধি পায়।

গ্রাহকের নামে উক্ত ব্যাক টু ব্যাক এলসি সুবিধা প্রদানের সময় দায় অপেক্ষা জামানত ঘাটতি ছিল (১৯৭.২০-১৪৪.৮৭) টাকা বা ৫২.৩৩ কোটি টাকা। উক্ত সুবিধা প্রদানে জামানত ঘাটতি দাঁড়ায় (৫২.৩৩+৬.০৮) টাকা বা ৫৮.৪১ কোটি টাকা। উপরোল্লিখিত অনিয়মসমূহের কারণে ব্যাংকের মোট অনাদায়ি ২০৫,২৬,০০,০০০ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "১৫")।

অনিয়মের কারণ:

- মঞ্জুরিপত্র নং-বঙ্গবন্ধু এভিঃঅগ্রণী/বৈবা/০০৩২; তারিখ: ০৯/০১/২০১৮ খ্রি. শর্ত নং-০৫ এর লঙ্ঘন ।
- অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর এর নির্দেশ পরিপত্র/আইটিএন্ডএফসিএমডি/১৪/২০১৪ তারিখঃ ১১/০৮/২০১৪ খ্রি. এর পৃষ্ঠা নং-৫, ক্রমিক নং-৩ এর (V1) এর লঙ্ঘন ।
- অগ্রণী ব্যাংকের অর্পিত ক্ষমতা-২০১৭ (ব্যবসায়িক ক্ষমতা) এর বৈদেশিক বিনিময় বাণিজ্য ঋণের অর্পিত ক্ষমতার তফসিল ৪ এর নোট (পৃষ্ঠা নং ০৫) এর লঙ্ঘন ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- শর্তানুযায়ী ১ম কিস্তি যথাসময়ে পরিশোধ করতে না পারলেও পরবর্তীতে উক্ত কিস্তির সমপরিমাণ অর্থ গ্রাহকের নিকট হতে আদায় করা হয়েছে। ঋণটি বর্তমানে নিয়মিত। গ্রাহকের হিসাবে মেয়াদোত্তীর্ণ দায় থাকায় বিদ্যমান জামানত বহাল রেখে প্রধান কার্যালয়ের কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যাক টু ব্যাক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। গ্রাহক কর্তৃক প্রস্তাবিত ৪৩ শতাংশ নতুন জমি সহায়ক জামানত হিসাবে বন্ধকীর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য ০৮/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব বরাবর AIR জারি করা হয়। মন্ত্রণালয়ের ২৭/০৫/২০২১ খ্রি. তারিখের জবাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সকল প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনাদায়ি টাকা আদায়/সমন্বয় করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- বিধি মোতাবেক মেয়াদোত্তীর্ণ দায় থাকা অবস্থায় চুক্তিপত্রের বিপরীতে এলসি সুবিধা প্রদানের কোন সুযোগ নেই এবং এলসি সুবিধা প্রদানের সময় জামানত ঘাটতি থাকলে তা গ্রহণ করতে হবে। আলোচ্যক্ষেত্রে এলসি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে এবং জামানত গ্রহণ করা হয়নি। কিস্তি আদায়ের জবাবের প্রেক্ষিতে কোন প্রমাণক সংযুক্ত করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

অনিয়মের বিষয়ে দায়দায়িত্ব নির্ধারণের মাধ্যমে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গ্রাহকের নিকট হতে টাকা আদায় করা আবশ্যক।

তারিখ: ১৫.১.১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২৮.৪.২০২২ খ্রিস্টাব্দ

মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর,
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

আবুল কালাম আজাদ
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
অডিট কমপ্লেক্স
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

দ্বিতীয় অংশ

পরিশিষ্টসমূহ

<u>পরিশিষ্ট নং-০১</u>
অনুচ্ছেদ নং-০১

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান শাখা, ঢাকা।
নিরীক্ষা সালঃ ২০১৭ ও ২০১৮

শিরোনামঃ ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এবং ঋণ মঞ্জুরির শর্ত লঙ্ঘন করে খেলাপি গ্রহীতাকে ঋণ বিতরণে অনাদায়ি ৮১,৫৫,২৩,৬৫৩ (একাশি কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ তেইশ হাজার ছয়শত তিপ্পান্ন) টাকা ।

প্রতিষ্ঠানের নামঃ এইচ এইচ টেক্সটাইল মিলস্ লিমিটেড।

গ্রাহকের নিকট ০২/০১/২০২০ খ্রি. তারিখে অনাদায়ি ঋণের বিবরণঃ

ঋণের বিবরণ	মঞ্জুরি/নবায়নের তারিখ	মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ	আসল টাকার পরিমাণ	অনাদায়ি সুদ	মোট অনাদায়ি
সিসি (হাইপোঃ)	১৪/০৮/২০১৮	৩০/০৬/২০১৯	৮০,০০,০০,০০০	১,৫৫,২৩,৬৫৩	৮১,৫৫,২৩,৬৫৩

(কথায়ঃ একাশি কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ তেইশ হাজার ছয়শত তিপ্পান্ন টাকা।)

বিঃ দ্রঃ

ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১, ধারা ২৭কক(৩) মোতাবেক খেলাপি ঋণ গ্রহীতাকে কোন ঋণ সুবিধা প্রদান করা যাবে না। এক্ষেত্রে সিআইবি রিপোর্ট হতে দেখা যায়, গ্রাহকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান আফাজ টেক্সটাইল এন্ড কম্পোজিট মিলস লিমিটেড এর ১০(দশ) কোটি টাকা ঋণ সীমার সিসি (হাইপোঃ) ঋণ ৩০/০৬/২০১৮ খ্রি. তারিখ হতে খেলাপি/মন্দ ঋণ হিসেবে চিহ্নিত। আরো উল্লেখ্য যে, সিআইবি রিপোর্ট হতে দেখা যায়, খেলাপি থাকা অবস্থায় ৩১/০৭/২০১৮ খ্রি. তারিখের সমপরিমাণ মেয়াদোত্তীর্ণ দায় নিয়ে ৩১/০৮/২০১৮ খ্রি. তারিখে উক্ত ঋণটিকে এসএস মানে শ্রেণিকৃত দেখানো হয়েছে, যা বাস্তবে কোন ভাবেই সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে প্রতীয়মান হয় যে, গ্রাহককে ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য এবং খেলাপি তালিকা হতে বাদ দেওয়ার নিমিত্ত সিআইবি রিপোর্টে সঠিক তথ্য প্রদান করা হয়নি।

ঋণের বিপরীতে প্রস্তাবিত জামানতের (বন্ধকীতব্য জমির মূল দলিলে প্রদর্শিত) মোট মূল্য ১.৩৭ কোটি টাকা। ১৪/০৩/২০১৮ খ্রি. তারিখের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উক্ত জমির তাৎক্ষণিক বিক্রয়মূল্য দেখানো হয়েছে ৬৩.৮৩ কোটি টাকা, যা মূল দলিলে প্রদর্শিত মোট মূল্য অপেক্ষা ৪৭ গুণ বেশি। এতে প্রমাণিত হয় যে, জামানত অতিমূল্যায়ন করা হয়েছে। জমি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মৌজারেট বিবেচনা করা হয়নি। অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশ পরিপত্র নং সিপিসিআরএমডি/৯৬; তারিখঃ ১৩/০৮/২০১৭ খ্রি. এর ১ম অংশের অনুচ্ছেদ ১০ অনুযায়ী ঋণের বিপরীতে দায়বদ্ধকরণের জন্য প্রস্তাবিত সম্পত্তির বাজার মূল্য, মৌজা মূল্য ও বাধ্যতামূলক বিক্রয়মূল্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাইয়ের নির্দেশনা থাকলেও এক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি।

প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশ পরিপত্র নং আইন/৮০; তারিখঃ ০১/০৭/২০০৩ খ্রি. অনুযায়ী সম্পত্তির সঠিকতার বিষয়ে ১২ বছরের তল্লাশিসহ সাব রেজিস্টার অফিস হতে নির্দায় সনদপত্র গ্রহণের নির্দেশনা থাকলেও এক্ষেত্রে মাত্র ০৬ বছরের তল্লাশির প্রেক্ষিতে নির্দায় সনদপত্র গ্রহণ করা হয়েছে।

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান শাখা, ঢাকা।
নিরীক্ষা সাল: ২০১৭ ও ২০১৮

শিরোনাম: সার্কুলার পরিপন্থিভাবে পুনঃতফসিলকরণের পর শর্ত মোতাবেক কিস্তি আদায় না হওয়ায় ঋণের ২২৪,৯৭,৪৭,০৩০ (দুইশত চব্বিশ কোটি সাতানব্বই লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার ত্রিশ) টাকা অনাদায়ি।

০১ প্রতিষ্ঠানের নাম — সাহাবা ইয়ার্ণ লিমিটেড
০২ ব্যবস্থাপনা পরিচালক — প্রকৌশলী মীর মোবাশ্বের আলী
০৩ ঠিকানা- — অফিস-বাড়ী নং-৪৬, রোড নং-৭, সেক্টর-১২, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।
কারখানা-বি, কে, বাড়ী, থানা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
০৪ ঋণের প্রকৃতি — প্রকল্প, বিএমআরই, শর্ট টার্ম লোন
০৫ প্রকল্পের ধরন — টেক্সটাইল কম্পোজিট শিল্প কারখানা

৩১/১২/২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত আদায় ও দায়দেনার বিবরণ

নং	ঋণের বিবরণ	ঋণ সীমা (কোটি টাকায়)	বিতরণ (কোটি টাকায়)	ঋণ মঞ্জুরির তারিখ	সর্বশেষ পুনঃতফসিল অনুযায়ী মেয়াদ	আদায়যোগ্য (কোটি টাকায়)	মোট দায় (কোটি টাকায়)	আদায় (কোটি টাকায়)	৩১/১২/১৮ তারিখের লেজার স্থিতি	৩১/১২/১৯ তারিখের লেজার স্থিতি (টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১	প্রকল্প ঋণ	১৬.৫০	১৬.৫০	২৩/১০/১০	৩০/০৯/২৭	৩.১৮	৩২.২৪	০.২৯	৩১.৫২	৩০,৬৩,৭৬,৪৪৮
০২	বিএমআরই-১	১২.৫০	১২.৪৬	০৭/০৯/১১	০৯/১০/২৫	২.৯৭	২১.৭৭	০.০৪	২১.২৮	২৩,৭২,০১,৮৬৭
০৩	বিএমআরই-২	৯৭.০০	৯৬.৮৬	০৫/০২/১৪	০৪/০২/২৭	১৭.২৩	১৫৩.৬৮	-	১৫০.২২	১৬৮,১৮,৭২,৯৫২
০৬	শর্ট টার্ম লোন	৩.০০	৩.০০							২,৪২,৯৫,৭৬৩
						সর্বমোট=		০.৩৩	২০৩.০২	২২৪,৯৭,৪৭,০৩০

(কথায়: দুইশত চব্বিশ কোটি সাতানব্বই লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার ত্রিশ টাকা।)

বি:দ্র:-০১

জামানতের বিবরণ:

গ্রাহকের সিসি(হাঃ) ঋণের নোট পাতা-১০৮ হতে দেখা যায় ভূমি ৫৩৮.০০ শতক = ২৮.৬৩ কোটি, ভবন=৫১.০৩ কোটি, যন্ত্রপাতি= ২৮০.৭৯ কোটি, সর্বমোট = ৩৫৫.৯৫ কোটি টাকা জামানত মূল্য দেখানো হয়েছে। জামানত ঘাটতি দেখানো হয়েছে-৪৬.৭২ কোটি টাকা ।

কিন্তু গ্রাহকের ৩১/১২/২০১৮ খ্রি. তারিখের Statement of Financial Position হতে দেখা যায় গ্রাহকের যন্ত্রপাতি মূল্যায়ন করা হয়েছে (Factory Equipment-2,65,35,431+Plant & Machinery-133,93,39,596+Local Machinery 9,21,41,981+Generator-1,45,33,351) বা 147,25,50,359 এবং অবচয় বাদ দিয়ে উহার মূল্য দেখানো হয়েছে মাত্র ১১৩,৬৫,০২,৭৯২ টাকা। যা ব্যাংক কর্তৃক দেখানো মূল্য হতে (২৮০.৭৯-১১৩.৬৫) বা ১৬৭.১৪ কোটি টাকা কম। এছাড়াও ভূমি এবং ভূমি উন্নয়ন খাতে ব্যাংকের মূল্য হতে কম দেখানো হয়েছে ১০.৮৮ কোটি টাকা । ব্যাংক কর্তৃক জামানত ঘাটতি দেখানো হয়েছে ৪৬.৭২ কোটি টাকা। বাস্তবে ঘাটতি রয়েছে (৪৬.৭২+১৬৭.১৪ +১০.৮৮) বা ২২৪.৭৬ কোটি টাকা ।

গ্রাহক ও এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মোট দায় ৩১/১২/২০১৯ খ্রি. মোতাবেক {(প্রজেক্ট-২২৪,৯৭,৪৭,০৩০ + সিসি (হাঃ) ৬৯,৭২,৮৮,৪৫৭ + ডিমান্ড ও পিসি ২৫,৩১,৮৬,৩৫২)} বা ৩২০,০২,২১,৮৩৯ টাকা ।

বি:দ্র:-০২

(ক) ২১/০৩/২০১৮ খ্রি. তারিখের মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৩. মূল বিএমআরই-২ ঋণের প্রতিটি ত্রৈমাসিক কিস্তির পরিমাণ ৬,৪২,৮৬,৫৬৬ টাকা করে ১ম কিস্তি ১৫/০৫/২০১৮ খ্রি. তারিখ হতে আদায় করে ৩৬টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধের শর্ত দেয়া হয়। সে হিসাবে ৩১/১২/২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত গ্রাহকের নিকট হতে আদায়যোগ্য কিস্তি ৭টি এবং টাকার পরিমাণ (৬,৪২,৮৬,৫৬৬ × ৭) বা ৪৫,০০,০৫,৯৬২ টাকা। গ্রাহকের নিকট হতে উক্ত সময় পর্যন্ত কোন টাকাই আদায় হয়নি। বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৫ তারিখ: ২৩/০৯/২০১২ খ্রি. মোতাবেক গ্রাহকের নিকট হতে ডাউনপেমেন্ট আদায় করা হয়নি। অথচ উক্ত সার্কুলার মোতাবেক ডাউনপেমেন্টের টাকা নগদে আদায় পূর্বক পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদানের জন্য নথি উপস্থাপন করতে হবে, আলোচ্যক্ষেত্রে তা নেয়া হয়নি। পর্ষদের স্মারক নং-১৯০১/১৮ তারিখ: ২৬/১২/২০১৮ খ্রি. এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করা হলে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন শর্তে তা মঞ্জুরি প্রদান করে। পুনরায় সময়ক্ষেপণের জন্য উক্ত শর্ত গ্রাহক পুনঃবিবেচনার জন্য আবেদন করে ও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তা বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করে। এখানে উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বেও একাধিকবার বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন সাপেক্ষে বিভিন্ন প্রকার সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু গ্রাহক উহা পরিপালনে বার বার ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ অনৈতিকভাবে পুনঃসুবিধা প্রদানের জন্য পুনরায় অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়। যা মূলতঃ খেলাপি গ্রাহককে শ্রেণিকৃত হতে বিরত রাখার জন্যেই অবলম্বন করা হচ্ছে, অর্থাৎ শ্রেণিকৃতযোগ্য ঋণটিকে শ্রেণিকৃত না করে উক্ত কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে।

(খ) গ্রাহকের বিপুল পরিমাণ জামানত ঘাটতি এবং লেনদেন সন্তোষজনক না হওয়া সত্ত্বেও মঞ্জুরিপত্র নং-প্রশা/ঋণ/সিসি/সাহাবা এসটিএল/৩৫/ ১৯ তারিখ: ২৮/০৫/২০১৯ খ্রি. এর মাধ্যমে গ্রাহকের নামে নতুন করে ৩ কোটি টাকা শর্টটার্ম ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে। মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১.(ক) এর (৪) মোতাবেক উক্ত ঋণটি ২৭/১১/২০১৯ খ্রি. তারিখে সমন্বয় হওয়ার শর্ত থাকলেও ৩১/১২/২০১৯ খ্রি. তারিখে উহার দায় রয়েছে ২,৪২,৯৫,৭৬৩ টাকা। এখানেও গ্রাহকের নিকট হতে ঋণ আদায়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়েছে। শর্ত নং ২.(খ) মোতাবেক ঋণটি শর্ত মোতাবেক পরিশোধে ব্যর্থ হলে পুনঃতফসিল সুবিধা বাতিল হবে। কিন্তু এখনো তা বাস্তবায় করা হয়নি। যা ব্যাংক কর্তৃপক্ষের খেলাপি গ্রাহককে সময়ক্ষেপণের জন্য সহযোগিতার সামিল।

(গ) প্রকল্পটি দীর্ঘদিন পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হলেও মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক ঋণের কিস্তি আদায় করতে না পারলেও গ্রাহককে আইনের আওতায় না এনে ঋণটি নিয়মিত রাখার জন্য বার বার পুনঃবিন্যাস করে সময়ক্ষেপণের মাধ্যমে গ্রাহকের ঋণটি আদায় দীর্ঘায়িত করা হচ্ছে এবং পুনঃবিন্যাসের নামে গ্রাহককে ডাউনপেমেন্ট হতে অব্যাহতি প্রদান করা হচ্ছে ও ঋণটি নিয়মিত রাখা হচ্ছে। বার বার একাধিক ঋণ মঞ্জুরির মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে দায় বৃদ্ধি ও পুনঃবিন্যাসের মাধ্যমে শ্রেণিকৃত হতে রক্ষা করে ব্যাংকের বিপুল পরিমাণ অর্থ ঝুঁকির মাধ্যমে রাখা হয়েছে।

(ঘ) পর্ষদের স্মারক নং-৯৭৯/২০১০ খ্রি. তারিখ: ৬/৯/২০১০ খ্রি. এর মাধ্যমে গ্রাহককে ৪.০৬ কোটি টাকা সুদ মওকুফকরতঃ অবশিষ্ট দায় ১৬.৫০ কোটি টাকা নির্ধারণপূর্বক ঋণ হিসাবটি ১ম বার পুনঃতফসিল করে নতুন মালিকানাসহ ঋণ সুবিধা অনুমোদন করে এবং পরবর্তীতে মঞ্জুরিপত্র নং-প্রশা/ঋণ/প্রকল্প/সাহাবা ইয়ার্ণ/১৬৪/২০১১ তারিখ: ০৭/০৯/২০১১ খ্রি. এর মাধ্যমে বিএমআরইকরণের জন্য ৭ বছর মেয়াদে ১৩.৫০ কোটি {(মেয়াদি ১১.৫০+সিসি (হাঃ) ২ কোটি)}, এলটিআর ২ কোটিসহ মোট ১৫.৫০ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয়, যা ২৪/০৫/২০১২ খ্রি. তারিখে মেয়াদি ঋণ ১ কোটি টাকা বৃদ্ধিসহ ১০ কোটি টাকার এলসি লিমিটসহ মোট ২৬.৫০ কোটি টাকায় উন্নীতকরণ করে অনুমোদন প্রদান করা হয়। গ্রাহকের নিকট হতে শর্ত মোতাবেক কিস্তির টাকা আদায় করতে না পারলেও এবং গ্রাহকের সামর্থ বিবেচনা না করেই পর্ষদের স্মারক নং-৫১/১৪ এর মাধ্যমে প্রকল্পের অনুকূলে ১০ (দশ) বছর মেয়াদে আরো ৯৭ কোটি টাকা ২য় বিএমআরই ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। ফলে গ্রাহকের প্রকল্প ঋণের পরিমাণ মাত্র ৩ (তিন) বছরে প্রায় ১২৬ কোটিতে বৃদ্ধি পায়, যা প্রথম প্রকল্প ঋণের প্রায় ৭.৬৩ গুণেরও বেশি।

(ঙ) পর্ষদের স্মারক নং-১৮/২০১৩, তারিখ: ০২/০১/২০১৩ খ্রি. এর মাধ্যমে ঋণের মেয়াদ অবপরিবর্তিত রেখে মূল প্রকল্প ঋণ ২য় বার পুনঃবিন্যাস ও বিএমআরই ঋণ ১ম বার পুনঃবিন্যাস করা হয়। পরবর্তীতে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের ৩০/১২/২০১৩ খ্রি. তারিখে মূল প্রকল্প ঋণ ৩য় বার ও ১ম বিএমআরই ঋণ ২য় বার পুনঃবিন্যাস করা হয়। ব্যাংক নীতিমালায় না থাকা সত্ত্বেও একাধিকবার কিস্তি পুনঃবিন্যাসের নামে গ্রাহককে মূলত শ্রেণিকরণ থেকে বিরত রাখার কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। অর্থাৎ ঋণটি শ্রেণিকরণযোগ্য হলেও তাকে শ্রেণি করণ করা হয়নি। যা ব্যাংক নীতিমালা পরিপন্থি। বিআরপিডি সার্কুলার ১৫ তারিখ: ২৩/০৯/২০১২ খ্রি. মোতাবেক কোন লোন নিয়মিত লেনদেন করলে এবং নিয়মিত থাকলেই কেবলমাত্র পুনঃবিন্যাস করা যাবে। কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে ঋণটির লেনদেন নিয়মিত না থাকা সত্ত্বেও একাধিকবার পুনঃবিন্যাস করা হয়েছে, যা উক্ত নীতিমালার পরিপন্থি।

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান শাখা, ঢাকা।
নিরীক্ষা সাল: ২০১৭ ও ২০১৮

শিরোনাম: মঞ্জুরির শর্ত পরিপালন না করে সিসি (হাইপোঃ) ঋণ বিতরণ এবং শর্ত মোতাবেক কিস্তি আদায় না হওয়ায় অনাদায়ি ৬৯,৭২,৮৮,৪৫৭ (উনসত্তর কোটি বাহাত্তর লক্ষ আটাশি হাজার চারশত সাতান্ন) টাকা।

০১	প্রতিষ্ঠানের নাম	সাহাবা ইয়ার্ণ লিমিটেড
০২	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	প্রকৌশলী মীর মোবাশ্বের আলী
০৩	ঠিকানা-	অফিস-বাড়ী নং-৪৬, রোড নং-৭, সেক্টর-১২, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০। কারখানা-বি, কে, বাড়ী, থানা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
০৪	ঋণের প্রকৃতি	সিসি(হাঃ), সিসি (ব্লক) ও শর্টটার্ম ঋণ।
০৫	প্রকল্পের ধরন	টেক্সটাইল কম্পোজিট শিল্প কারখানা

৩১/১২/২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত আদায় ও দায়দেনার বিবরণ										
নং	ঋণের বিবরণ	ঋণ সীমা (কোটি টাকায়)	বিতরণ (কোটি টাকায়)	ঋণ মঞ্জুরির তারিখ	সর্বশেষ পুনঃতফসিল অনুযায়ী মেয়াদ	আদায়যোগ্য (কোটি টাকায়)	মোট দায় (কোটি টাকায়)	আদায় (কোটি টাকায়)	৩১/১২/১৮ তারিখের লেজার স্থিতি (কোটি টাকায়)	৩১/১২/১৯ তারিখের লেজার স্থিতি (টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১	সিসি(হাঃ)	৫৫.০০	৫৫.০০	২৩/০৪/১৮	১৮/১০/১৮	৬১.৬৫	৬৩.১৯	-	৬০.২৬	৬৩,৫৮,৭৫,৯৭৭
০২	সিসি (হাঃ) ব্লক	৬.০০	৬.০০	২৩/০৪/১৮	৩০/১১/১৮	৬.২৯	৬.২৭	-	৬.২৭	৬,১৪,১২,৪৮০
							সর্বমোট=	**-**	**৬৬.৫৩**	**৬৯,৭২,৮৮,৪৫৭**

(কথায়: উনসত্তর কোটি বাহাত্তর লক্ষ আটাশি হাজার চারশত সাতান্ন টাকা।)

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান শাখা, ঢাকা।
নিরীক্ষা সালঃ ২০১৭ ও ২০১৮

শিরোনামঃ ব্যাংক কোম্পানি আইন লঙ্ঘন করে ব্যাক টু ব্যাক সুবিধা প্রদান এবং যাচাই ব্যতীত গৃহীত রপ্তানি ঋণপত্রের বিপরীতে মালামাল রপ্তানি ব্যর্থতায় ২৫,৩১,৮৬,৩৫২ (পঁচিশ কোটি একত্রিশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার তিনশত বায়ান্ন) টাকা অনাদায়ি।

০১	প্রতিষ্ঠানের নাম	সাহাবা ইয়ার্ণ লিমিটেড ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান হরাইজন ফ্যাশন ওয়্যার লিমিটেড
০২	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	প্রকৌশলী মীর মোবাশ্বের আলী
০৩	ঠিকানা-	অফিস-বাড়ী নং-৪৬, রোড নং-৭, সেক্টর-১২, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০। কারখানা-বি, কে, বাড়ী, থানা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
০৪	ঋণের প্রকৃতি	ডিমান্ড লোন ও প্যাকিং ক্রেডিট
০৫	প্রকল্পের ধরন	টেক্সটাইল কম্পোজিট শিল্প কারখানা

(ক) সাহাবা ইয়ার্ণ লিমিটেড এর ৩১/১২/২০১৯ এর ডিমান্ড লোনের লেজার স্থিতিঃ

নং	ঋণের বিবরণ	ঋণ নং	সৃষ্টির/ বিতরণের তারিখ	মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ	ঋণের পরিমাণ/ বিতরণ (টাকায়)	৩১/১২/১৯ তারিখের লেজার স্থিতি (টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	১১
০১	ডিমান্ড লোন	১০/১৮	২২/০৫/১৮	২২/০৫/১৮	২,৩৭,৪৪,৮৮১	১,৯৭,৪৪,২৭১
০২	ডিমান্ড লোন	১৩/১৮	২৪/০৫/১৮	২৪/০৫/১৮	২৩,৫৫,১১৯	২৫,৩৮,৫৭১
০৩	ডিমান্ড লোন	০১/১৯	০৩/০১/১৯	০৩/০১/১৯	২,১৮,৬৬,০০০	২,১৭,৪১,১৪৫
০৪	ডিমান্ড লোন	০৮/১৯	০৭/০৪/১৯	০৭/০৪/১৯	২,৪১,৮২,৫০০	২,৫৮,৪৫,৪৭৭
০৫	ডিমান্ড লোন	১৮/১৯	১৫/০৯/১৯	১৫/০৯/১৯	২,৫৩,৯৭,৪৪২	২,৪৫,৬৬,৫১০
০৬	ডিমান্ড লোন	২৪/১৯	০২/১২/১৯	০২/১২/১৯	৩,৪৮,৬৮,৭০০	৩,৫১,৩০,২১৭
					মোট=	১২,৯৫,৬৬,১৯১

(খ) হরাইজন ফ্যাশন ওয়্যার লিমিটেড এর ৩১/১২/২০১৯ খ্রি. তারিখ ভিত্তিক পিসি ও ডিমান্ড লোনের লেজার স্থিতিঃ

নং	ঋণের বিবরণ	ঋণ নং	সৃষ্টির/ বিতরণের তারিখ	মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ	ঋণের পরিমাণ/ বিতরণ (টাকায়)	৩১/১২/১৯ তারিখের লেজার স্থিতি (টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	১১
০১	ডিমান্ড লোন	০৩/১৮	২২/০৩/১৮	২২/০৩/১৮	৫,০২,৯৯,৪৪৮	১,৭১,৭৫,২০৪
০২	ডিমান্ড লোন	১৯/১৮	২৯/০৮/১৮	২৯/০৮/১৮	৩,৮২,৬৩,৮৬৩	৪,১২,৫৫,৪৪৬
০৩	ডিমান্ড লোন	২৭/১৮	১০/১২/১৮	১০/১২/১৮	৬,৪৮,৩২,৯২৯	৬,৫১,৮৯,৫১১
					মোট=	১২,৩৬,২০,১৬১

সর্বমোট-(১২,৯৫,৬৬,১৯১+১২,৩৬,২০,১৬১)=২৫,৩১,৮৬,৩৫২ টাকা।

(কথায়: পঁচিশ কোটি একত্রিশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার তিনশত বায়ান্ন টাকা।)

বি:দ্র:-০১

জামানতের বিবরণ:

গ্রাহকের সিসি(হাঃ) ঋণের নোট পাতা ১০৮ হতে দেখা যায় ভূমি ৫৩৮ শতক= ২৮.৬৩ কোটি; ভবন=৫১.০৩ কোটি; যন্ত্রপাতি=২৮০.৭৯ কোটি; সর্বমোট =৩৫৫.৯৫ কোটি টাকা জামানত মূল্য দেখানো হয়েছে। জামানত ঘাটতি দেখানো হয়েছে-৪৬.৭২ কোটি টাকা।

কিন্তু গ্রাহকের ৩১/১২/২০১৮খ্রি. তারিখের Statement of Financial Position হতে দেখা যায় গ্রাহকের যন্ত্রপাতি মূল্যায়ন করা হয়েছে (Factory Equipment 2,65,35,431+ Plant & Machinery 133,93,39,596 + Local Machinery 9,21,41,981 +Generator 1,45,33,351) বা 147,25,50,359 এবং অবচয় বাদ দিয়ে উহার মূল্য দেখানো হয়েছে মাত্র ১১৩,৬৫,০২,৭৯২ টাকা। যা ব্যাংক কর্তৃক দেখানো মূল্য হতে (২৮০.৭৯-১১৩.৬৫) বা ১৬৭.১৪ কোটি টাকা কম। এছাড়াও ভূমি এবং ভূমি উন্নয়ন খাতে ব্যাংকের মূল্য হতে কম দেখানো হয়েছে ১০.৮৮ কোটি টাকা।

ব্যাংক কর্তৃক জামানত ঘাটতি দেখানো হয়েছে ৪৬.৭২ কোটি টাকা। বাস্তবে ঘাটতি রয়েছে (৪৬.৭২+১৬৭.১৪ +১০.৮৮) বা ২২৪.৭৬ কোটি টাকা।

গ্রাহক ও এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মোট দায় ৩১/১২/২০১৯ খ্রি. মোতাবেক {(প্রজেক্ট-২২৪,৯৭,৪৭,০৩০ + সিসি(হাঃ) ৬৯,৭২,৮৮,৪৫৭ + ডিমান্ড ও পিসি ২৫,৩১,৮৬,৩৫২)} বা ৩২০,০২,২১,৮৩৯ টাকা।

বি:দ্র:-০২

গ্রাহকের তারিখ: ২১/০৩/২০১৮ এর মাধ্যমে প্রকল্পের সকল মেয়াদি ঋণ পুনঃতফসিল করা হয়। উক্ত মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৩. মূল বিএমআরই-২ ঋণের প্রতিটি ত্রৈমাসিক কিস্তির পরিমাণ ৬,৪২,৮৬,৫৬৬ টাকা করে ১ম কিস্তি ১৫/০৫/২০১৮ খ্রি. তারিখ হতে আদায় করে ৩৬টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধের শর্ত দেয়া হয়। সে হিসাবে ৩১/০৮/২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত গ্রাহকের নিকট হতে আদায়যোগ্য কিস্তি ৬টি এবং টাকার পরিমাণ (৬,৪২,৮৬,৫৬৬ × ৬) বা ৩৮,৫৭,১৯,৩৯৬ টাকা।

পরিশিষ্ট নং- ০৫
অনুচ্ছেদ নং- ০৬

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান শাখা, ঢাকা।
নিরীক্ষা সালঃ ২০১৭ ও ২০১৮

শিরোনাম: পর্যাপ্ত জামানত না থাকা সত্ত্বেও ঋণ প্রদান করায় ২৩৪,৭০,০০,০০০ (দুইশত চৌত্রিশ কোটি সত্তর লক্ষ) টাকা অনাদায়ি।

পরিশিষ্ট- ০৫.০১
অনুচ্ছেদ নং- ০৬

বিষয়: প্রোফর্মা ইনভয়েস এবং আমদানি অনুমতি পত্র গ্রহণ করার পূর্বে অনিয়মিতভাবে এলসি'র খোলার অনুমোদন সংক্রান্ত বিবরণী:

ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নাম	এলসি'র নং ও পরিমাণ (মাঃডঃ)	এলসি'র খোলার অনুমোদনের তারিখ	প্রোফরমা ইনভয়েস ইস্যু তারিখ	আমদানি অনুমতি পত্র ইস্যু তারিখ	মন্তব্য
মারহাবা স্পিনিং মিলস লিমিটেড	০০০১/১৪/০২/০১৮৬ মাঃডঃ ৪৪০৯২০.০০	১১/১১/২০১৪	১৬/১১/২০১৪	২০/১১/২০১৪	
	০০০১/১৪/০২/০১৯৩ মাঃডঃ ৪৪০৯২০.০০	১১/১১/২০১৪	১৬/১১/২০১৪	২০/১১/২০১৪	
	০০০১/১৪/০২/০১৮৫ মাঃডঃ ৪৪০৯২০.০০	১১/১১/২০১৪	১৬/১১/২০১৪	২০/১১/২০১৪	
	০০০১/১৪/০২/০১৯৫ মাঃডঃ ৪৪০৯২০.০০	১১/১১/২০১৪	১৫/১১/২০১৪	১৭/১২/২০১৪	
	০০০১/১৪/০২/০১৯৪ মাঃডঃ ৪৪০৯২০.০০	১১/১১/২০১৪	১৫/১২/২০১৪	১৭/১২/২০১৪	
	০০০০০০০১১৫০২০০৭৬ মাঃডঃ ৫০২৬৪৮.৮০	০৯/০৪/২০১৫	০৩/০৪/২০১৫	১৩/০৪/২০১৫	
	০০০০০০০১১৫০২০০৯৪ মাঃডঃ ৫০২৬৪৮.৮০	১৬/০৪/২০১৫	১৮/০৪/২০১৫	০৬/০৫/২০১৫	
	০০০০০০০১১৫০২০০৯৩ মাঃডঃ ৫০২৬৪৮.৮০	১৬/০৪/২০১৫	১৮/০৪/২০১৫	২০/০৪/২০১৫	
	০০০০০০০১১৫০২০০৯২ মাঃডঃ ৫০২৬৪৮.৮০	১৬/০৪/২০১৫	১৮/০৪/২০১৫	২০/০৪/২০১৫	

পরিশিষ্ট- ০৫.০২
অনুচ্ছেদ নং- ০৬

বিষয়: মেয়াদোত্তীর্ণ আইআফবিসি দায় থাকা অবস্থায় এলসি'র খোলার অনুমোদন সংক্রান্ত বিবরণীঃ

ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নাম	এলসি'র নং	আইআফবিসি	মাঃডঃ	দেয় তারিখ	মন্তব্য
মারহাবা স্পিনিং মিলস লিঃ	০০০১/১৪/০২/০১৮৫	৪০৪/১৪	২৭৪০৫৯.৩৩	২৭/০৫/২০১৫	
	০০০১/১৪/০২/০১৮৫	৪০৫/১৪	১৫৬৬১৪.৭৮	২৯/০৫/২০১৫	
	০০০১/১৪/০২/০১৮৬	৪০৬/১৪	১৬৪৭৬২.৯৮	২৯/০৫/২০১৫	
	০০০১/১৪/০২/০১৮৭	৩৯৪/১৪	১৬৩৫০৬.৯২	২৮/০৫/২০১৫	
	০০০১/১৪/০২/০১৮৭	৩৯৫/১৪	২৭০৬০০.৬০	২৯/০৫/২০১৫	
	০০০১/১৪/০২/০১৯৩	০১৮/১৫	১০৯২৫৩.৩৬	১২/০৬/২০১৫	
	০০০১/১৪/০২/০১৯৩	০১৯/১৫	৩৩১৫৯৪.৪৩	১২/০৬/২০১৫	
	০০০১/১৪/০২/০১৯৫	০১৬/১৫	১৯০৮৭৪.৪২	২১/০৬/২০১৫	
	০০০১/১৪/০২/০১৯৫	০১৭/১৫	২৪৭৩৭৯.০৮	২১/০৬/২০১৫	
		সর্বমোট	১৯০৮৬৪৫.৯০		

পরিশিষ্ট- ০৫.০৩

অনুচ্ছেদ নং- ০৬

বিষয়: প্রযোজ্য ডাউনপেমেন্ট এবং কিস্তি পরিশোধ না করার বিবরণঃ

ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রকল্পের ধরন	বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃতফসিল অনুমোদনের পত্র নং ও তারিখ	পুনঃ তফসিলকৃত ঋণ স্থিতি (কোটি টাকায়)	প্রযোজ্য ডাউন পেমেন্ট এর শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫
মারহাবা স্পিনিং মিলস লিমিটেড	১) প্রকল্প ঋণ (৩য় পুঃ তফঃ)	পত্র নং ১৬৭০,২২.০৩.২০১৭	৭১.৪৬	-
	২) প্রকল্প ঋণ (৪র্থ পুঃ তফঃ)	পত্র নং ৬০২১, ৩১/০৭/২০১৯ পত্র নং ৭৪৭৫, ২৪/০৯/২০১৯	৮৩.০৬	২.৫%

প্রযোজ্য ডাউন পেমেন্টের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	১ম কিস্তি আদায়ের তারিখ	আদায়যোগ্য কিস্তির সংখ্যা (পরবর্তী পুনঃতফসিল অনুমোদন পর্যন্ত)	কিস্তির পরিমাণ (কোটি টাকায়)	আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ (ডাউনপেমেন্ট সহ) (কোটি টাকায়)	ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী মোট আদায়ের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	মন্তব্য
৬	৭	৮	৯		১০	১১
১) ৪.৮২	২২.০৪.২০১৭ (মাসিক কিস্তি)	২৭টি	২.৩০	৬৬.৯২	১.৬৯	০১/০১/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০১৯ পর্যন্ত প্রায় ২ বছর ০৫ মাসের আদায়
২) ২.০৮	১৫.০৪.২০২০ (ত্রৈমাসিক কিস্তি)	-	নির্ধারণ করা হয়নি	২.০৮	১.২৪	০১/০৭/২০১৯ হতে ১৩/০১/২০২০পর্যন্ত আদায়

পরিশিষ্ট- ০৫.০৪

অনুচ্ছেদ নং- ০৬

বিষয়: মারহাবা স্পিনিং মিলস লিমিটেড এর ১৫/০১/২০২০ ভিত্তিক দায়দেনার বিবরণ:

ঋণ গ্রহীতার নাম	ঋণের প্রকার	আইডি নং	দায়স্থিতি (টাকায়)	মন্তব্য
মারহাবা স্পিনিং মিলস লিমিটেড	প্রকল্প ঋণ	০২০০০০২৬৩৩৬৯৭ ও ০২০০০০২৬৩৩৬৯৬	৮৩,৮৪,০০,০০০	জামানত ভূমি-৩১.৫৬ কোটি টাকা ভবন-২৪.২৮ কোটি টাকা যন্ত্রপাতি-৫৫.৪০ কোটি টাকা সর্বমোট=১১১.২৪ কোটি টাকা
	সিসি(হাইপোঃ)	০২০০০০০৮৯৮৬৮১	৪৫,৪২,০০,০০০	
	ডিমান্ড লোন	ডিএল-৩৮/১৫ ও ৫৪/১৬	১০৫,৪৪,০০,০০০	
		সর্বমোট দায়	**২৩৪,৭০,০০,০০০**	

(কথায়: দুইশত চৌত্রিশ কোটি সত্তর লক্ষ টাকা)।

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান শাখা, ঢাকা।

নিরীক্ষা সালঃ ২০১৭ ও ২০১৮

শিরোনাম: দায় পরিশোধে সামর্থ্য যাচাই না করে ঋণ মঞ্জুরির ক্ষমতা বহির্ভূত সীমাতিরিক্ত এলসি ইস্যু করায় এবং পর্যাপ্ত জামানত না থাকা ঋণের ২৩৪,৭০,০০,০০০ (দুইশত চৌত্রিশ কোটি সত্তর লক্ষ) টাকা অনাদায়ি।

প্রতিষ্ঠানের নামঃ মারহাবা স্পিনিং মিলস্ লিমিটেড।

বিস্তারিতঃ

মারহাবা স্পিনিং মিলস্ লিমিটেড এর অনুকূলে পূর্বে মঞ্জুরিকৃত ৬৫ কোটি টাকার প্রকল্প ঋণ অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড প্রধান শাখার মঞ্জুরিপত্র নং- প্রশা/ঋণ/প্রকল্প/মারহাবা স্পিনিং/৩২৭/২০১৭; তারিখ: ২৭/০৩/২০১৭ খ্রি. এর মাধ্যমে উক্ত ঋণের দায়স্থিতি ৭১.৪৬ কোটি টাকা আদায়ের শর্তে তৃতীয়বার পুনঃতফসিল করা হয়। যার আদায়যোগ্য প্রথম কিস্তি ২২/০৪/২০১৭ খ্রি. নির্ধারণ করা হয়। এক্ষেত্রে মঞ্জুরিপত্রে শর্ত ছিল ৪.৮২ কোটি টাকা ডাউনপেমেন্ট বাবদ নগদে আদায়ের পর পুনঃতফসিল সুবিধা কার্যকর হবে। উল্লেখ্য যে, বিআরপিডি সার্কুলার নং ১৫; তারিখ: ২৩/০৯/২০১২ খ্রি. অনুযায়ী ডাউনপেমেন্ট এর টাকা এককালীন নগদে আদায় করতে হবে এবং পুনঃতফসিলকৃত টার্ম লোন এর ০৬ টি মাসিক কিস্তি বা ০২টি ত্রৈমাসিক কিস্তির সমপরিমাণ টাকা যথাসময়ে পরিশোধে ব্যর্থ হলে ঋণটি কুঋণ/ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত হবে। ব্যাংক বিবরণী হতে দেখা যায়, উক্ত শর্ত অনুযায়ী গ্রাহক প্রযোজ্য ডাউনপেমেন্ট এবং কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে পুনঃতফসিলকরণ সুবিধা কার্যকর হয়নি। এক্ষেত্রে দেখা যায়, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরবর্তী পুনঃতফসিল (পত্র নং ৬০২১, ৩১/০৭/২০১৯) অনুমোদনের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ২ বছর ৫ মাসে মাত্র ১.৯৬ কোটি টাকা আদায় হয়েছে। যা প্রযোজ্য ডাউনপেমেন্টের সমানও হয়নি। আরো উল্লেখ্য যে, গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে সুপ্রীম কোর্টের হাই কোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং-৭০২০/২০১৬ এর আলোকে ঋণ গ্রহীতার শ্রেণিকৃত ঋণসমূহকে শ্রেণিকৃত হিসেবে না দেখানোর বিষয়ে স্থগিতাদেশ প্রদান করা হয়। যার সর্বশেষ মেয়াদ ছিল ১৯/০৬/২০১৮ খ্রি.। তথাপি উক্ত তারিখের পর হতে ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত সিএল বিবরণীতে ঋণটিকে সঠিকভাবে শ্রেণিকরণ না করে নিয়মিত দেখানো হচ্ছে, যা বিআরপিডি ১৪, তারিখ: ২৩/০৯/২০১২ খ্রি. এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ৩১/০৭/২০১৯ খ্রি. তারিখের পত্র নং বিআরপিডি(পি-১)/-৬০২১ ও ২৪/০৯/২০১৯ খ্রি. তারিখের পত্র নং বিআরপিডি(পি-১)/-৭৪৭৫ এর মাধ্যমে উক্ত প্রকল্প ঋণটি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে আদায়ের শর্তে পরবর্তী পুনঃতফসিলকরণ সুবিধার অনুমোদন দেওয়া হয়। উক্ত পত্রের শর্ত অনুযায়ী ২.৫% ডাউনপেমেন্ট আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় পুনঃতফসিল সুবিধা কার্যকর হয়নি। উল্লেখ্য যে, অনিয়ম করা না হলে ঋণটি মন্দ মানে শ্রেণিকৃত এবং খেলাপি হিসেবে বিবেচিত হতো।

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান শাখা, ঢাকা।

নিরীক্ষা সাল-২০১৭ ও ২০১৮

শিরোনাম: বাংলাদেশ ব্যাংকের শর্তের ব্যত্যয় ঘটিয়ে পুনঃতফসিলকৃত ঋণের কিস্তি মঞ্জুরির শর্ত মোতাবেক আদায় না হওয়া সত্ত্বেও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ১০৭,১৮,৮৫,৫৫৬ (একশত সাত কোটি আঠার লক্ষ পঁচাশি হাজার পাঁচশত ছাপ্পান্ন) টাকা অনাদায়ি।

০১	প্রতিষ্ঠান সমূহের নাম	প্যাসিফিক ডেনিম লিমিটেড
০২	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	জনাব মোঃ সফিউল আজম (মহসিন)
০৩	ঠিকানা- অফিস/ফ্যাক্টরী	অফিস-বাশতী এ্যারিস্টোক্র্যাফট ডি-৩ (৪র্থ তলা), প্লট-০৬, ব্লক-এসডব্লিউ (এইচ), গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২। কারখানা-চরচাষী, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ।
০৪	মালিকানার ধরন	প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
০৫	ঋণের প্রকৃতি	মেয়াদি, সিসি ও ডিমান্ড লোন

ঋণের ধরন	পুনঃতফসিলকৃত ঋণসীমা	পুনঃ তফসিলের তাং	আদায়যোগ্য কিস্তি ও টাকা	আদায় (কোটি টাকায়)	অনাদায়ি (কোটি টাকায়)	লেজার স্থিতি (টাকায়) ৩০/১২/১৯ খ্রি. (অনারোপিত সুদ ব্যতীত) (টাকায়)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
একীভূত মেয়াদি ঋণ	৮২.৫৮	৭/১১/১৮	৩০/৩/১৯ হতে, ৪টি, (৫.৩৯× ৪) =২১.৫৬	-	২১.৫৬	৯৫,৬৬,৪৪,৫৫৩	শ্রেণিকৃত
সিসি(হাঃ)	১০.৬৭	৭/১১/১৮	৩০/৩/১৯ হতে, ৪টি, (০.৫৮× ৪) =২.৩২	-	২.৩২	৫,৯২,২৯,৩৪১	শ্রেণিকৃত
ডিমান্ড লোন	৮.৮৪	৭/১১/১৮	৩০/৩/১৯ হতে, ৪টি, (০.৭০× ৪) =২.৮০	-	২.৮০	৫,৬০,১১,৬৬২	শ্রেণিকৃত
					সর্বমোট=	১০৭,১৮,৮৫,৫৫৬ টাকা	

(কথায়: একশত সাত কোটি আঠার লক্ষ পঁচাশি হাজার পাঁচশত ছাপ্পান্ন টাকা)

বি:দ্রঃ

জামানতের বিবরণ

ব্যাংক হিসাব মতে জমি ১.৪১ কোটি; যন্ত্রপাতি ৩৩.৮৫ কোটি; ভবন ও পূর্ত কর্ম-১৩.৪৫ কোটিসহ, সর্বমোট তাৎক্ষণিক বিক্রয়মূল্য ৪৮.৭১ কোটি টাকা। গ্রাহকের দায়ের পরিমাণ ১০৭.২৫ কোটি এর বিপরীতে জামানত রয়েছে মাত্র ৪৮.৭১ কোটি। দায় অপেক্ষা জামানত ঘাটতি রয়েছে প্রায় ৫৮.৫৪ কোটি টাকা। উক্ত জামানত আবার এনসিসি ব্যাংকের সাথে প্যারিপ্যাসু চার্জকৃত। ফলে ঋণটি জামানত শূন্য বলে ধরে নেয়া যায়।

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান শাখা, ঢাকা।

নিরীক্ষা সাল: ২০১৭-১৮

শিরোনাম: ব্যাংক কোম্পানি আইন না মেনে গ্রাহককে নতুন ঋণ সুবিধা প্রদান এবং বিধিবহির্ভূতভাবে বারবার নবায়ন সুবিধা প্রদানকৃত ঋণের ১৫০,৮৯,৮৬,৬৮০ (একশত পঞ্চাশ কোটি উননব্বই লক্ষ ছিয়াশি হাজার ছয়শত আশি) টাকা অনাদায়ী।

০১	প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম	থার্মেক্স ব্লেন্ডেড ইয়ার্ণ
০২	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	জনাব আব্দুল কাদির মোল্লা
০৩	ঠিকানা- অফিস/ফ্যাক্টরী	অফিস-গ্রীণ সিটি এজ (১৩-১৫ তম তলা), ৮৯, কাকরাইল বা/এ, ঢাকা-১০০০। কারখানা-প্রতাবমহল, গোতাশিয়া, মনোহরদী, নরসিংদী।
০৪	মালিকানার ধরন	প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
০৫	ঋণের প্রকৃতি	সিসি(হাঃ), ডিমান্ড লোন
০৬	জামানতের বিবরণ	ব্যাংক বর্ণনানুযায়ী-জমি-২১৫.৬২ শতক ৭.৫৫ কোটি, ভবন (৯৭৩৫৯ বর্গফুট) ১৭.১৭ কোটি, যন্ত্রপাতি ১৫৮.১৩ কোটি টাকা। সর্বমোট ১৮২.৮৫ কোটি টাকা। যার বাধ্যতামূলক বিক্রয় মূল্য ১৪৬.২৮ কোটি টাকা।লিমিট অনুমোদন মোতাবেক জামানত প্রয়োজন ২৬২.০০ কোটি টাকা। ব্যাংক হিসাব মতে জামানত ঘাটতি রয়েছে (বাধ্যতামুলক বিক্রয় মূল্য বিবেচনায়) =১১৫.৭২ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে জামানত ঘাটতি রয়েছে প্রায় ২০২.০৮ কোটি টাকা।

০৭। প্রতিষ্ঠানটির ৩১/১২/২০১৯খ্রি. তারিখের ফান্ডেড দায়ের বিবরণ- (টাকায়)

নং	ঋণের বিবরণ	লিমিট	নবায়ন/ মঞ্জুরির সর্বশেষ তাং	মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ	৩১/১২/১৯ খ্রি. স্থিতি	লিমিট অতিরিক্ত/ মেয়াদোত্তীর্ণ দায়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১	সিসি (হাঃ)	৮৮,০০,০০,০০০	৩০/০৮/২০১৯	২৯/০৮/২০২০	৯৬,৬৩,৬৬,৩৩০	৮,৬৩,৬৬,৩৩০
০২	ডিমান্ডলোন (পুনঃতফসিলকৃত)	৫৪,১৫,০০,০০০	২৪/১২/২০১৮	৩১/১০/১৯	২২,০২,৯১,১৯৩	২২,০২,৯১,১৯৩
০৩	ডিমান্ডলোন (নতুন)	৩২,২১,০০,০০০	২৯/১২/২০১৯		৩২,২৩,২৯,১৫৭	২,৪১,৫৬৭
				মোট=	১৫০,৮৯,৮৬,৬৮০	
(কথায়: একশত পঞ্চাশ কোটি উননব্বই লক্ষ ছিয়াশি হাজার ছয়শত আশি টাকা মাত্র।)						
	বিঃ দ্রঃ (১) গ্রাহকের উপরোক্ত দায় ছাড়াও অনুমোদিত লিমিট রয়েছে এলসি লিমিট = ১০০.০০ কোটি টাকা (ক্যাশ এলিসি-ইডিএফ ঋণের আওতায় ও ইডিএফ ঋণ) ও আইবিপি লিমিট-৩০.০০ কোটি টাকা। সর্বমোট=১৩০.০০ কোটি টাকা। মঞ্জুরিকৃত লিমিট মোতাবেক গ্রাহকের জামানত প্রয়োজন (সিসি (হাঃ) ১:১.৫, এলসি ১:১, আইবিপি ১:১, ডিমান্ড লোন ১.১) - {(৮৮ ×১.৫) =১৩২.০০ কোটি, (১০০×১)= ১০০.০০ কোটি, (৩০×১) =৩০.০০ কোটি, (৮৬.৩৬×১) = ৮৬.৩৬ কোটি টাকা) =৩৪৮.৩৬ কোটি টাকা, এর বিপরীতে জামানত রয়েছে মাত্র ১৪৬.২৮ কোটি টাকা (বাধ্যতামূলক বিক্রয়মূল্য বিবেচনায়)। ফলে জামানত ঘাটতি রয়েছে ২০২.০৮ কোটি টাকা।					

	(২) গ্রাহকের পুনঃতফসিলকৃত ডিমান্ড লোনের মঞ্জুরির শর্ত মোতাবেক ৩১/০৮/২০১৯খ্রি. তারিখ পর্যন্ত আদায়যোগ্য কিস্তি সংখ্যা ৭টি, টাকার পরিমাণ (৬,৪৩,১৯,২০০ × ৭) ৪৫,০২,৩৪,৪০০ টাকা, এর বিপরীতে উক্ত সময় পর্যন্ত আদায় হয়েছে মাত্র = ২০,৭৭,৫৪,৪৬৮ টাকা।বকেয়া ছিল (৪৫,০২,৩৪,৪০০-২০,৭৭,৫৪,৪৬৮) বা ২৪,২৪,৭৯,৯৩২ টাকা, যা প্রায় ৩.৭৭ টি কিস্তির সমান। মঞ্জুরির শর্ত মোতাবেক ঋণটি শ্রেণিকৃত হিসাবে বিবেচিত। (৩) গ্রাহককে নিত্যনতুন ইডিএফ ঋণ ও এলসি সুবিধা প্রদান করছে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ গ্রাহকের ঋণকে শ্রেণিকৃত না দেখিয়ে বর্ণিত ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

বিঃ দ্রঃ (২) উল্লেখ্য, নির্দেশ পরিপত্র/আইটিএন্ডএফসিএমডি/১৪/২০১৪; তারিখ: ১১/০৮/২০১৪ খ্রি., পৃষ্ঠা-১৬ এর ক্রমিক ২ মোতাবেক ইডিএফ ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতায় বলা হয়েছে-যে সকল রপ্তানিকারী প্রতিষ্ঠান এর হিসাবে কোন অনিয়মিত দায় নেই, তৈরী পোষাক রপ্তানির ক্ষেত্রে যাদের কখনও ষ্টকলট সৃষ্টি হয়নি অথবা যে সকল প্রতিষ্ঠানের নামে ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করে আমদানি মূল্য পরিশোধের প্রয়োজন হয়নি শুধুমাত্র সে সকল গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের নামে ইডিএফ ঋণের আওতায় At Sight Payment-এর শর্তে ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র খোলা যাবে। আলোচ্য গ্রাহকের ক্ষেত্রে ইডিএফের আওতায় বার বার স্টকলট সৃষ্টি হচ্ছে এবং ডিমান্ড লোন সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যাক টু ব্যাকের দায় শোধ করা হচ্ছে। তথাপিও তাকে ইডিএফ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে, যা তিনি প্রাপ্য নন।

আরো উল্লেখ্য যে, গ্রাহকের সিসি (হাইপোঃ) ঋণের ব্যাংক স্টেটমেন্ট হতে দেখা যায় ঋণের লিমিট ৮৮ কোটি টাকা হলেও ০১/০১/২০১৭ খ্রি. তারিখ হতে ৩০/১২/২০১৯ খ্রি. তারিখের মধ্যে কখনো ঋণটি লিমিটের মধ্যে ছিল না। অনিয়মিতভাবে গ্রাহককে সুবিধা দেয়ার জন্য লিমিট অতিরিক্ত অবস্থায় বার বার নবায়ন সুবিধা দেয়া হয়েছে। সিসি (হাইপোঃ) ঋণের মঞ্জুরিপত্র মোতাবেক মেয়াদোত্তীর্ণের ২(দুই) মাস পূর্বে নবায়ন প্রস্তাবনা শাখায় দাখিল করতে হবে এবং অর্পিত ক্ষমতা ২০১৭, পৃষ্ঠা-৭ এর ক্রমিক ১৯ মোতাবেক মেয়াদ শেষ হওয়ার ৪৫ দিন পূর্বে সংশ্লিষ্ট শাখা ঋণ সীমা নবায়ন প্রক্রিয়া শুরু করবে। ২৪/০৩/২০১৯ খ্রি. তারিখের পত্র হতে দেখা যায় গ্রাহকের সিসি (হাইপোঃ) ঋণের মেয়াদ শেষ হয়েছে ৩০/০৮/২০১৮ খ্রি. তারিখে। কিন্তু আবেদন দেয়া হয়েছে ০৪/১১/২০১৮ খ্রি. তারিখে। এরূপভাবে প্রতিটি নবায়নের ক্ষেত্রেই গ্রাহক বিলম্বে আবেদন করলে ব্যাংক নবায়ন করেছে।

এছাড়া ঋণ মঞ্জুরির শর্ত মোতাবেক দোকান/কারখানার যাবতীয় লেন-দেন নিয়মিত সিসি (হাইপোঃ) ঋণ হিসাবের মাধ্যমে পরিচালনা করতে হবে। স্টেটমেন্ট হতে দেখা যায় গ্রাহক ২০১৭ সালে ২টি, ২০১৮ সালে ৬টি লেনদেন করেছেন। এক্ষেত্রে মঞ্জুরিপত্রের উক্ত শর্ত পরিপালন হয়নি। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, গ্রাহক প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়মের ব্যত্যয় ঘটালেও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাকে বিভিন্ন প্রকার সুবিধা প্রদান করছেন এবং নিয়মিত নবায়ন সুবিধা প্রদান করছেন।

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান শাখা, ঢাকা।
নিরীক্ষা সাল: ২০১৭ ও ২০১৮

শিরোনাম: বিআরপিডি সার্কুলার বহির্ভূতভাবে পুনঃতফসিলকৃত ঋণের কিস্তির শর্ত মোতাবেক আদায় করতে না পারায় ২৪, ৮০,২৯,৩৬৮ (দুইশত চব্বিশ কোটি আশি লক্ষ উনত্রিশ হাজার তিনশত আটষট্টি) টাকা অনাদায়ী।

০১	প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম	(ক) জুলিয়া স্যুয়েটার কম্পোজিট লিমিটেড (খ) এম, আর সোয়েটার কম্পোজিট লিমিটেড
০২	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	জনাব আলহাজ্ব মোঃ বজলুর রহমান
০৩	ঠিকানা- অফিস/ ফ্যাক্টরী	অফিস-পুলিশ প্লাজা কনকর্ড, গুলশান মডেল টাউন, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২ (নোট-১১, মামলা) কারখানা-হরিহরপাড়া (আজমতপুর), এনায়েত নগর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।
০৪	প্রকল্পের ধরন	নীট কম্পোজিট শিল্প প্রতিষ্ঠান
০৫	ঋণের প্রকৃতি	প্রকল্প, বিএমআরই, ডিমান্ড লোন ও পিসি এবং সিসি (হাঃ), (একীভূত মেয়াদি ঋণ-পুর্নগঠিতকৃত)
০৬	জামানতের বিবরণ	ব্যাংক বর্ণনামতে-(ক) জমি-৪.৯২ কোটি, ভবন-১১.০৩ কোটি, যন্ত্রপাতি-১৮.০৩ কোটি, সর্বমোট = ৩৩.৯৮ কোটি টাকা। (উভয় প্রতিষ্ঠানের জামানত সর্বশেষ মূল্যায়নের তারিখ-২৫/০৬/২০০৯ খিঃ)। (খ)জমি-৪.৮৭ কোটি, ভবন-৯.৪৮ কোটি, যন্ত্রপাতি-৩২.৪৯ কোটি, সর্বমোট=৪৭.২০ কোটি টাকা। (গ) উভয় প্রতিষ্ঠানের সর্বমোট জামানতের পরিমাণ (৩৩.৯৮+৪৭.২০) =৮১.১৮ কোটি টাকা। ফলে দায় অপেক্ষা জামানতের ঘাটতির পরিমাণ (২২৪.৮০+৮১.১৮) =১৪৩.৬২ কোটি টাকা।

বিঃদ্রঃ ১

(ক) নং ঋণটি শাখার পত্র নং-প্রশা/মামলা/৩৬৪/২০১৮ তারিখ: ২৩/১২/২০১৮ খ্রি. এর মাধ্যমে এর আওতায় কস্ট অব ফান্ড হিসাবে ১৩,৭২,৩৭,০০০ টাকা ঘাটতি রেখে ৬৮,৪১,৪৮,০০০ টাকা সুদ মওকুফ করে ৪৪,১১,০০,০০০ টাকা সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির ৯০ দিনের মধ্যে পরিশোধের অনুমোদন দেয়া হয়। গ্রাহকের নিকট হতে উক্ত মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক ডাউনপেমেন্ট ও মওকুফ অবশিষ্ট অর্থ আদায়ে শাখা কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয় এবং মওকুফ সুবিধা বাতিল হয়। পরবর্তীতে শাখার পত্র নং-প্রশা/ঋআ/২৪৭/২০১৯ তারিখ: ১৪/০৭/২০১৯ খ্রি. এর মাধ্যমে মওকুফ অবশিষ্ট দায় ৪৪,১১,০০,০০০ টাকা ২৪/০৩/২০১৯ খ্রি. হতে ২৪/০৩/২০২২ খ্রি. পযন্ত ৩(তিন) বছর মেয়াদে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধের অনুমোদন প্রদান করা হয়। মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-০৩ অনুযায়ী ডাউনপেমেন্ট বাবদ ১,২৭,৩৩,০০০ টাকা পরিশোধ সাপেক্ষে সুদ মওকুফের সময় বর্ধিতকরণ কার্যকরী হবে। দীর্ঘ দিন হলেও গ্রাহকের নিকট হতে ডাউনপেমেন্ট বাবদ উক্ত টাকা আদায়ে শাখা কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়েছে।

(খ) নং ঋণটি শাখার পত্র নং-প্রশা/মামলা/৩৬৩/২০১৮ তারিখ: ২৩/১২/২০১৮ খ্রি. এর মাধ্যমে এর আওতায় কস্ট অব ফান্ড হিসাবে ১৪,১৪,৮০,০০০ টাকা ঘাটতি রেখে ৮৪,২৩,৩২,০০০ টাকা সুদ মওকুফ করে ৬১,৬১,৪৯,০০০ টাকা সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির ৯০ দিনের মধ্যে পরিশোধের অনুমোদন দেয়া হয়। গ্রাহকের নিকট হতে উক্ত মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক ডাউনপেমেন্ট ও মওকুফ অবশিষ্ট অর্থ আদায়ে শাখা কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয় এবং মওকুফ সুবিধা বাতিল হয়। পরবর্তীতে শাখার পত্র নং-প্রশা/ঋআ/২৪৬/২০১৯ তারিখ: ১৪/০৭/২০১৯ খ্রি. এর মাধ্যমে মওকুফ অবশিষ্ট দায় ৬১,৫৬,৪৯,০০০ টাকা ২৪/০৩/২০১৯ খ্রি. হতে ২৪/০৩/২০২২ খ্রি. পযন্ত ৩(তিন) বছর মেয়াদে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধের অনুমোদন প্রদান করা হয়। মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-০৩ অনুযায়ী ডাউনপেমেন্ট বাবদ ১,৭৯,৮৪,৪৭০ টাকা পরিশোধ সাপেক্ষে সুদ মওকুফের সময় বর্ধিতকরণ কার্যকরী হবে। দীর্ঘদিন হলেও গ্রাহকের নিকট হতে ডাউনপেমেন্ট বাবদ উক্ত টাকা আদায়ে শাখা কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়েছে।

ক+খ=কস্ট অব ফান্ড হিসাবে ঘাটতি (১৩,৭২,৩৭,০০০+১৪,১৪,৮০,০০০) বা ২৮,৮৭,১৭,০০০ টাকা এবং সুদ মওকুফ মোট =(৬৮,৪১,৪৮,০০০+৮৪,২৩,৩২,০০০) বা ১৫২,৬৪,৮০,০০০ টাকা।

(গ) জুলিয়া স্যুয়েটার কম্পোজিট লিমিটেড এর নোট পৃষ্ঠা-১৭৬ এবং এম, আর সোয়েটার কম্পোজিট লিমিটেড এর নোট পৃষ্ঠা-১২২ হতে দেখা যায় গ্রাহকের প্রতিষ্ঠান দুটি এখনো আংশিক চালু রয়েছে।

০৭। প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের ৩১/১২/২০১৯ খ্রি. তারিখ ভিত্তিক (একীভূত মেয়াদি ঋণ-পুর্নগঠিত) দায়ের বিবরণ (অনারোপিত সুদ ব্যতীত)-

নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	ঋণ নং	৩১/১২/১৯খ্রি. তারিখে লেজার স্থিতি (টাকায়)
১	২	৩	৫
০১	জুলিয়া স্যুয়েটার কম্পোজিট লিমিটেড	০২০০০০২৬৩৩৬০৪	৭৫,২৯,১৬,২৬৪
	”	০২০০০০২৬৩৩৬০৪	২২,৫৮,৬৫,২৩৮
			মোট=৯৭,৮৭,৮১,৫০২
০২	এম, আর সোয়েটার কম্পোজিট লিমিটেড	০২০০০০২৬৩৪০৭০	৯৭,৪৮,৯০,৭৫২
	”	০২০০০০২৬৩৪০৬৯	২৯,৪৩,৫৭,১১৪
			মোট-১২৬,৯২,৪৭,৮৬৬
		সর্বমোট=	২২৪,৮০,২৯,৩৬৮
(কথায়: দুইশত চব্বিশ কোটি আশি লক্ষ ঊনত্রিশ হাজার তিনশত আটষট্টি টাকা মাত্র।)			

বিঃদ্রঃ ২

গ্রাহকের দুটি প্রতিষ্ঠান (ক) মেসার্স জুলিয়া সোয়েটার কম্পোজিট লিমিটেড ও (খ) এম, আর সোয়েটার কম্পোজিট লিমিটেড এর ঋণ সংক্রান্ত নথিপত্র বিস্তারিত পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, বিআরপিডি সার্কুলার-১৫, তারিখ: ২৩/০৯/২০১২ খ্রি. মোতাবেক কোন গ্রাহকের মেয়াদি ঋণ উক্ত সার্কুলার মোতাবেক ডাউনপেমেন্ট আদায়পূর্বক সর্বাধিক ৩ (তিন) বার পুনঃতফসিলের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য (ক) নং ঋণটি ২০০৮ হতে ২০১৫ খ্রি. পর্যন্ত মাত্র ৭ বছরে ১১(এগার) বার এবং (খ) নং ঋণটি ১০ বার পুনঃতফসিল করা হয়েছে। প্রতিবারই গ্রাহকের নিকট হতে ডাউনপেমেন্টের অর্থ আদায় ব্যতিরেকে বা ঘাটতি ডাউনপেমেন্ট রেখে পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু পুনঃতফসিলের পরবর্তী সময়ে উক্ত ডাউনপেমেন্ট বা ঘাটতি ডাউনপেমেন্টসহ শর্ত মোতাবেক কিস্তির অর্থ আদায়ে শাখা কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হওয়ার ফলে কোন পুনঃতফসিলই কার্যকরী হয় নেই। উক্ত সার্কুলারের পূর্বে (ক) নং ৭(সাত) বার এবং পরবর্তীতেও বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ব্যতীত ৩(তিন) বার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনে ১ (এক) বার, (খ) নং ৬ (ছয়) বার এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ব্যতীত ২(দুই) বার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন গ্রহণের মাধ্যমে ২(দুই) বার পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করা হয়েছে, যা উক্ত সার্কুলার বহির্ভূত। প্রকল্পটি বর্তমানে চালু থাকা সত্ত্বেও শর্ত মোতাবেক কিস্তি আদায় করতে না পারায় প্রতীয়মান হয় যে, গ্রাহক স্বেচ্ছা খেলাপি।

সর্বশেষ গ্রাহকের (ক) নং ঋণটি শাখার পত্র নং-প্রশা/মামলা/৩৬৪/২০১৮; তারিখ: ২৩/১২/২০১৮ খ্রি. এর মাধ্যমে কস্ট অব ফান্ড হিসাবে ১৩,৭২,৩৭,০০০ টাকা ঘাটতি রেখে ৬৮,৪১,৪৮,০০০ টাকা সুদ মওকুফ করে ৪৪,১১,০০,০০০ টাকা এবং (খ) নং ঋণটি শাখার পত্র নং-প্রশা/মামলা/৩৬৩/২০১৮; তারিখ: ২৩/১২/২০১৮ খ্রি. এর মাধ্যমে কস্ট অব ফান্ড হিসাবে ১৪,১৪,৮০,০০০ টাকা ঘাটতি রেখে ৮৪,২৩,৩২,০০০ টাকা সুদ মওকুফ করে ৬১,৬১,৪৯,০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির ৯০ দিনের মধ্যে উক্ত টাকা পরিশোধের শর্ত দেয়া হয়। গ্রাহকের নিকট হতে উক্ত মঞ্জুরিপত্রদ্বয়ের শর্ত মোতাবেক ডাউনপেমেন্ট ও মওকুফের অবশিষ্ট অর্থ আদায়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয় এবং মওকুফ সুবিধা বাতিল হয়।

পরবর্তীতে মাত্র ছয় মাসের মাথায় (ক) নং ঋণটি শাখার পত্র নং-প্রশা/ঋআ/২৪৭/২০১৯; তারিখ: ১৪/০৭/২০১৯ খ্রি. এর মাধ্যমে মওকুফ অবশিষ্ট দায় ৪৪,১১,০০,০০০ টাকা, ২৪/০৩/২০১৯ খ্রি. হতে ২৪/০৩/২০২২ খ্রি. পর্যন্ত ৩(তিন) বছর মেয়াদে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধের অনুমোদন প্রদান করা হয়। মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-০৩ অনুযায়ী ডাউনপেমেন্ট বাবদ ১,২৭,৩৩,০০০ টাকা পরিশোধ সাপেক্ষে সুদ মওকুফের সময় বর্ধিতকরণ কার্যকরী হবে। (খ) নং ঋণটি শাখার পত্র নং-প্রশা/ঋআ/২৪৬/২০১৯; তারিখ: ১৪/০৭/২০১৯ খ্রি. এর মাধ্যমে মওকুফ অবশিষ্ট দায় ৬১,৫৬,৪৯,০০০ টাকা, ২৪/০৩/২০১৯ খ্রি. হতে ২৪/০৩/২০২২ খ্রি. পর্যন্ত ০৩(তিন) বছর মেয়াদে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধের অনুমোদন প্রদান করা হয়। মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-০৩ অনুযায়ী ডাউনপেমেন্ট বাবদ ১,৭৯,৮৪,৪৭০ টাকা পরিশোধ সাপেক্ষে সুদ মওকুফের সময় বর্ধিতকরণ কার্যকরী হবে। ঋণদ্বয়ের ক্ষেত্রে ০৯/০২/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত মাত্র ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও ডাউনপেমেন্ট বাবদ উক্ত টাকা শাখা কর্তৃপক্ষ আদায় করতে পারেনি।

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান শাখা, ঢাকা।
নিরীক্ষা সাল: ২০১৭ ও ২০১৮

শিরোনাম: একাধিকবার পুনঃতফসিল করেও শর্ত মোতাবেক কিস্তি আদায় না হওয়া, বিআরপিডি সার্কুলার বহির্ভূতভাবে ডাউনপেমেন্ট গ্রহণ এবং অর্পিত ক্ষমতা অনুযায়ী জামানত কম থাকায় ঋণের ১১১,৭২,৮৮,৩১০ (একশত এগার কোটি বাহাত্তর লক্ষ আটাশি হাজার তিনশত দশ) টাকা অনাদায়ি।

০১	প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম	ওয়েলপ্যাক পলিমারস্ লিমিটেড
০২	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	জনাব শেখ ফরিদ আহমেদ
০৩	ঠিকানা- অফিস/ফ্যাক্টরী	অফিস-১৫৮/সি, তেজগাঁও ইন্ডাঃএরিয়া, ঢাকা-১২০৮ কারখানা-চরবাউশিয়া, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।
০৪	মালিকানার ধরন	প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
০৫	ঋণের প্রকৃতি	মেয়াদি, সিসি(হাঃ), ডিমান্ড লোন
০৬	জামানতের বিবরণ	ব্যাংক হিসাব মতে -১০/১২/২০১৭ খ্রি. তারিখে মুল্যায়ন অনুযায়ী (জমি-১১.১২ +ভবন ১৩.৪৭ + যন্ত্রপাতি ৩৬.৩৯) =৬০.৯৮ কোটি টাকা। ব্যাংক বিধি মোতাবেক মঞ্জুরিকৃত ঋণসীমার বিপরীতে জামানত প্রয়োজন {(১:১ হিসাবে বিএমআরই-১, ২০:১ =২০ কোটি, বিএমআরই-২, ২১.৫০:১ =২১.৫০ কোটি), সিসি (হাঃ) ৩০:১.৫ =৪৫ কোটি, ডিমান্ড লোন ২৪.৫৮:১ = ২৪.৫৮ কোটি, ঋণপত্র সীমা ৫০:১ =৫০ কোটি)} =১৬১.০৮ কোটি টাকা। গ্রাহকের জামানত রয়েছে মাত্র ৬০.৯৮ কোটি টাকা। জামানত ঘাটতি রয়েছে (১৬১.০৮-৬০.৯৮) =১০০.১০ কোটি টাকা।

বিঃদ্রঃ (১) পত্র নং-প্রশা/ঋণ/প্রকল্প/ওয়েলপ্যাক/২০৩/২০১৮; তারিখ: ৬/৩/২০১৮খ্রি., ১ম ও ২য় বিএমআরই ঋণ-২য় পুনঃতফসিল, (দায়িস্থিতি-২১.৩৮ ও ২২.২৭ কোটি)।

(২) পত্র নং-প্রশা/ঋণ/প্রকল্প/ওয়েলপ্যাক/৯৬৩/২০১৮; তারিখ: ১৪/১১/২০১৮খ্রি. এবং পত্র নং-প্রশা/ঋণ/প্রকল্প/ ওয়েলপ্যাক/১০২৪/২০১৮ ২৯/১১/২০১৮খ্রি., ১ম ও ২য় বিএমআরই ঋণ-৩য় পুনঃতফসিল, (দায়িস্থিতি-২২.৮২ ও ২৪.১৪ কোটি)।

(৩) পত্র নং- প্রশা/ঋণ/প্রকল্প/ওয়েলপ্যাক/৭০৭/২০১৯; তারিখ:০৬/০৮/২০১৯ মোতাবেক ঋণটি ৪র্থ বার পুনঃতফসিল হলেও একে কৌশলে ৩য় পুনঃতফসিল দেখানো হয়। বর্ণিত পুনঃতফসিলে মেয়াদ বৃদ্ধি, ঘাটিতি ডাউনপেমেন্ট ও কম্প্রোমাইজিং মানি পরিশোধ হতে গ্রাহককে অব্যাহতি দেয়ার বিষয়গুলো বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তির বিষয়ে শর্ত দেয়া হলেও ৪র্থ পুনঃতফসিলের বিষয়ে অনুমোদনের শর্ত দেয়া হয়নি।

০৭। প্রতিষ্ঠানটির ৩১/১২/২০১৯ খ্রি. তারিখের ফান্ডেড দায়ের বিবরণ (অনারোপিত সুদ ব্যতীত)-

নং	ঋণের বিবরণ ও ঋণ নং	ঋণ সীমা (কোটি টাকায়)	নবায়ন/ মঞ্জুরির সর্বশেষ তাং	মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ	৩১/১২/১৯খ্রি. তারিখে লেজার স্থিতি (টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬
০১	বিএমআরই-১ (পুনঃতফসিলকৃত) ০২০০০০২৬৩৩৮৫৫	২০.০০	২৯/১১/২০১৮	১১/০৪/২০২৬	২৩,৫৪,১৯,৮৬১
০২	বিএমআরই-২ (পুনঃতফসিলকৃত) ০২০০০০২৬৩৩৮৫৬	২১.৫০	২৯/১১/২০১৮	০৫/০৬/২০২৭	২৪,৯০,৯৬,৭৩৬
০৩	সিসি (হাঃ) ০২০০০০১০৬৭১৬৩	৩০.০০	২৯/১১/২০১৮	২৮/১১/২০২৩	৩৬,৭১,৯৪,২৫৮
০৪	ডিমান্ডলোন ১৫/১৮	২৪.৫৮	২৯/১১/২০১৮	২৮/১১/২০২৩	২৬,৫৫,৭৭,৪৫৫
০৫	ঋণপত্র সীমা	৫০.০০	২৯/১১/২০১৮	২৮/০২/২০১৯	
				মোট=	**১১১,৭২,৮৮,৩১০**

(কথায়: একশত এগার কোটি বাহাত্তর লক্ষ আটাশি হাজার তিনশত দশ টাকা মাত্র।)

বি:দ্রঃ উক্ত গ্রাহকের ঋণ সংক্রান্ত নথি বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, শাখার পত্র নং-প্রশা/ঋণ/ প্রকল্প/ ওয়েলপ্যাক/২০৩/২০১৮; তারিখঃ ০৬/০৩/২০১৮ খ্রি. এর মাধ্যমে গ্রাহকের ১ম বিএমআরই মেয়াদি ঋণের ২৫/১০/২০১৭ খ্রি. তারিখ ভিত্তিক দায়স্থিতি ২১.৩৮ কোটি ও ২য় বিএমআরই মেয়াদি ঋণের দায়স্থিতি ২২.২৭ কোটি টাকা ২য় বার পুনঃতফসিল করা হয়। মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক ১১/০৪/২০১৮ খ্রি. ও ০৫/০৩/২০১৮ খ্রি. তারিখ হতে ১,০২,০১,৮০২ ও ৯৮,৭৬,০৮৭ টাকা করে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কিস্তি আদায়ের শর্ত থাকলেও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ গ্রাহকের নিকট হতে অর্থ আদায় করতে পারেনি। পরবর্তীতে শাখার পত্র নং প্রশা/ঋণ/প্রকল্প/ওয়েলপ্যাক/৯৬৩/২০১৮; তারিখঃ ১৪/১১/২০১৮ খ্রি. তারিখের মাধ্যমে গ্রাহকের মেয়াদি ঋণ ৩য় বার এবং সিসি(হাইপোঃ)ও ডিমান্ড লোন ১ম পুনঃতফসিল করা হয়। শর্ত থাকে ঘাটতি ডাউনপেমেন্ট ২,৮০,৩২,০০০ টাকা পত্র প্রাপ্তির ৩(তিন) মাসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে এবং ৩ (তিন) মাস পর হতে নিয়মিত ত্রৈমাসিক কিস্তি পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক উক্ত পত্রটি ০৪/১১/২০১৮ খ্রি. তারিখে গ্রহণ করে, তাই শর্ত মোতাবেক ০৪/০২/২০১৯খ্রি. হতে কিস্তি আদায়যোগ্য। কিন্তু শাখার পত্র নং শাখার পত্র নং-প্রশা/ ঋণ/প্রকল্প/ওয়েলপ্যাক/১০২৪/২০১৮; তারিখঃ ২৯/১১/২০১৮ খ্রি. এর পত্রের মাধ্যমে গ্রাহককে সুবিধা প্রদানের জন্য পূর্ববর্তী ডাউনপেমেন্ট আদায়ের শর্তটি পরিবর্তন করে অন্যূন ৫% ডাউনপেমেন্ট আদায় সাপেক্ষে ০১/০৩/২০১৯ খ্রি. হতে কিস্তি আদায়যোগ্য করে পুনঃতফসিল করা হয়। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ গ্রাহকের নিকট হতে উক্ত পত্রের শর্ত মোতাবেক ডাউন্ডপেমেন্ট এবং কিস্তির টাকা আদায় করতে পারেনি।

উল্লেখ্য, শাখার পত্র নং-প্রশা/ঋণ/প্রকল্প/ওয়েলপ্যাক/৭০৭/২০১৯; তারিখঃ ০৬/০৮/২০১৯ খ্রি. এর মাধ্যমে ঋণটি ০১/০১/২০২০ খ্রি. হতে কিস্তি আদায়যোগ্য করে পুনরায় পুনঃতফসিল করা হয়। উক্ত পুনঃতফসিল ৪র্থ হলেও ৩য় পুনঃতফসিল দেখানো হয়েছ অর্থাৎ একাধিক পুনঃতফসিলকে একই পুনঃতফসিল দেখানো হয়েছে। বিআরপিডি সার্কুলার-১৫; তারিখঃ ২৩/০৯/২০১২ খ্রি. মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ব্যতীত ৪র্থ পুনঃতফসিলকরণের কোন ক্ষমতা ব্যাংক কর্তৃপক্ষের নেই।

প্রসঙ্গতঃ বিআরপিডি সার্কুলার-১৫, তারিখঃ ২৩/০৯/২০১২ খ্রি., তফসিল ১ এর সি মোতাবেক ডাউনপেমেন্ট এর টাকা নগদে গ্রহণ করতে হবে। কোন ক্রমেই দীর্ঘদিনের পুরাতন জমাকে ডাউনপেমেন্ট হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু তৃতীয় পুনঃতফসিল করার সময় ২৭/০৬/২০১৮ খ্রি. তারিখ হতে ১৮/০৭/২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত জমাকৃত অর্থকে অনিয়মিতভাবে ডাউনপেমেন্ট হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও ৪র্থ পুনঃতফসিলের সময় ডাউনপেমেন্ট ও কম্প্রোমাইজিং এমাউন্ট থেকে গ্রাহককে অব্যাহতি দেয়ার শর্ত দেয়া হয়েছে। এথেকে প্রমাণিত হয় যে, গ্রাহক টাকা না দিলেও তাকে বিধিবহির্ভূতভাবে সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া সিসি (হাইপোঃ) ঋণকে মেয়াদি ঋণে রূপান্তরের কোন নীতিমালায় না থাকা সত্ত্বেও আলোচ্যক্ষেত্রে সিসি (হাইপোঃ) ঋণকে মেয়াদি ঋণে রূপান্তর করে দীর্ঘ সময়ক্ষেপণের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া ঘাটতি ডাউনপেমেন্ট ও সহজামানত দ্বারা ঋণসমূহ আবৃত করার শর্ত দেয়া হলেও অদ্যাবধি তা পূরণ করা হয়নি এবং মঞ্জুরির শর্ত মোতাবেক ০১/০১/২০২০ খ্রি. হতে প্রথম কিস্তি আদায়ের শর্ত থাকলেও গ্রাহক হতে শাখা কর্তৃপক্ষ তা আদায় করতে পারেনি। পুনঃতফসিলের পরবর্তী সময়ে ঘাটতি ডাউনপেমেন্ট বা কিস্তির কোন টাকাই গ্রাহক হতে আদায় হয়নি।

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান শাখা, ঢাকা।
নিরীক্ষা সাল: ২০১৭ ও ২০১৮

শিরোনাম: খেলাপি ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে অনিয়মিতভাবে ব্যাক টু ব্যাক আমদানি এলসি ইস্যুকরণ, রপ্তানি ঋণপত্র যাচাই না করে অনবরত ঋণপত্র ইস্যু করায় এবং ডিমান্ড লোনসহ অন্যান্য ঋণ আদায় করতে না পারায় অনাদায়ি ১০২,৫৬,০০০,০০ (একশত দুই কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ) টাকা।

উইস্টেরিয়া টেক্সটাইস লিমিটেড এর ৩০/১১/২০১৯ ভিত্তিক দায়দেনার বিবরণ: (কোটি টাকায়)

ঋণ গ্রহীতার নাম	ঋণের ধরন/নং	ঋণসীমা/উত্তোলন	ঋণ মঞ্জুরির তারিখ	মেয়াদকাল	বর্তমান দায়স্থিতি	শ্রেণিকরণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
উইস্টেরিয়া টেক্সটাইস লিমিটেড, নতুন বাজার, শ্রীপুর, গাজীপুর।	প্রকল্প ঋণ	১০.৪৫	১৯/০৭/০৭	৩০.০৬.১৭	৪.৩৭	বিএল
	সিসি(হাইপোঃ)	৩৬.০০	৩০.১০.২০১৭	৩১.০৩.১৮	৪৩.৬৭	বিএল
	সিসি(হাইপোঃ) ব্লকড	৭.১৬	৩০.১০.২০১৭	৩১.০৩.১৮	৭.৮৩	বিএল
	পিসি লোন, ২০৩/১৮	৪.৬৪	১১.০৪.১৮	১০.০৪.২৩	৫.৩৭	বিএল
	পিসি লোন, ১৬৩/১৮	০.৭২	১০.০৫.১৮	১৭.০৭.১৮	০.৫৮	বিএল
	পিসি লোন, ১৬৪/১৮	০.২৩	১০.০৫.১৮	০৫.০৯.১৮	০.২৬	বিএল
	পিসি লোন, ১৯০/১৮	০.২৬	১০.০৬.১৮	১৫.০৮.১৮	০.২৫	বিএল
	পিসি লোন, ১৯৭/১৮	০.৩৩	১২.০৬.১৮	৩০.০৮.১৮	০.৩৮	বিএল
	পিসি লোন, ১৯৮/১৮	০.১৮	১২.০৬.১৮	২০.০৮.১৮	০.০৮	বিএল
	পিসি লোন, ১৯৯/১৮	০.২১	১২.০৬.১৮	০৫.০৮.১৮	০.১৪	বিএল
	পিসি লোন, ২০০/১৮	০.৭০	১২.০৬.১৮	২০.০৮.১৮	০.৭২	বিএল
	পিসি লোন, ২০১/১৮	০.৪২	১২.০৬.১৮	২০.০৮১৮	০.৪৮	বিএল
	পিসি লোন, ২০২/১৮	০.৪৬	১২.০৬.১৮	৩০.০৮.১৮	০.৫৩	বিএল
	মোট পিসি লোন	৮.১৫			৮.৭৯	
	ডিমান্ড লোন, ৫২/১৬	১২.৩৫	২৫.০৬.১৮	২৫.০৬.১৮	১৫.৭০	বিএল
	ডিমান্ড লোন, ১৭/১৭	২.৪৮	১০.০৮.১৭	১০.০৮.১৭	০.৫৯	বিএল
	ডিমান্ড লোন, ০৫/১৮	৩.৯১	২৭.০৩.১৮	২৭.০৩.১৮	৪.৫৫	বিএল
	ডিমান্ড লোন, ০৬/১৮	৪.৯৮	০২.০৪.১৮	০২.০৪.১৮	৪.৪২	বিএল
	ডিমান্ড লোন, ৩৩/১৮	৪.৩৮	১২.১২.১৮	১২.১২.১৮	৪.৫২	বিএল
	ডিমান্ড লোন, ৩৪/১৮	২.৩২	২৩.১২.১৮	২৩.১২.১৮	২.৫৩	বিএল
	ডিমান্ড লোন, ৩৫/১৮	৪.৫৬	১৭.১২.১৮	১৭.১২.১৮	৩.৪১	বিএল
	ডিমান্ড লোন, ৩৭/১৮	০.৮০	২৭.১২.১৮	২৭.১২.১৮	০.৮৯	বিএল
	ডিমান্ড লোন, ০৪/১৯	১.৬৪	১৩.০৩.১৯	১৩.০৩.১৯	১.২৯	বিএল
	মোট ডিমান্ড লোন	৩৭.৪২			৩৭.৯০	
	সর্বমোট=-	৯৯.১৮			১০২.৫৬	

(কথায়: একশত দুই কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ টাকা।)

বিঃদ্রঃ এছাড়াও নথিপত্র যাচাইয়ে দেখা যায়, পূর্ববর্তী রপ্তানি ঋণপত্র/ চুক্তিপত্র মোতাবেক গ্রাহক মালামাল রপ্তানি করতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে এবং কিছু রপ্তানি ঋণপত্র/ চুক্তিপত্রের বিপরীতে কোন রপ্তানি করা হয়নি।গ্রাহকের উক্ত রপ্তানির বিষয়টিও বিবেচনা না করে অনবরত ব্যাক টু ব্যাক আমদানি এলসি খোলার অনুমোদন দেয়া হয়েছে এবং অনুমোদিত এলসি'র বিপরীতে রপ্তানি ব্যর্থতায় ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করে এলসি'র দায় পরিশোধ করা হয়, যার বর্তমান (৩০/১১/২০১৯ ভিত্তিক) দায়স্থিতি ৩৭.৯০ কোটি টাকা ।

(তথ্য উৎস: পরিচালনা পর্ষদের স্মারক নং ১৫/২০২০, তারিখ: ১৩/০১/২০২০।)

স্থানীয় আমদানি বিলসমূহে প্রত্যায়িত মূসক চালান না পাওয়ার বিবরণঃ

প্রতিষ্ঠানের নাম	রপ্তানি ঋণপত্র/চুক্তি নং ও তারিখ	মালামাল জাহাজীকরণের তারিখ	রপ্তানি ঋণপত্র/চুক্তিমূল্য	সংশ্লিষ্ট ব্যাক টু ব্যাক এলসি নং ও তারিখ
১	২	৩	৪	৫
উইস্টেরিয়া টেক্সটাইলস লিমিটেড	WTL-LDN-01-2018; 02/05/2018	১০/০৮/২০১৮	$ ৪২৫৫০০.০০	১১৮০৪০১১৭২; ০৩/০৬/২০১৮
	,,	,,	,,	১১৮০৪০১১৩৪; ৩১/০৫/২০১৮
	,,	,,	,,	১১৮০৪০১১৩৩; ৩১/০৫/২০১৮
	,,	,,	,,	১১৮০৪০১০৮৭; ২৮/০৫/২০১৮
	NW/WTL/04/2018; 18/04/2018	৩০/০৭/২০১৮	$ ৩০৮২০০	১১৮০৪০১১৩০; ১৫/০৭/২০১৮
	,,	,,	,,	১১৮০৪০১১৬৬; ০৩/০৬/২০১৮
	,,	,,	,,	১১৮০৪০১১৯৩; ০৪/০৬/২০১৮
	,,	,,	,,	১১৮০৪০১১৬৭; ০৪/০৬/২০১৮

ব্যাক টু ব্যাক এলসি মূল্য	সংশ্লিষ্ট আইএফবিসি নং	প্রত্যায়িত মূসক চালান	মন্তব্য
৬	৭	৮	০৯
$২০০০০.০০	১৪৭৪/১৮	নেই	(২) রপ্তানি Sales Contract No.NW-WTL-04-2018; Date:18.04.2018 ,Value-USD 425500.00 ➢ অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের নির্দেশ পরিপত্র নং আইটিএন্ডএফসিএমডি/ ১৪/২০১৪; তারিখঃ ১১/০৮/২০১৪ (পৃষ্ঠা নং-১২,ক্রঃ-০১) অনুযায়ী চুক্তিপত্রের বিপরীতে ব্যাক টু ব্যাক এলসি সুবিধাসহ অন্য কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা প্রদানের পুর্বে চুক্তি সম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যাংকের নিকট ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের ক্রেডিট রিপোর্ট চেয়ে SWIFT Message দিয়ে যাচাই করতে হবে এবং চুক্তিপত্রের বিপরীতে ব্যাংক গ্রাহকের অনুকূলে অর্থায়ন করতে যাচ্ছে এ বিষয়টি SWIFT Message এ উল্লেখ করতে হবে। উক্ত নির্দেশনা পরিপালন না করে অর্থাৎ চুক্তিপত্রের সঠিকতা যাচাই না করে উক্ত চুক্তিপত্রের বিপরীতে ২,০৭,৯৩৪.৪৫ মাঃডঃ সমপরিমাণ ০৯ টি ব্যাক টু ব্যাক আমদানি এলসি খোলার অনুমোদন দেয়া হয়।গ্রাহক কর্তৃক উক্ত চুক্তিপত্রের বিপরীতে কোন রপ্তানি করা হয়নি ।ফলে ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করে ব্যাক টু ব্যাক আমদানি এলসি'র দায় পরিশোধ করতে হয়েছে। উপরোক্ত রপ্তানি ঋণপত্র/চুক্তিপত্রের সঠিকতা যাচাই না করায় এবং গ্রাহক কর্তৃক রপ্তানি এলসি'র বিপরীতে কোন মালামাল রপ্তানি না করায় প্রতীয়মান হয় যে,রপ্তানি ঋণপত্র/চুক্তিপত্রদ্বয় সঠিক ছিল না। তথাপি উক্ত এলসির বিপরীতে ব্যাক টু ব্যাক আমদানি এলসি ইস্যু করায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি হয়, যার দায় দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উপর বর্তায়।
$১৪৬০.০০	১৯৫৬/১৮	নেই	
$৮০০০.০০	১৩০৯/১৮	নেই	
$৮০০০.০০	১৩০০/১৮	নেই	
$৪০০০.০০	১৩৬৮/১৮	নেই	
$২০০০০.০০	১৪৭৪/১৮	নেই	
$৫০০০.০০	১২৯৬/১৮	নেই	
$৩০০০০.০০	১২৯৫/১৮	নেই	
$৩০০০০.০০	১৩০৩/১৮	নেই	

			৩) Export L/C No. ILC18H0000174; Issue Date: 20.03.2018, L/C Value: USD 75105.00 ➢ বর্ণিত রপ্তানি এলসি যাচাইয়ে দেখা যায়, উক্ত ঋণ পত্রের বিপরীতে ৪৭৬৫৫ মা.ড. এর সমপরিমাণ মালামালের সর্বশেষ শিপমেন্টের তারিখ ছিল ১৫/০৪/২০১৮। ইমপোর্ট/এক্সপোর্ট রেজিস্টার হতে দেখা যায়, উক্ত শিপমেন্টের তারিখ পর অর্থাৎ ১৯/০৪/২০১৮ তারিখ হতে ব্যাক টু ব্যাক আমদানি এলসি ইস্যু করা হয়েছে, যা Guidelines for foreign exchange Transactions 2018, volume-01, Chapter -7 এর অনুচ্ছেদ ৩৯ (III) এর লঙ্ঘন। উক্ত Guidelines অনুযায়ী প্রযোজ্য মালামাল প্রস্তুতকরণের পর্যাপ্ত সময় না রেখে অর্থাৎ শিপমেন্টের তারিখ পর ব্যাক টু ব্যাক এলসি ইস্যু করায় মালামাল রপ্তানি করতে ব্যর্থ হয়। ➢ অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের উপরোক্ত নির্দেশ পরিপত্রে বর্ণিত ছক অনুযায়ী রপ্তানি ব্যর্থ হওয়ার সাথে সাথে ব্যাক টু ব্যাক এলসি'র মাধ্যমে আমদানিকৃত মালামালের মজুদ যাচাই করার নির্দেশনা রয়েছে। এক্ষেত্রে ২৭/১১/২০১৮ খ্রি. তারিখের ১টি পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায়, পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ কর্তৃক মালামাল মজুদ যাচাই উক্ত নির্দেশনা মোতাবেক করা হয়নি এবং মজুদ যাচাই প্রতিবেদনে মালামালের মূল্য প্রদর্শন করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে ঘাটতি মালামালের দায় হতে ঋণগ্রহীতাকে রক্ষার জন্য মজুদ মালামালের মূল্য প্রদর্শন করা হয়নি, যা ব্যাংক স্বার্থ পরিপন্থি। ➢ উপরোক্ত নির্দেশনপত্র অনুযায়ী প্রতি মাসে মজুদ মালামালের পরিমাণ, গুণাগুণ, মূল্য ইত্যাদি যাচাইসহ প্রতিবেদন আকারে নথিতে সংরক্ষণসহ যথাযথ তদারকির মাধ্যমে ঋণ আদায়ে ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে ডিমান্ড লোনের বিপরীতে মজুদ মালামালের বিষয়ে ব্যাংকের নিকট হালনাগাদ কোন তথ্য নেই। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ঋণ আদায়ে তদারকির অভাব রয়েছে। উল্লেখ্য যে, Guidelines for foreign exchange Transactions 2018, volume-01, Chapter -7 এর অনুচ্ছেদ ৪১ মর্মানুযায়ী রপ্তানি ব্যর্থতায় স্টককৃত মালামালের উপর ব্যাংক কর্তৃক কার্যকর নজরদারি রাখা আবশ্যক, যাতে ব্যাক টু ব্যাক এলসি'র মাধ্যমে আমদানিকৃত মালামাল বেআইনিভাবে হস্তান্তর না হয়।

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান শাখা, ঢাকা।
নিরীক্ষা সাল: ২০১৭ ও ২০১৮

শিরোনাম: মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী প্রযোজ্য লিমিট অতিরিক্ত দায় আদায় না করে উক্ত দায়কে সিসি হাইপোঃ (ব্লকড) হিসাবে স্থানান্তর করে ঋণ হিসাবকে নিয়মিত দেখানোসহ অনিয়মিতভাবে নতুন ঋণ সুবিধা প্রদান এবং পর্যাপ্ত জামানত না থাকা ঋণের ২৬২,৫০,০০,০০০ (দুইশত বাষট্টি কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা অনাদায়ি।

সোনালী ফেব্রিক্স এন্ড টেক্সটাইল মিলস (প্রাঃ) লিমিটেড এর ৩১/১২/২০১৮ ভিত্তিক দায়দেনার বিবরণ:

ঋণ গ্রহীতার নাম	ঋণের ধরন/নং	ঋণ সীমা/ উত্তোলন (কোটি টাকায়)	ঋণ মঞ্জুরির তারিখ	মেয়াদকাল	বর্তমান দায়স্থিতি (কোটি টাকায়)	জামানত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
সোনালী ফেব্রিক্স এন্ড টেক্সটাইল মিলস (প্রাঃ) লিমিটেড, মাধবদী পৌরসভা, নরসিংদী।	প্রকল্প ঋণ	১৯.৫১	৩১/১০/১০	৩১/১০/২০	১৮.১৬	ভূমি-২৪.৫৭ ভবন-৪৪.১৬ যন্ত্রপাতি-১৮০.৮৭ আসবাবপত্র-০.১০
	বিএমআরই-০১	২১.০১	০৫/০৩/১৩	০৫/০৩/২৩	২৮.৪৪	
	বিএমআরই-০২	৭৪.৫৬	১২/১২/১৩	১২/১২/২৩	১১৬.৬২	
	সিসি(হাইপোঃ)	৭৯.৫০	১৪.০৩.২০১৮	২৪.০৯.১৮	৮৯.০৫	
	সিসি(হাইপোঃ) ব্লকড	৮.২০	১৪.০৩.২০১৮	৩০.০৮.১৮	৮.৬০	সর্বমোট=২৪৯.৭০
	ডিমান্ড লোন	১১.০০	-	-	১.৬৩	০২.০২.২০২০ তারিখ অনুযায়ী
	সর্বমোট=	২১৩.৭৮			২৬২.৫০	

(কথায়: দুইশত বাষট্টি কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা।)

- তারিখ: ১৪/০৩/২০১৮ খ্রি. এর মাধ্যমে সোনালী ফেব্রিক্স এন্ড টেক্সটাইল মিলস (প্রাঃ) লিমিটেড এর অনুকূলে পূর্বে মঞ্জুরিকৃত সিসি হাইপোঃ ঋণসহ অন্যান্য ঋণসমূহ ১মবার পুণঃতফসিল/নবায়ন করা হয়। পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তির প্রেক্ষিতে জারিকৃত উক্ত মঞ্জুরিপত্রের ৫নং শর্তে উল্লেখ ছিল "সিসি হাইপোঃ ঋণের ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত সীমাতিরিক্ত দায় ৯.২০ কোটি টাকার মধ্যে জমাকৃত ১ কোটি টাকা বাদে অবশিষ্ট ৮.২০ কোটি টাকা আগষ্ট, ২০১৮ এর মধ্যে ০৮টি মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে, ব্যর্থতায় হিসাবটি পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে। ব্যাংক বিবরণী হতে দেখা যায়, গ্রাহক উক্ত মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তথাপি মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে লিমিট অতিরিক্ত দায়কে সিসি হাইপোঃ (ব্লকড) হিসাবে স্থানান্তর করে মূল সিসি হাইপোঃ (ঋণসীমা-৭৯.৫০ কোটি) ঋণ হিসাবটিকে ৩০/০৯/২০১৮ খ্রি. তারিখের সিএল বিবরণীসহ পরবর্তী সময়ে প্রণীত সিএল বিবরণীতে নিয়মিত দেখানো হয়েছে এবং শাখা কর্তৃক সিআইবি রিপোর্টের জন্য সঠিক তথ্য প্রদান না করায় উক্ত রিপোর্টে উক্ত সময়ে ঋণটিকে খেলাপি না দেখিয়ে নিয়মিত দেখানো হয়েছে এবং নতুন ঋণ সুবিধা অর্থাৎ ব্যাক টু ব্যাক এলসি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে, যা রপ্তানি ব্যর্থতায় অনেক ক্ষেত্রে ডিমান্ড লোন সৃষ্টি হওয়ায় ব্যাংক ঋণ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে, যার দায়দায়িত্ব সংশিষ্ট কর্মকর্তাদের উপর বর্তায়। ০২/০২/২০২০ তারিখের হিসাব অনুযায়ী ১.৬৩ কোটি টাকার ডিমান্ড লোনের দায় রয়েছে। উল্লেখ্য যে, ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ ধারা ২৭(কক) অনুযায়ী খেলাপি ঋণগ্রহীতার অনুকূলে কোন ঋণ সুবিধা দেয়া যাবে না।

- পরবর্তীতে গ্রাহক কর্তৃক সিসি হাইপোঃ ঋণসহ অন্যান্য ঋণসমূহকে পরবর্তী পুণঃতফসিল/নবায়নের জন্য ১৮/১২/২০১৮ খ্রি. তারিখে আবেদন করা হয়। অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান শাখার পত্র নং প্রশা/ঋণ/সিসি/৫০৪/২০১৯; তারিখ: ১৬/১০/২০১৯ খ্রি. এর মাধ্যমে অর্থাৎ প্রায় ১০ মাস পর বর্ণিত আবেদনে উল্লিখিত ঋণসমূহকে পুণঃতফসিলকরণের বিষয়ে ঋণগ্রহীতাকে অবহিত করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, গ্রাহক কর্তৃক তার উক্ত আবেদনে ১১ কোটি টাকার ব্যাক টু ব্যাক এলসি সীমা ৩১/১২/২০১৯ খ্রি. মেয়াদে নবায়নের জন্য আবেদন করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে উক্ত পুনঃতফসিল/নবায়ন মঞ্জুরির তারিখ অনুযায়ী যার অবশিষ্ট মেয়াদ ছিল মাত্র ২ মাস ১৫ দিন অর্থাৎ পুনরায় নবায়নের তারিখের সময় প্রায় চলে এসেছে। এত দীর্ঘ সময় নিয়ে গ্রাহকের আবেদন নিষ্পত্তি ব্যাংক ঋণ আদায় এবং গ্রাহক প্রতিষ্ঠান উভয়ের জন্যই নেতিবাচক।

- অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান শাখার উপরোক্ত পত্র নং প্রশা/ঋণ/প্রকল্প/সোনালীফেব্রিক্স/২৪০/২০১৮; তারিখ: ১৪/০৩/২০১৮ খ্রি. এর মাধ্যমে সোনালী ফেব্রিক্স এন্ড টেক্সটাইল মিলস (প্রাঃ) লিমিটেড এর অনুকূলে পূর্বে মঞ্জুরিকৃত সিসি হাইপোঃ ঋণ ছাড়াও প্রকল্প ঋণ, বিএমআরই-১, বিএমআরই-২ ঋণসমূহ ১ম বার পুনঃ তফসিল করা হয়, যার ১ম কিস্তি আদায়ের তারিখ ছিল, ০২/১২/২০১৮, ২৯/১২/১৮ এবং ০৮/১২/২০১৮ খ্রি.। উক্ত ক্ষেত্রে গ্রাহক কোন কিস্তির টাকা পরিশোধ না করেই ১৮/১২/২০১৮ খ্রি. তারিখে ২য় পুনঃতফসিলের জন্য আবেদন করে। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে পরিচালনা পর্ষদ এর অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংকের পত্র নং বিপিআরডি(পি-১)/৬৬১/১৩(চ)/২০১৯-৮০৪২; তাং ০৯/১০/২০১৯ ও বিপিআরডি(পি-১)/৬৬১/১৩(চ)/২০২০-১০৪২; তাং ২৭/১/২০২০ এর মাধ্যমে শর্ত সাপেক্ষে ২য় পুনঃতফসিলের অনাপত্তি প্রদান করা হয়।এখানে উল্লেখ্য যে, প্রথম পুনঃতফসিলের কিস্তি পরিশোধের উপরোক্ত তারিখ হতে দ্বিতীয় পুনঃতফসিলকরণে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তির তারিখ (২৭/০১/২০২০) পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ১ বছর গ্রাহক কর্তৃক কোন কিস্তি পরিশোধ করা হয়নি। তথাপি ঋণসমূহকে শ্রেণিকৃত না করে সিএল বিবরণীতে নিয়মিত দেখানো হয়েছে। আরো উল্লেখ্য যে, গ্রাহকের আবেদনের তারিখ হতে কিস্তির টাকা পরিশোধ না করা সত্ত্বেও উক্ত ১ বছরে সময় সময় জমাকৃত টাকাকে ডাউনপেমেন্টের টাকা হিসাবে গণ্য করে ঋণসমূহকে নিয়মিত দেখানো হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, বিআরপিডি সার্কুলার নং ১৫ এর অনুঃ ০১, সি অনুযায়ী প্রযোজ্য ডাউনপেমেন্ট এর টাকা এককালীন নগদে পরিশোধ করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে অনিয়ম করা না হলে ঋণসমূহ শ্রেণিকৃত এবং খেলাপি হিসাবে বিবেচিত হতো। ব্যাংকের খেলাপি ঋণ কম দেখানো এবং গ্রাহকের ঋণসমূহ নিয়মিত দেখানোর জন্যই মূলতঃ যথাযথভাবে শ্রেণিকৃত করা হচ্ছে না।

- এছাড়াও গ্রাহক প্রতিষ্ঠানটির ২৬২,৫০,০০০০০ (দুইশত বাষট্টি কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার দায়দেনার বিপরীতে পর্যাপ্ত জামানত নেয়া হয়নি এবং জামানত সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি। এক্ষেত্রে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের স্মারক নং ১৯০০, তারিখ: ২৬/১২/২০১৮ হতে দেখা যায়, উক্ত দায়দেনার বিপরীতে জামানতের পরিমাণ ২৪৯.৭০ কোটি টাকা দেখানো হয়েছে, যার মধ্যে যন্ত্রপাতির মূল্য দেখানো হয়েছে ১৮০.৮৭ কোটি টাকা। উল্লেখ্য যে, প্রতিষ্ঠানটির যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য বিষয়ে ৩০/০৫/২০১৬-৩০/০৫/২০১৭ মেয়াদে সেন্ট্রাল ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক ইন্সুরেন্স করা হয়েছিল, যেখানে প্রতিষ্ঠানটির যন্ত্রপতির মূল্য দেখানো হয়েছে ৪৯.৩০ কোটি টাকা। প্রকৃতপক্ষে জামানত হিসেবে দেখানো যন্ত্রপাতির মূল্যের উপর ইন্সুরেন্স করার নিয়ম। তদপুরি উভয়ক্ষেত্রে পার্থক্যের পরিমাণ (১৮০.৮৭-৪৯.৩০)= ১৩১.৫৭ কোটি টাকা, যা জামানত হিসেবে অতিরিক্ত দেখানো হয়েছে। যন্ত্রপাতির মূল্য মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য প্রমাণক যথা বিল অব এন্ট্রি , বাজার মূল্য বা উৎপাদনকারীর ফেক্টরী মূল্য সংক্রান্ত ডকুমেন্টস নথিতে পাওয়া যায়নি। ব্যাংকের ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন অনুযায়ী নিয়মিত এবং ব্যাংকের অনুমোদিত চার্টার্ড সার্ভেয়ার বা কনসালটেন্ট কর্তৃক জামানত মূল্যায়নের নির্দেশনা থাকলেও এতদসংক্রান্ত প্রমাণক নথিতে পাওয়া যায়নি।

(তথ্য উৎস: পরিচালনা পরিষদের স্মারক নং ১৯০০/১৮, তারিখ: ২৬/১২/২০১৮ ও প্রধান শাখার পত্র নং প্রশা/বৈবাবি/ বিটিবি/ ০৫৭/২০, ০২/০২/২০২০)

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান শাখা, ঢাকা।
নিরীক্ষা সালঃ ২০১৭-১৮

শিরোনামঃ মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক কিস্তি আদায় না হওয়া, অর্থ ঋণ আদালত আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা, এবং ব্যাংক স্বার্থ পরিপন্থি শর্তে পুনঃতফসিলের সুপারিশকৃত ঋণের ৫৭,০০,৮৩,২৫০ (সাতান্ন কোটি তিরাশি হাজার দুইশত পঞ্চাশ) টাকা অনাদায়ী।

০১	প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম	মিলন টেক্স কম্পোজিট লিমিটেড
০২	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	জনাব এম. এ. কাউসার মিলন
০৩	ঠিকানা- অফিস/ফ্যাক্টরী	অফিস-সিটি সেন্টার, স্যুট# ১৭/এ (লেভেল ১৮), ৯০/১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। কারখানা-সুনসেফের চর, সৈয়দনগর বাজার, উপজেলা-শিবপুর, জেলা-নরসিংদী।
০৪	মালিকানার ধরন	প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি।
০৫	ঋণের প্রকৃতি	মেয়াদি ঋণ, সিসি (হাঃ) ঋণ
০৬	জামানতের বিবরণ	ব্যাংক বর্ণনামতেঃ-ভূমি-১৪.২৫ কোটি টাকা, ভবন-১৪.৯০ কোটি টাকা, যন্ত্রপাতি-২৭.৭৪ কোটি টাকা সর্বমোট=৫৬.৮৯ কোটি টাকা।

০৭। (ক) প্রতিষ্ঠানটির ২০/০২/২০২০ খ্রি. তারিখের দায়-দেনার বিবরণঃ

			২০/০২/২০২০ খ্রি.				
নং	ঋণের বিবরণ ও ঋণ নং	ঋণ সীমা (কোটি টাকায়)	১ম কিস্তি আদায়ের তারিখ	বকেয়া মাসিক কিস্তির সংখ্যা ও টাকা (কোটি টাকায়)	আদায় (কোটি টাকায়)	অনাদায়ি (কোটি টাকায়)	দায়স্থিতি (টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১	প্রকল্প ঋণ-						
	আসল-০২০০০০২৬৩৩৮৭৪	৩৯.৮১	১৭/০৮/১৭	৩০×০.৭৭=২৩.১০	০.০৮	২৩.০২	৩৪,০৬,৭৯,০৬৯
	সুদ-০২০০০০২৬৩৩৮৭৩						৬,২৪,৯৬,৮৭০
	আইডিসিপি-০২০০০০২৬৩৩৮৭২						৫,৪১,৬৭,২৬৬
						মোট=	৪৫,৭৩,৪৩,২০৫
০২	সিসি(হাঃ)-০২০০০০৩৯৩২৬২৩	১০.০০	-	-	-	মোট=	১১,২৭,৪০,০৪৫
				সর্বমোট			৫৭,০০,৮৩,২৫০

(কথায়ঃ সাতান্ন কোটি তিরাশি হাজার দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র।)

বিঃদ্রঃ

উক্ত গ্রাহকের ঋণ সংক্রান্ত নথিপত্র বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, শাখার পত্র নং- প্রশা/ ঋণ/প্রকল্প/মিলন টেক্স/ ৮০৩/২০১৬; তারিখ: ০৯/১১/২০১৬ খ্রি. এর মাধ্যমে গ্রাহকের প্রকল্প ঋণের ৩৯.৮১ কোটি টাকা সুদসহ ৭৬টি মাসিক কিস্তিতে ৭৭.১৯ লক্ষ টাকা করে কিস্তিতে আদায়যোগ্য ধরে পুনঃতফসিল করা হয়। যার ১ম মাসিক কিস্তি ১৭/০৮/২০১৭ খ্রি. হতে আদায়যোগ্য। উক্ত মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১ মোতাবেক পরপর ৩টি মাসিক কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে পুনঃতফসিল সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে। ঋণ স্টেটমেন্ট হতে দেখা যায় উক্ত শর্ত মোতাবেক ফেব্রুয়ারী/২০২০ পর্যন্ত গ্রাহকের নিকট মোট পাওনা ২৩.১০ কোটি টাকা। কিন্তু গ্রাহকের নিকট হতে ডিসেম্বর/১৮ খ্রি. পর্যন্ত মাত্র ৮ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে। তথাপিও অদ্যাবধি উক্ত সুবিধা বাতিল করে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

উল্লেখ্য যে, কোন ঋণ আদায় না হলে অর্থ ঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ৪৬ ধারা মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যেমন- ১ম বছর আদায়যোগ্য টাকার ১০% আদায় না হলে উক্ত ধারা মোতাবেক ঋণ আদায়ের জন্য গ্রাহকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হবে। আলোচ্যক্ষেত্রে আদায়যোগ্য সময় প্রায় আড়াই বছরের অধিক অতিবাহিত হলেও গ্রাহক ৮ লক্ষ টাকা ব্যতীত কোন টাকাই প্রদান করেনি তথাপিও উক্ত ধারা মোতাবেক গ্রাহকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি, যা খেলাপি গ্রাহককে দীর্ঘ সময়ক্ষেপণের সুযোগ প্রদান করা মাত্র।

এছাড়া ব্যাংক নীতিমালায় সিসি (হাইপোঃ) ঋণকে মেয়াদি ঋণে রূপান্তরের কোন বিধান না থাকা সত্ত্বেও স্মারক নং- ১৯৩৬/১৮ তারিখ: ২৬/১২/২০১৮ খ্রি. এর মাধ্যমে গ্রাহকের সিসি(হাইপোঃ)ঋণের লিমিট ১০ কোটি টাকার দায়স্থিতি ১২.৩২ কোটি টাকাকে মেয়াদি ঋণে রূপান্তরিত করা হয়। যা ব্যাংক নীতিমালা পরিপন্থি। উক্ত পুনঃতফসিলে ঋণ আদায়ের নির্দিষ্ট তারিখ না দিয়ে সুপারিশকৃত শর্তে বলা হয় বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তি প্রাপ্তির তারিখ হতে ০৯ (নয়) মাস পর কিস্তি আদায়যোগ্য। ফলে খেলাপি গ্রাহকের দীর্ঘ সময়ক্ষেপণের বাড়তি সুবিধা পাওয়ার সুযোগ রয়ে যায়, যা ব্যাংক স্বার্থ পরিপন্থি।

আরো উল্লেখ্য যে, গ্রাহক কর্তৃক চেক নং- সিডিএ ৮৫৫৮৯৭৭; তারিখ: ১৮/১১/২০১৬ এবং চেক নং-সিডিবি ১৭৩৪১৮৪; তারিখ: ২৫/০১/২০১৯ খ্রি. ব্যাংকে জমা প্রদান করা হলেও অদ্যাবধি তা আদায়ের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি, যার মেয়াদ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, গ্রাহককে অনৈতিক সুবিধা দেয়ার জন্যই চেক উপস্থাপন না করে এনআই এ্যাক্ট এর মামলা হতে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। উপরোক্ত চেক হতে দেখা যায় ২০১৬ খ্রি. সালে চেক দিলেও উক্ত টাকা আদায় হয়নি। কিন্তু উক্ত গ্রাহকের নিকট হতে ২০১৯ খ্রি. সালে চেক এবং পুনঃতফসিলের শর্ত মোতাবেক পরবর্তীত আরো ১ কোটি টাকার চেক গ্রহণ করা হয়েছে। ঋণ হিসাবে টাকা না থাকায় যা আদায় করা হয়নি। এ থেকেই প্রমাণিত যে, গ্রাহককে বার বার অনৈতিক সুবিধা দিয়েও গ্রাহকের নিকট হতে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ শর্ত মোতাবেক অর্থ আদায় করতে পারেনি।

প্রসঙ্গত: বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৫; তারিখ: ২৩/০৯/২০১২ খ্রি. মোতাবেক প্রয়োজনীয় ডাউনপেমেন্ট এককালীন আদায়যোগ্য। উক্ত সার্কুলার মোতাবেক ২০১৮ খ্রি. সালে পুনঃতফসিলের সময় গ্রাহকের নিকট ডাউনপেমেন্ট বাবদ ৪.৪১ কোটি টাকা আদায়যোগ্য। কিন্তু উক্ত সার্কুলার বহির্ভূতভাবে গ্রাহকের নিকট হতে ডাউনপেমেন্ট বাবদ ৩৫ লক্ষ টাকা ও ১০০ লক্ষ টাকার চেক গ্রহণ করা হয় যার অর্থ গ্রাহকের নিকট হতে আদায় করা সম্ভব হয়নি। এক বছরের অধিক সময় পর্যন্ত পুনঃতফসিলের শর্ত কার্যকর না হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ না করে দীর্ঘ সময়ক্ষেপণ করা হয়েছে মাত্র।

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান শাখা, ঢাকা।
নিরীক্ষা সাল: ২০১৭ ও ২০১৮

শিরোনাম: খেলাপি ঋণ গ্রহীতাকে অনিয়মিতভাবে ব্যাক টু ব্যাক এলসি সুবিধাসহ পিসি লোন প্রদান করায় এবং রপ্তানি ব্যর্থতায় ডিমান্ড লোন সৃষ্টি হওয়ায় গ্রাহকের অন্যান্য দায়সহ ২৯,১৯,৬৭,০০০ (উনত্রিশ কোটি উনিশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার) টাকা অনাদায়ি।

আর. আর সোয়েটারস লিমিটেড এর ০৩/০৩/২০২০ তারিখভিত্তিক দায়স্থিতির বিবরণ:

ঋণ গ্রহীতার নাম	ঋণের প্রকার	ঋণ মঞ্জুরি/পুনঃতফসিল এর তারিখ	হিসাব নং	দায়স্থিতি (০৩/০৩/২০২০)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
আর.আর. সোয়েটার্স লিমিটেড, বিসিক শিল্প নগরী, কোনাবাড়ী, গাজীপুর। চেয়ারম্যান: মোঃ আব্দুর রাহাত	প্রকল্প ঋণ	(১ম পুনঃ তফসিল) ২৫/০৫/২০১৭	০২০০০০৪৩১৬০৪২	২৮,৮৮,৪১,০০০.০০	বি এল মানে শ্রেণিকৃত, ২য় পুনঃতফসিলকরণ প্রক্রিয়াধীন
	ডিমান্ড লোন	২১/০১/২০২০	--	২৬,০০,০০০.০০	নিয়মিত
	পিসি	২৭/০৫/২০১৯	--	২,৮৩,০০০.০০	এস এস মানে শ্রেণিকৃত
	পিসি	০৫/০৮/২০১৯	--	২,৪৩,০০০.০০	নিয়মিত
সর্বমোট				২৯,১৯,৬৭,০০০.০০	

(কথায়: উনত্রিশ কোটি উনিশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার টাকা।)

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, আমিন কোর্ট কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।
নিরীক্ষা সাল: ২০১৭ ও ২০১৮

শিরোনাম: ঋণ যথাযথভাবে শ্রেণিকৃত না করা, রপ্তানি ব্যর্থতা বিবেচনা না করে অনবরত ব্যাক টু ব্যাক এলসি ইস্যু করা এবং স্টকলটের মালামালের বিষয়ে নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ঋণের ৭৩,৬২,৯৯,৬৭৬ (তিয়াত্তর কোটি বাষট্টি লক্ষ নিরানব্বই হাজার ছয়শত ছিয়াত্তর) টাকা অনাদায়ী।

প্রতিষ্ঠানের নাম: পার্ল প্রিন্স এ্যাপারেলস লিমিটেড।

গ্রাহকের নিকট ১৮/০৩/২০২০ খ্রি. তারিখে অনাদায়ি ঋণের বিবরণ:

বিবরণ	পুনঃতফসিলের তারিখ	মেয়াদ	পুনঃতফসিলকৃত টাকার পরিমাণ	সুদের পরিমাণ	অনাদায়ি মোট টাকার পরিমাণ
পুনঃতফসিলকৃত ঋণ	০৬/১১/২০১৮	৩০/০৬/২০২০	৬৮,২২,০০,০০০	৫,৪০,৯৯,৬৭৬০	৭৩,৬২,৯৯,৬৭৬

(কথায়: তিয়াত্তর কোটি বাষট্টি লক্ষ নিরানব্বই হাজার ছয়শত ছিয়াত্তর টাকা মাত্র।)

বি: **দ্রঃ**

ডিমান্ড লোনের বিবরণী হতে দেখা যায়, প্রযোজ্য নির্দেশনা পরিপালন না করে ব্যাক টু ব্যাক আমদানি এলসি খোলার অনুমোদন দেওয়ায় ২১ টি চুক্তিপত্র/ঋণপত্রের বিপরীতে গ্রাহক কর্তৃক কোন মালামাল রপ্তানি করা হয়নি। এক্ষেত্রে রপ্তানি ব্যর্থতা বিবেচনা না করে অনবরত ব্যাক টু ব্যাক এলসি ইস্যু করা হয়েছে। অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড ১১/০৮/২০১৪ খ্রি. তারিখ থেকে নির্দেশ পরিপত্র নং- আইটিএন্ডএফসিএমডি/১৪/২০১৪; (পৃষ্ঠা নং-৯ এর (I-VI) এবং ১২ এর ক্রঃ-(০১) অনুযায়ী রপ্তানি ঋণপত্র/চুক্তিপত্রের বিপরীতে ব্যাক টু ব্যাক এলসি সুবিধাসহ অন্য কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা প্রদানের পূর্বে ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের ক্রেডিট রিপোর্ট চেয়ে SWIFT Message দিয়ে যাচাই করতে হবে এবং চুক্তিপত্রের বিপরীতে ব্যাংক গ্রাহকের অনুকূলে অর্থায়ন করতে যাচ্ছে এ বিষয়টি SWIFT Message এ উল্লেখ করতে হবে। উক্ত নির্দেশনা পরিপালন না করে অর্থাৎ রপ্তানি ঋণপত্র/চুক্তিপত্রের বিপরীতে ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের ক্রেডিট রিপোর্ট সংগ্রহ এবং রপ্তানি ঋণপত্র/চুক্তিপত্রের সঠিকতা যাচাই না করে চুক্তিপত্রের বিপরীতে ব্যাক টু ব্যাক আমদানি এলসি খোলাসহ পিসি লোনের অনুমোদন দেয়া হয়। রপ্তানি ঋণপত্র/চুক্তিপত্রগুলোর সঠিকতা যাচাই না করায় এবং গ্রাহক কর্তৃক রপ্তানি এলসি'র বিপরীতে কোন মালামাল রপ্তানি না করায় প্রতীয়মান হয় যে, রপ্তানি চুক্তিপত্রসমূহ সঠিক ছিল না।

এছাড়াও ডিমান্ড লোনের বিবরণী হতে দেখা যায়, কয়েকটি রপ্তানি ঋণপত্র/চুক্তিপত্রের বিপরীতে রপ্তানি মালামালের সম্পূর্ণ মূল্য প্রত্যাবাসিত হওয়া সত্ত্বেও ক্রস পেমেন্ট দেখিয়ে ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করে সংশ্লিষ্ট আইএফবিসি দায় পরিশোধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের উপরোক্ত নির্দেশ পরিপত্র (পৃষ্ঠা নং-২২,ক্রঃ-খ/৪) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আমদানি বিলের মূল্য পরিশোধের পর FBPAR এ হিসাবে উদ্বৃত্ত তহবিল থাকলে ঋণপত্রসহ অন্যান্য দায় পরিশোধ করা যাবে। Guidelines for Foreign Exchange Transactions 2009, Volume-01, Chapter-07, Sectioin-38 অনুযায়ী প্রত্যাবাসিত রপ্তানি মূল্য দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যাক টু ব্যাক এর বিল অর্থাৎ আইএফবিসি দায় পরিশোধ করতে হবে। প্রসঙ্গত রপ্তানি সংশ্লিষ্ট ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের দেয় তারিখ আসন্ন হওয়া সত্ত্বেও ক্রস পেমেন্ট দেখিয়ে ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ক্রস পেমেন্ট এর মাধ্যমে কোন কোন ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু তা বিস্তারিতভাবে সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়নি, যা অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর নীতিমালার লঙ্ঘন।

ডিমান্ড লোন সংশ্লিষ্ট স্টক মালামালের বিষয়ে ব্যাংকের কোন তদারকি নেই। এক্ষেত্রে উপরোক্ত অগ্রণী ব্যাংকের নির্দেশপত্র (পৃষ্ঠা নং-২১,ক্রঃ VII ও X) অনুযায়ী প্রতি মাসে মজুদ মালামালের পরিমাণ, গুণাগুণ, মূল্য ইত্যাদি যাচাই করে প্রতিবেদন আকারে নথিতে সংরক্ষণসহ মজুদ মালামাল পুণঃ রপ্তানির মাধ্যমে ঋণের দায় আদায়ে যথাযথ তদারকি করতে হবে। এছাড়া Guidelines for Foreign Exchange Transactions 2018, volume-01,Chapter-7 এর অনুচ্ছেদ ৪১ এর মর্মানুযায়ী রপ্তানি ব্যর্থতায় স্টককৃত মালামালের উপর ব্যাংক কর্তৃক কার্যকর নজরদারি রাখা আবশ্যক, যা রাখা হয়নি।

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।
নিরীক্ষা সাল: ২০১৭-১৮

শিরোনাম: মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক ঋণের কিস্তি আদায় করতে না পারায় এবং নীতিমালা বহির্ভূতভাবে ব্যাক টু ব্যাক সুবিধা প্রদান করায় ফান্ডেড ও নন-ফান্ডেড ঋণের ২০৫,২৬,০০,০০০ (দুইশত পাঁচ কোটি ছাব্বিশ লক্ষ) টাকা অনাদায়ি।

০১	প্রতিষ্ঠানের নাম	মেসার্স রূপা নিট ওয়্যারস (প্রাঃ) লিমিটেড, মেসার্স রূপা সুয়েটার (প্রাঃ), এবং মেসার্স রূপা ফেব্রিক্স লিমিটেড	
০২	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম	
০৩	ঠিকানা-	অফিসঃ -বাড়ী নং-১৬, রোড নং-৩০, গুলশান-১, ঢাকা। কারখানাঃ কুনিয়া, বোর্ড বাজার, গাজীপুর।	
০৪	ব্যবসার ধরন-	১০০% রপ্তানিমুখী সুয়েটার ফ্যাক্টরী	
০৫	ঋণের প্রকৃতি	প্রকল্প, সিসি(হাঃ), ঋণপত্র, প্যাকিং ক্রেডিট, ডিমান্ড লোন ইত্যাদি।	
০৬	জামানতের বিবরণ	(ক) জমির মূল্য ১০৮.১২৫ শতক	৩০,৫৫,৫৩,০০০
		(খ) উপরোক্ত জমির উপর ১০তলা ভবনের মূল্য	২০,৭৮,২০,০০০
		(গ) " ৪তলা ভবনের মূল্য	১,২২,৫২,০০০
		(ঘ) " ৮তলা ফ্যাক্টরী বিল্ডিং	৬,৭০,৮৫,০০০
		(ঙ) "আধাপাকা টিনসেড	৮৩,২৮,০০০
		(চ) অন্যান্য পূর্ত কাজ	৭৭,৮৪,০০০
		(ছ) কারখানায় স্থাপিত যন্ত্রপাতির মূল্য	৮০,৭১,৭৮,০০০
		(জ) অন্যান্য সম্পদ	৫০,৯৮,০০০
		(ঝ) অন্য জমির মূল্য ৯.৯০ শতক	১,৯৮,০০,০০০
		(ঞ) উপরোক্ত জমির উপর নির্মিত ভবনের মূল্য	৭৮,৩০,০০০
		মোট মূল্য=১৪৪,৮৭,২৮,০০০	
		বিঃদ্রঃ সহায়ক জামানত ঘাটতি (২০৫.২৬-১৪৪.৮৭) =৬০.৩৯ কোটি টাকা।	

০৭। (ক) ঋণের বিবরণ-(রূপা নিট ওয়্যারস (প্রাঃ) লিমিটেড (৪/১২/২০১৯খ্রি. তারিখভিত্তিক-কোটি টাকায়)

নং	বিবরণ	অনুমোদনের তাং	মেয়াদোত্তীর্ণের তাং	অনুমোদিত লিমিট (লক্ষ টাকায়)	বর্তমান দায়স্থিতি	মেয়াদোত্তীর্ণ/ সীমাতিরিক্ত	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১	প্রকল্প ঋণ(বিএমআরই)	২৮/১২/১৭	০৩/১২/২৫	৮.২৩	৯.১৩	১.৩৫	এসএমএ
০২	সিসি(হাইপোঃ)	২৯/১০/১৯	৩১/০৭/২০	২.০০	২.০০		
০৩	ব্যাক টু ব্যাক লিমিট	২৯/০৮/১৯	৩০/৬/২০	৪০.০০	০.৯৭	-	
০৪	আইএফবিসি	১৫/১/১৯ – ৩০/১০/১৯	৫/৫/১৯ – ২/৩/২০	-	৬.৪৬	২.৯২	
০৫	প্যাকিং ক্রেডিট	১২/০৬/১৮-১১/০৭/১৯	১৩/১২/১৮-১১/০১/২০	৩.১৬	১.৭০	০.৩৪	

০৬	প্যাকিং ক্রেডিট (পুনঃতফসিলকৃত)	৩১/১২/১৮	৩১/১২/১৯	৩.৪৭	৩.৫৯	৩.৫২	এসএমএ
০৭	প্যাকিং ক্রেডিট (পুনঃতফসিলকৃত)	২৮/১২/১৭	০৩/১২/২৫	১.৩৮	১.৩২	০.১৭	এসএমএ
০৮	প্যাকিং ক্রেডিট (পুনঃতফসিলকৃত)	২৮/১২/১৭	০৩/১২/২৫	১.৯৫	২.১৯	০.২৯	এসএমএ
০৯	এফবিপি	২০/০৬/১৯ – ১৬/১১/১৯	০৬/০৭/১৯ – ৮/১২/১৯	২.২৭	২.২৭	-	
১০	ডিমান্ড লোন (পুনঃতফসিলকৃত)	২৮/১২/১৭	০৩/১২/২৫	৮.৮৬	৯.৯৩	০.৮৭	এসএমএ
১১	ক্যাশ সাবসিডি	১৪/৬/১৮-৩০/৬/১৯	১৪/০৯/১৮-৩০/৯/১৯	০.১০	০.১০	০.১০	
১২	ডিমান্ড লোন +পিসি (পুনঃতফসিলকৃত)	২৮/১২/১৭	০৩/১২/২৫	৪.১৭	৪.৬৭	০.৮৩	এসএমএ
১৩	ডিমান্ড লোন (পুনঃতফসিলকৃত)	২৮/১২/১৭	০৩/১২/২৫	৫৩.৯৬	৬০.৫৫	১০.৪৩	এসএমএ
				মোট=	১০৪.৮৮	২০.৮২	

(খ) ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভোগকৃত প্রকল্প ঋণ এবং সিসি (হা) ঋণ সংক্রান্ত- (কোটি টাকায়)

ঋণের ধরন	মঞ্জুরির তারিখ	মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ	ঋণসীমা	বর্তমান দায়স্থিতি	আদায়যোগ্য	আদায়	কিস্তি অনাদায়ি/ সীমাতিরিক্ত	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
প্রকল্প ঋণ (বিএমআরই)	২৮/১২/১৭	০৩/১২/২৫	৮.২৩	৯.১৩	১.২২	-	১.২২	এসএমএ
সিসি (হাইপোঃ)	২৯/১০/১৯	৩১/০৭/২০	২.০০	২.০০	-	-		
			মোট=	১১.১৩	১.২২		১.২২	

(গ) সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়দেনার বিবরণ (৪/১২/২০১৯ খ্রি. তারিখভিত্তিক-কোটি টাকায়) নিম্নরূপঃ-
ঋণের বিবরণ-মেসার্স রূপা ফেব্রিক্স (প্রাঃ) লিমিটেড

নং	বিবরণ	অনুমোদনের তাং	মেয়াদোত্তীর্ণের তাং	অনুমোদিত লিমিট (লক্ষ টাকায়)	বর্তমান দায়স্থিতি	মেয়াদোত্তীর্ণ/ সীমাতিরিক্ত	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১	ঋণপত্র (ক্যাশ) (ডাইজ কেমিকেল)	২৬/০৫/১৯	৩১/১২/১৯	৩.০০	১.৭৪		
০২	ঋণপত্র (ক্যাশ) (মেশিনারী)	২৫/৪/১৯	২৪/৭/১৯		৩.৩৪		
০৩	আইএফবিসি(ক্যাশ)	২১/১০/১৯	০২/০৭/২০		৩.৪৬		

০৪	ঋণপত্র (ব্যাক টু ব্যাক) লিমিট	৩/৯/১৯	৩০/৬/২০	৩৫.০০	২২.১৪		
০৫	আইএফবিসি(ব্যাক টু ব্যাক)	২৫/১২/১৮-২০/১১/১৯	১০/৪/১৯-২০/৩/২০		১৩.৫৯	৬.২১	
০৬	এফবিপি	১৫/৭/১৯-২৪/১১/১৯	৬/৮/১৯-১৫/১২/১৯	১১.৯২	১১.৯২		
০৭	আইবিপি (লিমিট)	২৬/০৫/১৯	৩১/১২/১৯	৫.০০	২.৩৬		
০৮	প্যাকিং ক্রেডিট	১৩/০৮/১৮-২৪/১০/১৯	১৩/২/১৯-২৪/০৪/২০	১২.২৮	৮.৮৯	৫.২৫	এসএমএ
০৯	প্যাকিং ক্রেডিট (পুনঃতফসিলকৃত)	৩১/১২/১৮	৩১/১২/১৯	০.৩২	০.২৪	০.২৪	
১০	প্যাকিং ক্রেডিট (পুনঃতফসিলকৃত)	২৮/১২/১৭	০৩/১২/২৫	০.২১	০.২২	০.০৩	
১১	প্যাকিং ক্রেডিট (পুনঃতফসিলকৃত)	২৮/১২/১৭	০৩/১২/২৫	২.৩৪	২.৬১	০.৩৪	
১২	ক্যাশ সাবসিডি	৩১/৫/১৮-৭/১১/১৯	৩১/৮/১৮-৭/২/২০	১.৭২	১.৪১	১.৪১	
১৩	ডিমান্ড লোন +পিসি (পুনঃতফসিলকৃত)	২৮/১২/১৭	০৩/১২/২৫	৫.৬৪	৫.৯৫	০.৮১	
১৪	ডিমান্ড লোন (পুনঃতফসিলকৃত)	২৮/১২/১৭	০৩/১২/২৫	৩.২০	৩.৩২	০.৩৮	
				মোট=	৮১.১৯	১৪.৬৭	

সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানের ৪/১২/২০১৯ খ্রি. তারিখে -

সর্বমোট মেয়াদোত্তীর্ণ দায়- (২০.৮২ +১.২২+ ১৪.৬৭) =৩৬.৭১ কোটি টাকা।

সর্বমোট দায়দেনা-(১০৪.৮৮+১১.১৩+৮১.১৯) =১৯৭.২০ কোটি টাকা।

নতুন করে ৬.০৮ কোটি টাকার ব্যাক টু ব্যাক সুবিধা প্রদান করায় সর্বমোট দায় (১৯৭.২০+৮.০৬) =২০৫.২৬ কোটি টাকা।

(কথায়: দুইশত পাঁচ কোটি ছাব্বিশ লক্ষ টাকা মাত্র)

তারিখ: ১৫.১.১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২৮.৪.২০২২ খ্রিস্টাব্দ

মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর,
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

আবুল কালাম আজাদ
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
অডিট কমপ্লেক্স
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বাঃসঃমঃ-২০২১-২২/২৬৪৬এ(৩)—৬৬৫ বই, ২০২১ খ্রিঃ।